সবকিছু ভেঙে-চুরে যায়

চিনুয়া আচেবে

অনুবাদ • কবির চৌধুরী

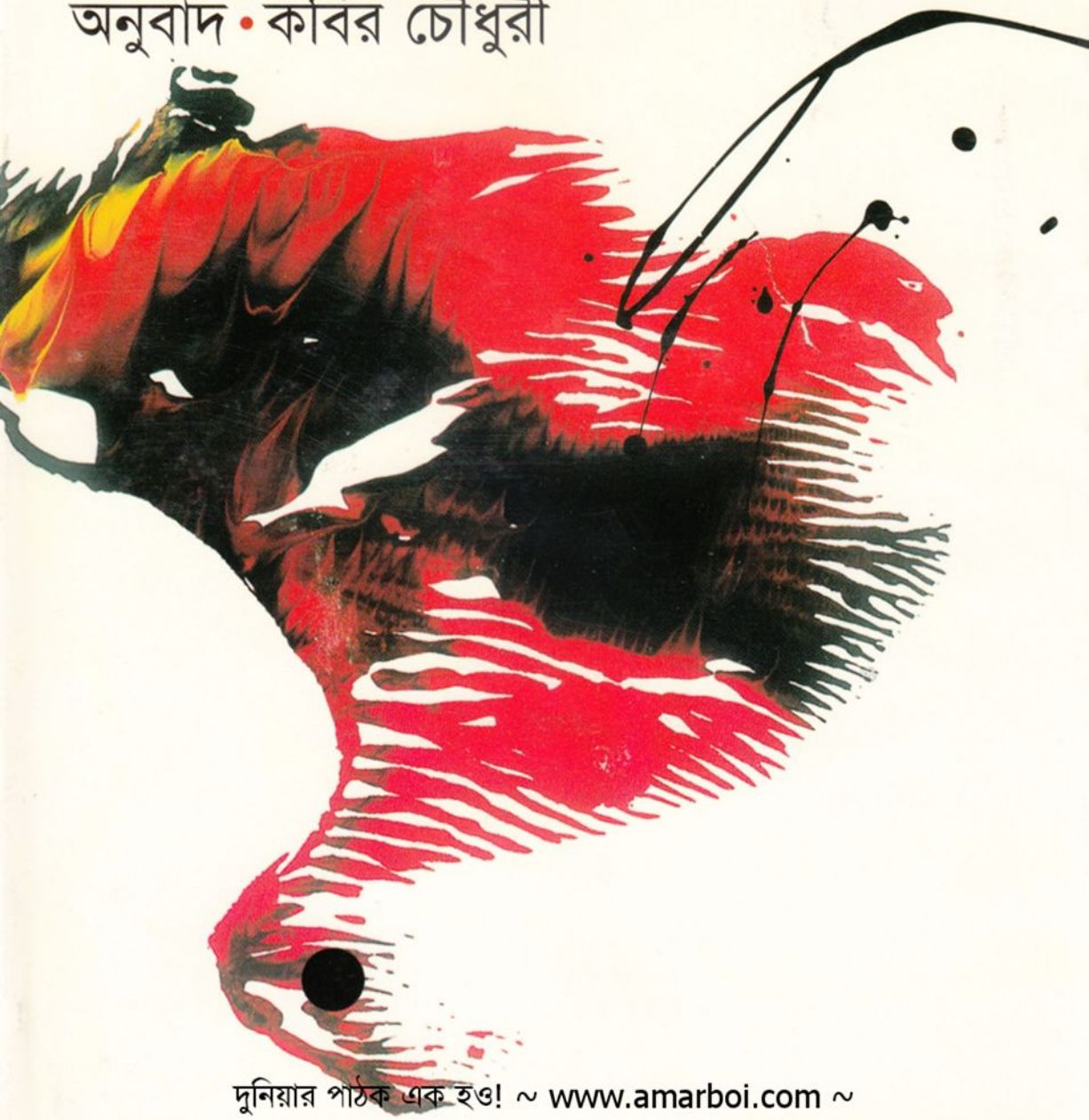

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইজেরীয় লেখক চিনুয়া আচেবে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের একজন অসামান্য কৃতী পুরুষ। তিনি বুকার পুরস্কারসহ বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং নাইজেরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ত্রিশটির অধিক অনারারি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

চিনুয়া আচেবের "থিংগস ফল অ্যাপার্ট" তথা "সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে যায়" আধুনিক আফ্রিকান কথা সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস বলে গণ্য হয়। ইতোমধ্যে এ উপন্যাস পঞ্চাশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

উপন্যাসটি তিন খণ্ডে বিন্যস্ত। এর মধ্যে মূল কাহিনীর পাশাপাশি আছে নানা কৌতূহলোদ্দীপক নাটকীয় উপকাহিনী। লেখক এগুলির পরতে পরতে প্রাচীন নাইজেরীয় জনগোষ্ঠীর নানা আচার ও প্রথা, ক্রীড়া ও উৎসব, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতির কথা নিপুণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। তবে পাঠককে সব চাইতে বেশি আকর্ষণ করে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওকোনকুয়ো, যার মধ্যে এক ধরনের মহাকাব্যিক গুণাবলী লক্ষিত হয়।

বৈরী পরিস্থিতির শিকার হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিলেও ওকোনকুয়ো চতুর শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিবাদী অবস্থান নেয় তা তাকে "হিরো"-র মর্যাদায় ভূষিত করে।

"সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে যায়" এখন ক্লাসিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কবীর চৌধুরীর অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ পাঠকবর্গ এখন আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের একটি সেরা সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

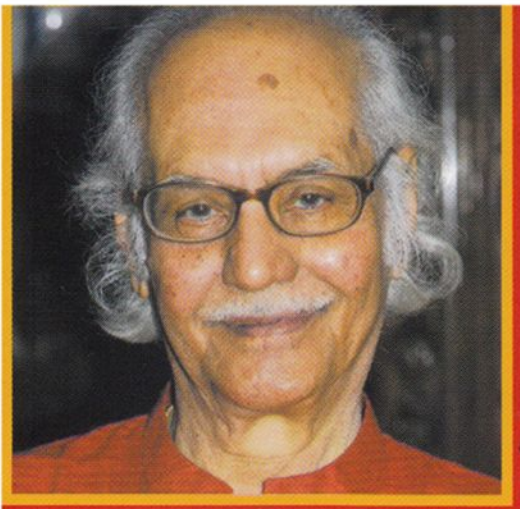

আলোকচিত্র : এম.এ তাহের

বাংলাদেশের শীর্ষ অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাব্রতী এবং সুশীল সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সালে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে দেশের বিভিন্ন কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলা একাডেমীর প্রধান, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য-সচিব এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব রূপে কাজ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন।

চিত্রকলা ও সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতা বাংলায় এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু সাহিত্যকর্ম ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়ে গেছে।

পঁচাশি বছরে পৌঁছে তিনি এখনো একদিকে স্বৈরাচার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে লিপ্ত রয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং শিক্ষকতার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি, যার মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং ভারতের উইলিয়াম কেরী স্বর্ণপদক ও কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির টেগোর পীস অ্যাওয়ার্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনুয়া আচেবের "সবকিছু ভেঙে-চুরে যায়"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অনুবাদ গ্রন্থ

দেশ-বিদেশের লোকগল্প
দুই নোবেল বিজয়ীর এক ডজন ছোটগল্প
কাফকার নির্বাচিত গল্প
প্রেম ও কলেরা (মূল : গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ)
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (মূল : মেরী শেলী)
ডিনার পার্টি (মূল : হাওয়ার্ড ফাস্ট)
একটি অতি সহজ মৃত্যু (মূল : সিমঁ দ্য বুভোয়া)
লোলা গ্রেগ-এর উপাখ্যান (মূল : হাওয়ার্ড ফাস্ট)
পাগলা কুত্তা ও অন্যান্য গল্প (মূল : হাইনরিখ বোল)
সব কিছু ভেঙে চুরে যায় (মূল : চিনুয়া আচেবে)
মাত্রিয়োনার বাড়ি ও অন্যান্য গল্প (মূল : আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিন)
যৌবনের গল্প (মূল : জে. এম. কোয়েৎজি)
অমর্যাদা (মূল : জে. এম. কোয়েৎজি)
সেরা সাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু ভেঙে-চুরে যায়

মূল : চিনুয়া আচেবে
অনুবাদ : কবীর চৌধুরী

সময় প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু ভেঙে-চুরে যায়
অনুবাদ : কবীর চৌধুরী
মূল লেখক : চিনুয়া আচেবে

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১২
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮

সময়

সময় ৬১৭

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
শিংটোলা, ঢাকা

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

SABKICHHU VENGE-CHURE JAY (THINGS FALL APART) a novel by Chinua Achebe. Translated by Kabir Chowdhury. First Published : February Bookfair 2008. 2nd print in October 2012 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan. 38/2ka Baglabazar. Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@ somoy.com

Price : Tk. 250.00 Only

ISBN 984-70114-0017-4 Code : 617

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . . . প্লাজা এ. আর. (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন)
ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

উনিশ শতকের শেষ দিকে সংঘটিত
সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর নায়ক
দুই ভাই সিধু ও কানুর
স্মৃতির উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

শুধু আফ্রিকার সাহিত্যাঙ্গনে নয়, সমগ্র বিশ্বের আধুনিক সাহিত্যাঙ্গনে চিনুয়া আচেবে একজন সেরা সাহিত্যিক রূপে সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এই স্বীকৃতি তিনি লাভ করেন আজ থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দি আগে।

তাঁর সম্পূর্ণ নাম অ্যালবার্ট চিনুয়ালুমোগু আচেবে, জন্ম নাইজেরিয়ার ওগিদিতে, ১৯৩০ সালের ১৬ নভেম্বর। একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, কবি ও প্রাবন্ধিক এই নাইজেরীয় লেখক পড়াশোনা করেন উমুয়াহিয়ার সরকারি কলেজে ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, এবং তারপর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত আফ্রিকার অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইবাদানের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। এরপর ১৯৫৩ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৫৬ সালে বিলেতের সর্বজন পরিচিত বিবিসি থেকে বেতার সম্প্রচারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

এর দু'বছর পরই প্রকাশিত হয় আচেবের প্রথম উপন্যাস "থিংগস ফল অ্যাপার্ট," আমি বাংলায় যার অনুবাদ করেছি "সব কিছু ভেঙে-চুরে যায়" নামে। প্রথম উপন্যাসের মাধ্যমেই চিনুয়া আচেবে আধুনিক কথাসাহিত্যের ভুবনে একজন অসামান্য শক্তিধর শিল্পীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসকে আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস বলে গণ্য করা হয়। ইতোমধ্যে এ উপন্যাস পঞ্চাশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এবার আমি বাংলা অনুবাদে তা আমাদের পাঠকদের সামনে সবিনয়ে পরিবেশন করলাম। এর আগে বাংলায় কেউ এ উপন্যাস অনুবাদ করেছেন কিনা আমি ঠিক জানি না।

চিনুয়ার বাবা ইসায়াহ ওকাতো আচেবে এবং মা জ্যানেট আনিনেচি হোগবুলাম ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান যাজককুলের মানুষ। বাবা ইসায়াহ ওকাতো পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করলেও নিজেদের ঐতিহ্য এবং কিছু কিছু আচার-প্রথা সম্পর্কে শ্রদ্ধা বিসর্জন দেন নি। বস্তুতপক্ষে তিনি অনেক সময় তার নতুন ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতিপয় আচার পালনের সময় নিজের বিসর্জিত ধর্মের কিছু আচার মিশিয়ে দিতেন। আমরা এ প্রসঙ্গে আচেবে পরিবারের পাঁচ সন্তানের নামকরণের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। ইসায়াহ জ্যানেটের সন্তানদের নাম রাখা হয় : ফ্রাঙ্ক ওকউওফু (নববাণী); জন চুকউইমেকা ইফিনিচুকউ (ঈশ্বর উত্তম কাজ করেছেন, ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নাই); জিনোবিয়া উজোমা (সৎ পথ), অগাস্টিন ন্ডুকা (বিত্তের চাইতে প্রাণ বেশি মূল্যবান) এবং গ্রেস ন্ওয়ান্নেকা, আর চিনুয়ার অসংক্ষেপিত নাম হলো চিনুয়ালুমোগু (ঈশ্বর যেন আমার পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন)। প্রাচীন ও নতুন দুই সংস্কৃতিতে মেলাবার একটা নির্ভুল আকাঙ্ক্ষা এই নামকরণের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

নাইজেরিয়ার আইবো জনগোষ্ঠীর বিবিধ আচার-প্রথার গভীর ছাপ চিনুয়া আচেবের উপর তার শৈশবকাল থেকেই পড়তে শুরু করে। ওই প্রথাসমূহের অন্যতম একটি ছিল গল্প বলা, কিসসা-কাহিনী শোনানো, পশুপাখির গল্প, আজগুবি গল্প। চিনুয়া আচেবে শৈশবে তার মা আর বড় বোন জিনোবিয়া উজোমার কাছ থেকে এ জাতীয় বহু গল্প শুনেছেন এবং মনপ্রাণ দিয়ে তা উপভোগ করেছেন। আমার মনে পড়ে আমাদের ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার থলের গল্পাবলীর কথা। চিনুয়া আচেবে তার 'সব কিছু ভেঙে-চুরে যায়' উপন্যাসের একটি পর্বে এই গল্প বলা ও গল্প শোনার ব্যাপারটি চমৎকারভাবে উপস্থিত করেছেন।

চিনুয়া বিয়ে করেন ১৯৬১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। স্ত্রী ক্রিস্টি চিনউই ওকোলি। তাদের চার সন্তানের নাম চিনেলো, ইকিচুকউ, চিদি এবং ন্ওয়ান্দো।

আফ্রিকায় ১৯৫০-এর দশক থেকে যে নতুন সাহিত্য বিকশিত হতে শুরু করে তার পুরোধা ব্যক্তিত্ব চিনুয়া আচেবে। এই সাহিত্যে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সাহিত্য আর আধুনিক রচনাশৈলীর একটা সৃজনশীল মিশ্রন ঘটে। সমাজ বদলে যাচ্ছে, ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও নানা নতুন প্রথা তাদের জায়গা করে নিচ্ছে, কিন্তু পুরনো আচার, পুরনো সংস্কার-কুসংস্কার, পূজা-আরাধনা, বলিদান প্রভৃতিও অব্যাহত থাকছে। এর পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা, নাচ-গান প্রভৃতিও আইবো জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। আচেবের উপন্যাসে আমরা হৃদয়গ্রাহী বর্ননা পাই কুস্তিপ্রতিযোগিতার, মুখোশ নৃত্যের, ঢোল ও বংশীবাদনের। এই উপন্যাসে আচেবে অকুণ্ঠিতভাবে সত্যকে তুলে ধরেছেন। এই সমাজে কুসংস্কার লালিত বিভিন্ন নিষ্ঠুর প্রথার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন অসঙ্কোচে। অশুভ বিবেচিত সদ্যজাত যমজ সন্তানকে অরণ্যের ঝোপে ছুড়ে ফেলে দেয়া, ভিন্ন অঞ্চলের একটি জনগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণের শাস্তিস্বরূপ তাদের এক নির্দোষ বালককে বলিদান করা প্রভৃতি বিষয় আচেবে উচ্চ শৈল্পিক পরাঙ্গমতা নিয়ে তার উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইজেরিয়া তথা আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসকশোষকরা তাদের নিষ্ঠুর থাবা বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের একটা প্রায়-সর্বজনীন প্যাটার্ন তিনি তার এই উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ওরা আসবে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আখ্যায়িত করবে অশিক্ষিত বলে। ওরা তাদের শিক্ষিত করবে, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম থেকে সরিয়ে এনে সুসভ্য খ্রিষ্টান বানাবে, ওরা গির্জা নির্মাণ করবে, স্কুল তৈরি করবে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবে। এবং আদি জনগোষ্ঠী থেকেই এক সময় ধীরে ধীরে কিছু মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ভিনদেশীদের কাছে সরে আসবে, ওদের পক্ষ নেবে। আপাতদৃষ্টিতে সবই খুব ভালো কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তার। আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের "আফ্রিকা" কবিতার কথা, যার কয়েকটি চরণ হলো :

"হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এলো ওরা হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এলো মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার শ্বাপদরা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।"

AMARBOI.COM

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওকোনকুয়ো লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। দেহের দিক থেকে সে যেমন শক্তিশালী, সাহস ও মনের জোরের দিক থেকেও সে তেমনি অসাধারণ। প্রথম যৌবনেই সে নয় গ্রামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীরের সম্মান অর্জন করে। পরে বিবিধ গুণাবলির জন্য সে তার সমাজের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা হয়ে ওঠে। আপন সমাজের আচার-প্রথা, ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যলালিত উৎসব অনুষ্ঠানাদির প্রতি সে গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং এইসব সে সাড়ম্বরে উদযাপন করে তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। চার স্ত্রী, যারা সবাই তাকে ভালোবাসে, সবাই তার অনুগত, সবাই তার প্রতি যত্নশীল। তাদের এবং তাদের গর্ভজাত অনেক ক'জন পুত্রকন্যা নিয়ে ওকোনকুয়োর সমৃদ্ধ ও সচ্ছল সংসার। তবে তার যে কোনো দোষ নেই এমন নয়। সে কখনো কখনো অনাবশ্যক রূঢ় ও কঠোর হয়, নিজের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দেয়। আর তার মধ্যে বিরাজ করে একটা অদ্ভুত ভয়। কেউ যেন তাকে কখনোই দুর্বলচিত্ত মনে না করে, তাকে ভীরু বলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো অবস্থায় যেন নিজেকে সে কখনোই স্থাপন না করে সে বিষয়ে ওকোনকুয়ো অস্বাভাবিক রকম সচেতন ও স্পর্শকাতর। এর একটা কারণ আছে। তার বাবা ছিল অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির, অসম্ভব অলস, চরম পরিশ্রম বিমুখ। রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি প্রভৃতির উল্লেখ মাত্রেই সে শিউরে উঠত। ওকোনকুয়োর ভয় ছিল তার বাবার এই সব দুর্বলতা যদি কোনোভাবে তার মধ্যে সংক্রমিত হয়? উপন্যাসের এক পর্বে ওকোনকুয়োর এই দুর্বলতা, আরো নানা কিছুর সঙ্গে মিশে, তাকে দিয়ে একটি চরম নিষ্ঠুর কাজ করিয়ে নেয়। ভিন্ন অঞ্চলের যে বালকটি তিন বছর তার সংসারে বাস করে, তাকে বাবা বলে ডাকে, পরিবারের সবার একান্ত প্রিয়জন হয়ে ওঠে, তার হত্যাকাণ্ডে ওকোনকুয়ো সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। অন্ধকার রাতে গভীর অরণ্যে ওই বালকের বলিদানের ঘটনা আচেবে মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করেছেন।

আরো নানা নাটকীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক উপকাহিনী উপন্যাসটিকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। ওকোনকুয়োর দ্বিতীয় স্ত্রীকে জয় করে নেয়া, যে ছিল তার গ্রামের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তাদের কন্যা ইজিনমার রোগাক্রান্ত হওয়া এবং তার নিরাময় হওয়া; ওকোনকুয়োর বন্দুক থেকে দুর্ভাগ্যক্রমে গুলি ছুটে গিয়ে নিজেদের গোত্রের একটি ষোল বছরের বালকের মৃত্যু ঘটানো, অনিচ্ছাকৃত হলেও ওই অপরাধের জন্য নিজের গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ভিন্ন এক অঞ্চলে মাতুলালয়ে দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন যাপন এই সব উপকাহিনী মূল কাহিনীকে সমৃদ্ধ করে।

নির্বাসনের কাল শেষ হলে ওকোনকুয়ো আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসে। কঠিন পরিশ্রম করে সে নিজেকে আবার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তার অনুপস্থিতির সময়ে তার অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ওবিরিকা তার জায়গা-জমির দেখাশোনা করেছে, তার ক্ষেতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে, সে ফিরে আসবার আগে তার বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। উপন্যাসটির অন্যতম চরিত্র এই ওবিরিকা। দুই বন্ধুর চরিত্রের বৈপরীত্যের দিকটি লেখক সুন্দরভাবে সামনে নিয়ে এসেছেন। ওবিরিকা ওকোনকুয়োর চাইতে অনেক বেশি ধীরস্থির, অনেক কম উত্তেজনাপ্রবণ, তবে তার বন্ধুর মতোই নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরিবারের সদস্যদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সজাগ। তার ছেলের বাগদান অনুষ্ঠানকে ঘিরে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি পর্ব আছে এই উপন্যাসে। যেভাবে কনের যৌতুকের অর্থের অঙ্ক নির্ধারিত হয় তা পাঠককে চমৎকৃত করবে।

তারপর এক সময়ে আমরা প্রবেশ করি উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে। এর সুর, আবহ, ঘটনাবলীর প্রকৃতি ভিন্নতর। এখানে আমরা দেখি সুদূর এই আফ্রিকায় ইংলন্ডের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের আবির্ভাব এবং ধর্মপ্রচারকে ভিত্তি করে তাদের নানা কর্মতৎপরতা। তারা শুধু ধর্মপ্রচার করে না, শুধু গির্জা ও স্কুল বানায় না, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদালত প্রতিষ্ঠা করে, বিচারব্যবস্থা চালু করে, স্থানীয় অধিবাসীর নানা অপরাধের শাস্তি দেয়। বিদেশি খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আধিপত্যবাদী আচরণ ওকোনকুয়োকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে। একদিন বাজারে তাদের একটি সমাবেশ বন্ধ করার উদ্ধত আদেশ নিয়ে খ্রিষ্টান প্রভুদের কয়েকজন পেয়াদা এসে উপস্থিত হয়। তারা ছিল ভিন্ন অঞ্চলের দলত্যাগী আফ্রিকান। ক্রোধোন্মত্ত ওকোনকুয়ো পেয়াদাদের একজনকে তার কুঠারাঘাতে হত্যা করে। অন্য পেয়াদারা দ্রুত পালিয়ে যায়। জনতা যে ওদের পালিয়ে যেতে দেয়, পথরোধ করে তাদের হত্যা করে না, এটা দেখেই ওকোনকুয়ো বুঝতে পারে যে তার নিজের জনগোষ্ঠী যতোই ক্ষুব্ধ হোক শ্বেতাঙ্গ নতুন বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কোনো সর্বাত্মক বিরোধিতা তারা করবে না। নিজের নিয়তি ওকোনকুয়োর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য চরম লাঞ্ছনা, অপমান, নিপীড়ন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওকোনকুয়ো তার সামনে আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখতে পায় না। এবং তাই করে সে। আচেবে তার কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। আর কাহিনীর পরতে পরতে তিনি যেভাবে নাইজেরীয় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নানা আচার ও প্রথার বিবরণ মিশিয়ে দিয়েছেন তা সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহী যেকোনো পাঠককে সমৃদ্ধ করবে।

উপন্যাসটি আচেবে শেষ করেছেন অতি চমৎকারভাবে। আচেবে সেখানে যে পরিশীলিত ব্যঙ্গ পরিবেশন করেছেন তা পাঠককে নিশ্চিতভাবে আলোড়িত করবে।

ব্রিটিশ শাসকদের পেয়াদাকে হত্যাকারী, বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, উদ্ধত ওকোনকুয়োর খোঁজে আসে, সৈন্যদের একটি দল নিয়ে, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ও কোথায়? কেউ কোনো উত্তর দেয় না। আবার জিজ্ঞাসা করার পর তিনি উত্তর পেলেন, ও এখানে নেই। সাহেব ভীষণ চটে যান, জানতে চান কোথায় আছে ও। ওবিরিকা বললো, সে যেখানে আছে সেখানে সে সাহেব ও তার দলবলকে নিয়ে যেতে পারে। অকুস্থলে গিয়ে দেখা গেল যে ওকোনকুয়ো আত্মহত্যা করেছে, একটা গাছের ডাল থেকে তার মৃতদেহ ঝুলছে। ওবিরিকা সাহেবকে অনুরোধ করল তিনি যেন তার লোকজনদের দিয়ে মৃতদেহ গাছ থেকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। সাহেব যখন জানতে চাইলেন ওরা নিজেরা কেন ওই কাজটি করছে না, তখন ওরা বললো যে তাদের সংস্কৃতিতে আত্মহত্যা একটা মহাপাপ। তারা ওই মৃতদেহ নিজেরা নামাতে পারবে না। অন্য লোককে দিয়ে তা নামাতে হবে। সাহেব ও তার সঙ্গীরা ভিনদেশি মানুষ, তারা ওকে নামিয়ে আনতে পারে।

আচেবে উপন্যাসটি শেষ করেছেন এইভাবে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবার একটা বিপুল আগ্রহ জন্ম নেয় সাহেবের মনে। হঠাৎ প্রশাসককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরিয়ে তার মনকে অধিকার করে নেয় প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহী জ্ঞান-পিপাসু এক ছাত্র। আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে বেশ কিছু জিনিস জেনে নিয়ে তিনি ওদের বললেন যে ঠিক আছে, তার লোকরাই ওর মৃতদেহ গাছ থেকে নামিয়ে আনবে, তবে তিনি সে সময় এখানে উপস্থিত থাকবেন না। স্থানীয় লোকজন জানালো যে সমাধিস্থ করার ব্যাপারেও সাহেবের লোকজনদের সাহায্য করতে হবে। আত্মহত্যাকারীকে তারা সমাধিস্থ করতে পারবে না। সাহেব তাদের আশ্বস্ত করলেন, তার লোকরাই সে কাজটিও করবে। তারপর তিনি ঘটনাস্থল থেকে চলে যান। যেতে যেতে তিনি ভাবলেন, মানুষের কত রকম সংস্কার থাকে। তারপর তিনি ভাবতে থাকেন, এই লোকটি, প্রথমে একজন পেয়াদাকে হত্যা করার পর যে আত্মহত্যা করল, তাকে নিয়ে তো একটা বই লেখা যেতে পারে। তারপরই তিনি ভাবলেন, না, গোটা বই নয়, তবে একটা অধ্যায় হয়তো লেখা যেতে পারে। তারপর তিনি আদালতে ফিরে যেতে যেতে মনে মনে বললেন যে, অনেক চিন্তার পর তিনি তার বই-এর একটা নামও ঠিক করে ফেলেছেন। বইটির নাম হবে "নাইজার অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।" এর সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ, আমার কাছে, অসামান্য মনে হয়েছে।

"সব কিছু ভেঙে-চুরে যায়" এখন ক্লাসিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এ উপন্যাস নাইজেরীয় সাহিত্যে একটি নতুন শক্তিশালী সৃজনশীল ধারা প্রবর্তন করেছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তা "Breaks new ground in Nigerian fiction... many books and anthropological treatises have told about the power of religious supserstitions, but here is one which forcefully but impartially gives us the reasons."

আচেবে প্রথম থেকেই উপন্যাসের ইউরোপীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন। তিনি গোড়া থেকেই কলাকৈবল্যবাদ তথা শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বের বিরোধী। তিনি আফ্রিকার মৌখিক সাহিত্য ঐতিহ্যের নিখাঁদ সমর্থক। তাঁর নিজের কথায় : "Art is, and always was, at the service of men, our ancestors created their myths and told their stories for a human purpose."

এ লেখা শেষ করার আগে চিনুয়া আচেবের অন্যান্য সাহিত্যকর্ম এবং তার নানা সম্মাননা প্রাপ্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সমীচীন হবে। নিচে আচেবের সাহিত্যকর্মের একটি তালিকা দেয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস

থিংগস ফল অ্যাপার্ট (১৯৫৮)
নো লঙ্গার অ্যাট ঈজ (১৯৬০)
অ্যারো অব গড (১৯৬৪)
এ ম্যান অব দি পিপল (১৯৬৬)
চিকে অ্যান্ড দি রিভার (১৯৬৬)
অ্যান্টহিলস অন দি সাভানাহ (১৯৮৭)

ছোটগল্প

দি স্যাক্রিফিশিয়াল এগ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ (১৯৬২)
সিভিল পীস (১৯৭১)
গার্লস অ্যাট ওয়ার অ্যান্ড আদার স্টোরিজ (১৯৭৩)

কবিতা

বিওয়্যার মোল ব্রাদার অ্যান্ড আদার পোয়েমস (১৯৭১)
ডোন্ট লেট হিম ডাই (১৯৭৮)
অ্যানাদার আফ্রিকা (১৯৯৮)
কালেকটেড পোয়েমস (২০০৪)
রিফিউজি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড (১৯৭০)

প্রবন্ধ, সমালোচনা এবং রাজনৈতিক মন্তব্য-ভাষ্য

দি নভেলিস্ট অ্যাজ টিচার (১৯৬৫)
অ্যান ইমেজ অব আফ্রিকা : রেজিম ইন কনরাড'স
'হার্ট অব ডার্কনেস' (১৯৭৫)
মর্নিং ইয়েট অন ক্রিয়েশান ডে (১৯৭৫)
দি ট্রাবল উইথ নাইজেরিয়া (১৯৮৪)
হোপস অ্যান্ড ইম্পেডিমেন্টস (১৯৮৮)
হোম অ্যান্ড এক্জাইল (২০০০)

শিশুতোষ গ্রন্থ

ডেড মেন'স পাথ (১৯৭২)
হাউ দি লেপার্ড গট হিজ ক্লজ (১৯৭২)
ম্যারেজ ইজ এ প্রাইভেট অ্যাফেয়ার
দি ফ্রুট (১৯৭৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনুয়া আচেবে তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা; দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ত্রিশের অধিক অনারারি ডিগ্রি লাভ করেছেন। এছাড়া তিনি লাভ করেছেন কমনওয়েলথ পোয়েট্রি প্রাইজ, নিউ স্টেটসম্যান জক ক্যাম্পবেল প্রাইজ, মার্গারেট রং প্রাইজ, নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল ট্রফি এবং নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল মেরিট অ্যাওয়ার্ড। ১৯৯৪ সালে তিনি লাভ করেন ইতালির ননিনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার আর ২০০২ সালে লাভ করেন জার্মান বুক ট্রেড-এর বিশেষ সম্মানজনক পুরস্কার পীস প্রাইজ।

২০০৭ সালে তার সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য আচেবে বিখ্যাত ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ লাভ করলেও এখনও তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন নি। এজন্য বিভিন্ন মহল থেকে নোবেল কমিটি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

শুধু সাহিত্যকর্মের জন্য নয়, গণতন্ত্রের পক্ষে এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর নিরঙ্কুশ অবস্থানের জন্যও চিনুয়া আচেবে সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি শুধু পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী আচরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন নি স্বদেশের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধেও দ্বিধাহীনভাবে তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ২০০৫ সালে যখন তাকে নাইজেরিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা কমান্ডার অব দি ফেডারেল রিপাবলিক (সিএফআর) প্রদান করা হয় তখন তিনি নিজের দেশের অগণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রতিবাদে ওই সম্মাননা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে চিনুয়া আচেবের উচ্চ স্থান অবিসংবাদিত। দেশ-জাতি নির্বিশেষে ইংরেজি ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান আজ তর্কাতীত।

ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭ **কবীর চৌধুরী**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১

ওকোনকুয়ো নয় গ্রাম জুড়ে, এমনকি তার বাইরেও, বিখ্যাত ছিল। তার খ্যাতির মূলে ছিল নিরেট ব্যক্তিগত অর্জনসমূহ। যখন সে আঠারো বছরের যুবক তখনই "বিল্লি" আমালিঞ্জেকে পরাভূত করে স্বগ্রামের জন্য সে খ্যাতি বয়ে এসেছিল। আমালিঞ্জে ছিল মস্ত বড় কুস্তিগির। উমুওফিয়া থেকে এমবাইনো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সাত বছরের ভেতর আমালিঞ্জে একবারও কারো কাছে পরাজয় বরণ করে নি। তাকে "বিল্লি" বলা হতো কারণ তার পৃষ্ঠদেশ কখনো ভূমি স্পর্শ করত না। ওই মানুষটিকে ওকোনকুয়ো মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে। বৃদ্ধরা সবাই বলে যে তাদের নগরীর প্রতিষ্ঠাতা সাত দিন সাত রাত ধরে অরণ্যের এক প্রেতাত্মার সঙ্গে যে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারপর থেকে যত ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছে তার মধ্যে ওকোনকুয়ো-আমালিঞ্জের লড়াই ছিল অন্যতম।

ঢোলের শব্দ হয়, বাঁশি বাজে, দর্শকরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে। আমালিঞ্জে ছিল ধূর্ত ও কুশলী, কিন্তু ওকোনকুয়ো ছিল জলের মধ্যে মাছের মতো পিচ্ছিল। ওদের দুজনের বাহুতে আর পিঠে আর উরুতে প্রতিটি শিরা-উপশিরা এবং মাংসপেশি টানটান হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেগুলো যেন মটমট করে ভেঙে যাবে। ওরা যেন সেই শব্দ প্রায় শুনতে পাচ্ছে। অবশেষে ওকোনকুয়ো বিল্লিকে হারিয়ে দিয়েছিল।

এটা অনেক দিন আগের ঘটনা, বিশ বছর কিংবা তারও বেশি হবে, আর এই সময়ের মধ্যে ওকোনকুয়োর খ্যাতি উত্তুরে বাতাসের প্রবল ঝাপ্টায় দাবাগ্নির মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে ছিল দীর্ঘকায় এবং বিশাল, ভ্রূজোড়া ছিল ঘন, ঝাকড়া ঝাকড়া, নাকটা চওড়া, সব মিলে তাকে বেশ কঠোর দেখাত। সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিত জোরে জোরে। লোকে বলত যখন ঘুমাত তখন বহির্বাটিতে তার স্ত্রীরা আর সন্তানরা তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেত। হাঁটার সময় তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়ের গোড়ালি মাটি প্রায় স্পর্শই করাত না, মনে হত সে বুঝি এখনই কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সত্যিই প্রায়ই কারো না কারো উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে সামান্য একটু তোৎলাত এবং রেগে গেলে ইচ্ছানুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে কথা বলতে পারত না আর তখন সে তার মুষ্টি ব্যবহার করত। অসফল মানুষদের নিয়ে তার কোনো ধৈর্য ছিল না। তার বাবাকে নিয়েও তার ধৈর্য ছিল না।

উনোকা, তাই ছিল তার বাবার নাম, মারা গিয়েছে দশ বছর আগে। সে ছিল অলস ও অপব্যয়ী এবং আগামীকাল সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো ক্ষমতাই ছিল না তার। হাতে টাকা এলে, এবং সেটা কদাচিৎ ঘটত, সে সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ভাঁড় তাড়ি কিনে, পাড়াপড়শিদের ডেকে এনে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠত। কোনো মৃত ব্যক্তির মুখ দেখলেই সে বলত যে সে সেখানে জীবদ্দশায় তার না খাওয়ার মূর্খতা দেখতে পায়। বলা বাহুল্য যে উনোকা ছিল ঋণগ্রস্ত। প্রতিটি পড়শির কাছে তার ঋণ ছিল, কারো কারো কাছে মাত্র কয়েক কড়ি, কারো কারো কাছে মোটা অঙ্কের টাকা।

উনোকা ছিল দীর্ঘদেহী কিন্তু খুব শীর্ণ এবং সামান্য কুঁজো। সুরা পান করার অথবা বাঁশি বাজাবার সময় ছাড়া তার চেহারা দেখাত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং বিষণ্ন। চমৎকার বাঁশি বাজাত সে। ফসল ঘরে তোলার শেষে, দুই অথবা তিন চাঁদের পর, গ্রামের গাইয়ে-বাজিয়েরা চুল্লির উপরে ঝোলানো বাদ্যযন্ত্রগুলো নামিয়ে এনে জলসা শুরু করত। সেটাই ছিল উনোকার সব চাইতে আনন্দময় মুহূর্ত। সে ওদের সঙ্গে তার বাঁশি বাজাত এবং তখন তার মুখ জ্বলজ্বল করত এক অনির্বচনীয় সুখ ও প্রশান্তির অভিব্যক্তিতে। কখনো কখনো অন্য কোনো গ্রাম থেকে উনোকার বাজিয়ে দল এবং নাচের "ইগুগউদেয়" ডাক পড়ত, তারা এসে যেন তাদেরকে ওদের সুরগুলো শিখিয়ে দেয়। তখন তারা তাদের নিমন্ত্রণকারীদের কাছে গিয়ে তিন-চার হাটের দিন পর্যন্ত তাদের আতিথ্য গ্রহণ করত, বাজনা বাজাত, ভোজ অনুষ্ঠানে যোগ দিত। উনোকা উত্তম খাওয়া-দাওয়া ভালোবাসত, ভালো বন্ধুসঙ্গ ভালোবাসত, আর বছরের এই ঋতুটি ছিল তার প্রিয়, যখন বৃষ্টি থেমে গেছে আর প্রতি প্রভাতে সূর্য উঠছে চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য নিয়ে। এ সময়ে গরমও খুব বেশি হয় না, কারণ উত্তর থেকে এ অঞ্চলের হিমেল শুকনো হাওয়া বয়ে আসে। কোনো কোনো বছর উত্তরের এই হিমেল হাওয়া খুব কঠোর হয়। তখন বাতাসে একটা পাতলা কুয়াশা ঝুলে থাকে। বৃদ্ধ আর শিশুরা ওই সময় কাঠের চুল্লি ঘিরে বসে নিজেদের গা গরম রাখে। এই সবই উনোকা ভালোবাসত, শুষ্ক ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ির ফিরে আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ভালোবাসত, ওই প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবার জন্য ছোটোরা যে গান গাইত সেটা ভালোবাসত সে। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত তার। নীল আকাশের বুকে অলসভাবে ভেসে যাওয়া একটা ঘুড়ির পেছনে সে প্রায়ই কীভাবে ছুটে যেত, এবং একটা ঘুড়ি পেয়ে গেলে সে তার মন-প্রাণ-শরীর দিয়ে কীভাবে গান গেয়ে উঠত, ঘুড়িটির দীর্ঘ দীর্ঘ ভ্রমণযাত্রার শেষে তার প্রত্যাবর্তনকে কীভাবে সে স্বাগত জানাত, তাকে জিজ্ঞাসা করত সে কি তার জন্য কয়েক গজ কাপড় সঙ্গে নিয়ে এসেছে?

এসব বহু বছর আগের কথা, তখন সে ছোটো ছিল। বয়স্ক উনোকা একজন অসফল মানুষ। সে গরিব, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো খাওয়া জোটে না। মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, কারণ সে নিছক আলস্যে সময় কাটিয়ে দেয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে ওকে আর কখনো কোনো টাকা-পয়সা ধার দেবে না, কারণ সে কখনো তার দেনা শোধ করে না। কিন্তু উনোকা ছিল এমনই একটি লোক যে সব সময়ই ধার করতে পারত এবং ওইভাবে তার ঋণের অঙ্ক সে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলত।

একদিন ওকোই নামের এক প্রতিবেশী তার সঙ্গে দেখা করতে এল। উনোকা তখন তার কাদামাটির শয্যায় শুয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ওকোই-র সঙ্গে করমর্দন করল। ওকোই বগলদাবা করে ছাগলের একটা চামড়া নিয়ে এসেছিল। সে ওটা বিছিয়ে তার উপর বসল। উনোকা ভেতরের একটা ঘরে গিয়ে সেখান থেকে কাঠের পাতলা গোলাকার থালার মতো একটা জিনিস নিয়ে এল। সেখানে ছিল কোলা গাছের একটা ফল, কিছু ঝাল মরিচ এবং এক টুকরো সাদা চক।

সে বসে পড়ে বলল, "এই যে, এখানে কোলা আছে", বলে সে থালাটা তার অতিথির দিকে ঠেলে দিল।

ওকোই থালাটা আবার উনোকার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যে কোলা আনে সে জীবন আনে। তবে আমার মনে হয় আপনারই ফলটা ভাঙা উচিত।"

"না, না, আমার মনে হয় সেটা আপনারই করা উচিত।" এই নিয়ে তারা কিছুক্ষণ তর্ক করে, তারপর উনোকা ফলটি প্রথমে ভাঙবার সম্মান গ্রহণে রাজি হয়। ইতোমধ্যে ওকোই চকের টুকরোটি হাতে নিয়ে তার সাহায্যে মেঝের উপর কয়েকটা রেখা টানে, তারপর তার পায়ের বুড়ো আঙুলটা রঙ করে। আর কোলাটা ভাঙতে ভাঙতে উনোকা জীবন এবং স্বাস্থ্যের জন্য, শত্রুর বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের সুরক্ষার জন্য, তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রার্থনা করে। খাওয়ার পর তারা নানা বিষয়ে কথা বলে: ভারি বর্ষণ যে গাছ-আলুগুলোকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, পূর্বপুরুষদের জন্য পরবর্তী ভোজ-উৎসব, এমবাইনো গ্রামের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধ, এই সব বিষয় নিয়ে তারা আলাপ করে। যুদ্ধের প্রসঙ্গ কখনোই তার ভালো লাগত না। বস্তুতপক্ষে সে ছিল কাপুরুষ, রক্তের দৃশ্য সে সহ্য করতে পারত না। তাই সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে গান-বাজনার কথা বলল, আর তখনই তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে যেন তার মনের কানে "একউই" আর "উদু" আর "ওগেজের" রক্তচঞ্চলকরা জটিল সুর-তরঙ্গ শুনতে পাচ্ছে, সে যেন শুনতে পাচ্ছে যে তার নিজের বাঁশি ওই তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ওঠা-নামা করছে, তাকে সুসজ্জিত করছে বর্ণিল এবং বিষণ্ন একটা সুরে। সামগ্রিক প্রভাবটা ছিল আনন্দময় এবং সতেজ ও চঞ্চল, কিন্তু কেউ যদি বাঁশির সুরের ওঠা-নামার মধ্য থেকে তা ছোট ছোট অংশে ভেঙে নিত তাহলে সে তার মধ্যে দেখতে পেত দুঃখ এবং শোক।

ওকোই-ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিল। সে "ওগেনে" বাজাত। কিন্তু উনোকার মতো ব্যর্থ মানুষ ছিল না সে। তার বিশাল গুদাম ছিল গাছ-আলুতে ঠাসা, আর তার ছিল তিন স্ত্রী। আর এখন সে ইদেমিলি খেতাব গ্রহণ করতে যাচ্ছে, দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ খেতাব। ওটা হবে খুব ব্যয়বহুল একটি অনুষ্ঠান এবং সেজন্য সে এখন তার সকল সম্পদ জড়ো করছে। বস্তুতপক্ষে সেজন্যই সে উনোকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে গলা খাঁকারি দিয়ে এইভাবে শুরু করল, "কোলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি শিগগিরই যে খেতাব গ্রহণ করতে যাচ্ছি তার কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন।" স্পষ্ট করে এটুকু বলার পর ওকোই পরবর্তী পাঁচ-ছয়টি বাক্য সীমিত রাখল প্রবাদ উচ্চারণের মধ্যে। ইবো গোষ্ঠির মধ্যে আলাপচারিতার শিল্পকলাকে খুব উঁচু স্থান দেয়া হয়, আর প্রবাদবাক্য হলো সেই পাম-তেল যার সহযোগে শব্দাবলী ভক্ষিত হয়। ওকোই ছিল আলাপচারিতায় অতীব পারদর্শী। সে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলল, মূল বিষয়ের চারপাশে ঘুরল, এবং অবশেষে সরাসরি আঘাত হানল। মোদ্দাকথা, উনোকা দুই বছরেরও বেশি আগে তার কাছ থেকে যে দুইশত কড়ি ধার নিয়েছিল এখন সে সেটা তার কাছে ফেরত চাইছে। তার বন্ধু কী বলতে যাচ্ছে সেটা বোঝামাত্র উনোকা হো হো করে হেসে ওঠে। সে উচ্চ কণ্ঠে এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে হাসে। তার কণ্ঠস্বর "ওগেনের" মতো স্পষ্ট ও সতেজ সুরে বাজতে থাকে। হাসতে হাসতে উনোকার চোখে জল এসে যায়। ওকোই ভীষণ অবাক হয়, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাক হয়ে বসে থাকে। অবশেষে নতুন হাসির দমকের ফাঁকে ফাঁকে উনোকা তাকে তার উত্তর দানে সক্ষম হয়।

সে তার কুটিরের দূরের দেয়ালটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। লাল মাটি দিয়ে ঘষে ঘষে সেটা চকচকে করা হয়েছিল। ওটা দেখিয়ে উনোকা বলল, "ওই দেয়ালটার দিকে তাকান। সেখানে চকের রেখাগুলো দেখুন।" ওকোই চক দিয়ে আঁকা ছোট উল্লম্ব রেখার কয়েকটা গুচ্ছ দেখতে পেল। পাঁচটা গুচ্ছ আছে, সব চাইতে ছোট গুচ্ছটি দশটি রেখা নিয়ে গঠিত। উনোকার মধ্যে নাটকীয়তার একটা বোধ ছিল। তাই সে এখানে একটু বিরতি দিল, নাকে এক টিপ নস্যি নিল, সশব্দে হাঁচল, তারপর আবার বলতে শুরু করল : "এই প্রতিটি গুচ্ছ কোনো একজনের কাছে আমার দেনা নির্দেশ করছে। ওই যে দেখুন, ওই লোকটির কাছে আমার ঋণ এক হাজার কড়ি। কিন্তু তার জন্য তিনি আমাকে সকাল বেলায় ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে আসেন নি। আপনার টাকা আমি অবশ্যই শোধ করব, কিন্তু আজ নয়। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, যারা সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের উপর সূর্যের আলো যারা তার সামনে নতজানু হয়ে থাকে তাদের আগে পড়বে। আমি আমার বড়ো দেনাগুলো আগে শোধ করব।" সে আরেক টিপ নস্যি নিল, যেন এর মাধ্যমে সে বড়ো দেনাগুলো শোধ করল। ওকোই তার ছাগলের পটিয়ে বিদায় নিল।

উনোকা যখন মারা যায় তখনো কোনো খেতাব সে গ্রহণ করে নি, আর সে ছিল প্রচুর ঋণগ্রস্ত। তার পুত্র ওকোনকুয়ো যে বাবার জন্য লজ্জিত বোধ করে তাতে অবাক হবার কিছু আছে কি? সৌভাগ্যবশত এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা মানুষের মূল্য বিচার করা হয় তার নিজের যোগ্যতা দিয়ে, তার পিতার যোগ্যতা দিয়ে নয়। স্পষ্টতই ওকোনকুয়ো বড় বড় কাজ করার জন্য জন্মেছে। এখনো তার বয়স অল্প, কিন্তু এখনই সে নয় গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বড়ো কুস্তিগীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। একজন বিত্তশালী চাষী সে। তার দুটি গোলাঘর গাছ-আলুতে ভর্তি। আর সম্প্রতি সে তার তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছে। সব চাইতে বড়ো কথা, সে ইতোমধ্যে দুটি খেতাব গ্রহণ করেছে এবং আন্তগোষ্ঠী যুদ্ধে অবিশ্বাস্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আর তাই, এখনো যুবক থাকলেও, ওকোনকুয়ো এর মধ্যেই তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন হয়ে উঠেছিল। তার জনগণের মধ্যে বয়স অবশ্যই সম্মান লাভ করত, কিন্তু ব্যক্তিগত অর্জন বিবেচিত হতো গভীর শ্রদ্ধার বস্তু হিসাবে। বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, একটি শিশু হাত ধুয়ে নিলে রাজার সঙ্গেও খেতে পারে। স্পষ্টতই ওকোনকুয়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার হাত ধুয়েছিল, আর তাই সে রাজা-রাজড়া এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আহার করে। আর এই সূত্রেই সে ভাগ্যনির্দিষ্ট বালকটির দেখাশোনার ভার নেয়, যে বালকটিকে উমোফিয়া গ্রামের উদ্দেশে তার প্রতিবেশিরা উৎসর্গ করে, যেন যুদ্ধ এবং রক্তপাত এড়ানো যায়। দুর্ভাগ্যপীড়িত বালকটির নাম ছিল ইকেমেফুনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২

ওকোনকুয়ো সবেমাত্র তেলের প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে তার বাঁশের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছে, আর তখনই রাত্রির নিস্তব্ধ বাতাস ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে নগর-ঘোষকের "ওগেন"-এর আওয়াজ শুনতে পেল সে। "গোমে," "গোমে," "গোমে," গুমগুম করে বেজে উঠেছে ঘোষকের ধাতব যন্ত্র। তারপরই সে তার ঘোষণা দিল এবং ঘোষণার শেষে আবার সে তার যন্ত্রে আঘাত হানল। ঘোষণাটি ছিল এই রকম। উমোফিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিকে আগামী কাল সকালে বাজারে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। ওকোনকুয়ো ভাবে, কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছে? কারণ একটা গণ্ডগোল যে হয়েছে, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। ঘোষকের কণ্ঠে সে সুস্পষ্ট ট্র্যাজেডির সুর শুনেছে। দূরে তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে কিন্তু সে এখনো তার মধ্যে ওই সুর শুনতে পাচ্ছে।

রাতটা ছিল নিস্তব্ধ। চাঁদনী রাত ছাড়া সব রাত এখানে সর্বদা নিস্তব্ধই থাকে। এই সব মানুষের জন্য অন্ধকার সব সময়ই একটা ভয়ের ব্যাপার। সব চাইতে সাহসী মানুষও এই ভয় থেকে মুক্ত নয়। ছোটদের সাবধান করে দেয়া হতো তারা যেন রাতে শিস না দেয়, শিস শুনে প্রেতাত্মারা আসতে পারে। অন্ধকারের মধ্যে বিপজ্জনক প্রাণীরা আরো বেশি অশুভ ও রহস্যময় হয়ে ওঠে। রাতের বেলায় সাপকে কখনো ওই নামে উল্লেখ করা হয় না, কারণ তাহলে ওটা শুনতে পাবে। তাকে বলা হয় রজ্জু। ওই বিশেষ রাতে ঘোষকের কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে দূরে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়, পৃথিবীতে নীরবতা আবার ফিরে আসে, একটা রোমাঞ্চকর নীরবতা, অরণ্যের কোটি কোটি কীটপতঙ্গের বিশ্বচরাচরব্যাপ্ত গুঞ্জন যে-নীরবতাকে আরে তীব্র করে তোলে।

চাঁদনি রাতের ব্যাপার ছিল ভিন্নরকম। তখন খোলা মাঠে ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েদের আনন্দিত কলকাকলী শোনা যায়, আর যারা ততো ছোট নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা হয়তো জোড়ায় জোড়ায় একটু কম প্রকাশ্য স্থানে নিজেদের ক্রীড়ায় লিপ্ত হতো, আর বৃদ্ধ নর-নারীরা স্মরণ করত নিজেদের যৌবনের কথা। ইবোদের একটা প্রবাদ আছে: "যখন চাঁদ ঝলমল করে তখন খঞ্জও হাঁটার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।"

কিন্তু আজকের এই বিশেষ রাতটি ছিল অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। আর উমোফিয়ার নয় গ্রামে নগর-ঘোষক তার "ওগেনে" সহকারে সবাইকে আগামীকাল সকালে বাজারে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। ওকোনকুয়ো তার বাঁশের শয্যায় শুয়ে জরুরি বিষয়টির প্রকৃতি কী হতে পারে তা অনুমান করার চেষ্টা করে। কোনো প্রতিবেশী গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ কি? তাই তার কাছে সব চাইতে বেশি সম্ভাব্য বলে মনে হয়। আর যুদ্ধ তার জন্য কোনো ভীতিপ্রদ ব্যাপার নয়। সে ছিল কর্মযজ্ঞের মানুষ, যুদ্ধের মানুষ। সে তার বাবার মতো ছিল না, রক্তাক্ত দৃশ্য সে সহজেই সহ্য করতে পারত। উমোফিয়ার সর্বশেষ যুদ্ধে সেই প্রথম একটি কর্তিত মনুষ্যমুণ্ড নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সেটা ছিল তার পঞ্চম মুণ্ড, আর এখনো সে বৃদ্ধ হয়নি। বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের সময়, যেমন গ্রামের কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে, সে তার প্রথম মনুষ্যমুণ্ড থেকে নিজের তাড়ি পান করত।

সকালেই বাজার পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে অন্তত দশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে, সবাই নিচু গলায় কথা বলছে। অবশেষে ওগবিয়েফি ইজিউগো উঠে দাঁড়িয়ে চার বার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গর্জন করে উঠল: "উমোফিয়া ক্যুয়েনু।" প্রতিবারই সে ভিন্ন দিকে মুখ করে দাঁড়াল, আর মনে হলো সে যেন তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে বাতাসকে ঠেলে দিচ্ছে। আর প্রতিবারই দশ হাজার মানুষ উত্তর দেয় "ইয়া!" তারপর নেমে আসে একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা। ওগবিয়োফি ইউজিউগো ছিল শক্তিশালী বক্তা এবং এই রকম বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে ভাষণ দেবার জন্য সেই সর্বদা নির্বাচিত হতো। সে তার মাথায় সাদা চুল ও সাদা দাড়ির গায়ে হাত বুলালো। তারপর তার যে কাপড় ডান বগলের নিচ দিয়ে প্যাঁচানো এবং বাঁ কাঁধের উপর ন্যস্ত ছিল সে তা ভালো করে টেনে ঠিক করে নিল।

এরপর সে পঞ্চমবারের মতো গর্জন করে উঠল, "উমোফিয়া ক্যুয়েনু", আর জনতা সমস্বরে তার উত্তর দিল। এবার হঠাৎ যেন তার উপর কোনো শক্তি ভর করেছে ওইভাবে সে তার বাঁ হাত প্রসারিত করল এমবাইনোর দিকে, আর তার চকচকে সাদা দাঁতে দাঁত শক্ত করে টিপে বলল, "ওই বন্য জন্তুর সন্তানরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উমোফিয়ার এক কন্যাকে হত্যা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।" সে তার মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে তার দাঁতে দাঁত ঘষলো এবং জনতার মধ্য থেকে একটা চাপা ক্রোধের গুঞ্জন নির্গত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দিল। সে যখন আবার শুরু করল তখন তার মুখের উপর থেকে ক্রোধ অন্তর্হিত হয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে একটা মৃদু হাসি, তার ক্রোধের চাইতেও ভয়ঙ্কর এবং অমঙ্গলসূচক। স্পষ্ট আবেগবর্জিত কণ্ঠে সে উমোফিয়াকে জানাল যে তাদের একটি কন্যা এমবাইনোর বাজারে গিয়েছিল এবং সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। মেয়েটি ছিল, ইজিউগো বলল, ওগবুয়েফি ওডোর স্ত্রী। সে তার কাছে মাথা নিচু করে বসে থাকা একটি লোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করল। জনতা তখন ক্রোধে আর রক্তের পিপাসায় চিৎকার করে উঠল।

আরো অনেকে ভাষণ দিল এবং শেষে এরকম ক্ষেত্রে যে প্রথাসিদ্ধ কার্যপ্রণালী অনুসৃত হতো তাই হলো। এমবাইনোর কাছে তৎক্ষণাৎ একটা চূড়ান্ত শর্ত দেয়া হলো, হয় তাদের যুদ্ধকে বেছে নিতে হবে, নয়তো ক্ষতিপূরণ রূপে উমোফিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে একটি যুবক এবং একটি কুমারী মেয়েকে।

উমোফিয়ার তাবৎ প্রতিবেশিরা তাকে ভয় করত। যুদ্ধ এবং জাদুবিদ্যায় উমুওফিয়া ছিল শক্তিশালী এবং তার পুরোহিত আর ওঝা-বদ্যিদের ভয়ে ভীত ছিল চারপাশের সব অঞ্চল। তাদের সব চাইতে কার্যকর যুদ্ধ ঔষধ ছিল তাদের গোষ্ঠীর মতোই সুপ্রাচীন। কত প্রাচীন তা কেউ জানে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সবার মধ্যে ঐক্যমত্য ছিল– ওই ঔষধের সক্রিয় মূলসূত্র ছিল এক পায়ের এক বৃদ্ধা রমণী। বস্তুতপক্ষে, ওই ঔষধের নামই ছিল "আপাদি-এন্ওয়াই" কিংবা বৃদ্ধা রমণী। তার উপাসনাবেদি ছিল পরিষ্কার করা একটি জায়গায়, উমোফিয়ার ঠিক কেন্দ্রস্থলে। আর সন্ধ্যার পর কেউ যদি ওই উপাসনাবেদির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার মতো হঠকারী হয় তাহলে সে অবশ্যই সেখানে বৃদ্ধা রমণীটিকে এক পায়ে লাফাতে দেখবে।

আর তাই, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই এসব বিষয় অবগত ছিল তারা উমোফিয়াকে ভয় করত, এবং প্রথমে একটা শান্তিপূর্ণ সমঝোতার চেষ্টা করার আগে তারা কখনোই যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। আর উমোফিয়ার প্রতি ন্যায্যতার স্বার্থে একথাও বলতে হবে যে তাদের পরিস্থিতি সুস্পষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত না হলে এবং দৈববাণী কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তারাও কখনো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। দৈববাণী ছিল পাহাড় আর গুহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈববাণী। কয়েকটি দৃষ্টান্তও আছে যে দৈববাণী উমোফিয়াকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করে। সেক্ষেত্রে দৈববাণীকে অমান্য করলে তারা নিশ্চিতভাবে যুদ্ধে পরাজিত হতো, কারণ তখন ভয়ঙ্কর "আগাদি-এনওয়াই' কখনোই এমন যুদ্ধ করত না যাকে ইবোরা বলে "নিন্দনীয় যুদ্ধ"।

কিন্তু এখন যে-যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তা একটা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ। শত্রুগোষ্ঠীও তা জানে। আর তাই উমোফিয়ার অহঙ্কারী এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক যুদ্ধদূত হিসাবে ওকোনকুয়ো যখন এমবাইনোতে এল তখন প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আচরণ করা হলো। আর দু'দিন পর সে ফিরে এল পনেরো বছর বয়সের একটি বালক ও একটি কুমারী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বালকের নাম ছিল ইকেমেফুনা, যার শোকাবহ কাহিনী আজও উমোফিয়ার লোকজন বলাবলি করে। জনাকীর্ণ জ্যেষ্ঠরা ওকোনকুয়োর কাছ থেকে তার কাজ সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন শোনার জন্য মিলিত হয়। সব কিছু শোনার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয়, মেয়েটি ওগবুয়েফির নিহত স্ত্রীর জায়গা নিয়ে তার কাছে যাবে। আর ছেলেটি, যার মালিক এখন সমগ্র গোত্র, তার সম্পর্কে এখনই দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই। তাই, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য গোত্রের পক্ষ থেকে ওকোনকুয়োকে তার দেখাশোনা করার ভার দেয়া হলো। আর এভাবেই ইকেমেফুনা তিন বছর কাটিয়ে দেয় ওকোনকুয়োর সংসারে।

ওকোনকুয়ো তার সংসারকে শাসন করত কড়া হাতে। তার স্ত্রীরা, বিশেষ করে সর্বকনিষ্ঠটি, এবং তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার অগ্নিগর্ভ মেজাজের ভয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। হয়তো ভেতরে ভেতরে ওকোনকুয়ো নিষ্ঠুর ছিল না কিন্তু সারা জীবন তার উপর কর্তৃত্ব করেছে একটা ভয়, ব্যর্থতার ভয় আর দুর্বলতার ভয়। এটা ছিল অশুভ আর খামখেয়ালি দেবদেবীদের চাইতে, জাদুবিদ্যার চাইতে, অরণ্য আর প্রকৃতির হিংস্র অমঙ্গলকামনাকারী শক্তিসমূহের ভয়ের চাইতেও গভীরতর এবং অধিকতর অন্তরঙ্গ একটা ভয়। ওকোনকুয়োর ভয় ছিল এইসব কিছুর চাইতেও বড়ো একটা ভয়। এটা কোনো বাইরের ভয় ছিল না। এর উৎস ছিল তার নিজের গভীরে। এটা ছিল নিজের সম্পর্কে তার ভয়, পাছে সে তার বাবার মতো হয়ে যায়। বালক বয়সেই বাবার ব্যর্থতা আর দুর্বলতার জন্য তার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। এখনো তার মনে পড়ে আর এক খেলার সাথী তাকে বলেছিল যে তার বাবা একটা "আগবালা"। ওই তখন ওকোনকুয়ো প্রথমবারের মতো জানতে পায় যে "আগবালা" মেয়েলোকের অন্য একটা নাম: যে লোক কখনো কোনো খেতাব, গ্রহণ করে নি তাকেই নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে এই নাম। আর তাই একটা সুতীব্র আবেগ তার উপর সর্বদা কর্তৃত্ব করে। তার বাবা উনোকা যা কিছু ভালোবাসে তাকেই সে ভীষণ ঘৃণা করে। ওই জিনিসগুলোর মধ্যে একটা ছিল নম্রতা, আরেকটা ছিল আলস্য।

শষ্য রোপণের মৌসুমে ওকোনকুয়ো মোরগ-ডাকা ভোর থেকে শুরু করে মুরগিছানাগুলো নিজেদের বাসায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত একটানা কাজ করত। সে ছিল খুব শক্তিশালী একটি মানুষ, কদাচিৎ সে ক্লান্ত বোধ করত। কিন্তু তার স্ত্রীরা আর সন্তানরা তার মতো ছিল না এবং তারা খুব কষ্ট পেত। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলার সাহস তাদের ছিল না। ওকোনকুয়োর প্রথম পুত্র নওই তখন বারো বছরের বালক, আর তার বাবা ইতোমধ্যেই তার প্রাথমিক স্তরের আলস্য লক্ষ করে তার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। অন্তত তার বাবার তাই মনে হয়। ওই আলস্য সারাবার জন্য তার বাবা সারাক্ষণ নওইর খুঁত ধরত এবং তাকে মারধর করত। আর তাই ছেলেটি একটি বিষণ্ন মুখের যুবক হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

ওকোনকুয়োর সংসারের সমৃদ্ধি ছিল স্পষ্ট দৃশ্যমান। বিশাল প্রাঙ্গণের চারদিক ছিল লাল মাটির পুরু দেয়ালে ঘেরা। লাল দেয়ালগুলোতে ছিল একটি মাত্র প্রবেশপথ। তার ঠিক পরেই ছিল ওকোনকুয়োর নিজের কুটির অথবা "ওবি"। তার পরে ছিল তার তিন স্ত্রীর নিজস্ব স্বতন্ত্র কুটির। সেগুলো বিন্যস্ত ছিল অর্ধচন্দ্রাকারে। গোলাঘরের অবস্থান ছিল লাল দেয়ালগুলোর এক প্রান্তে এবং সেখানে লম্বা সারি দিয়ে জড়ো করা ছিল ইয়্যাম তথা লতানো গাছ-আলু, ওকোনকুয়োর সাচ্ছল্যের স্বাক্ষর। প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে ছিল ছাগলগুলোর জন্য একটা চালাঘর এবং প্রত্যেক স্ত্রীর ছিল নিজ নিজ কুটিরসংলগ্ন মুরগির ঘর। গোলাঘরের কাছেই ছিল একটি ছোট বাড়ি, "ওষুধ বাড়ি" কিংবা প্রার্থনালয়, যেখানে ওকোনকুয়ো রাখত তার নিজস্ব দেবতার এবং তার পূর্বপুরুষদের আত্মার কাঠের প্রতীকগুলো। সে কোলা বাদাম, খাদ্যদ্রব্য এবং তালের রস থেকে তৈরি সুরা উৎসর্গ করে তাদের পূজা করত এবং তার নিজের জন্য তার তিন স্ত্রী ও আট সন্তানের জন্য তাদের কাছে শান্তি ও সুখ প্রার্থনা করত।

তো, উমোফিয়ার এক কন্যা এমবাইনোতে নিহত হবার ফলে ইকেমেফুনা এসে পড়ল ওকোনকুয়োর সংসারে। ছেলেটিকে নিয়ে ওকোনকুয়ো যেদিন বাড়ি এল সেদিন সে তার সর্বজ্যেষ্ঠ স্ত্রীর হাতে তাকে তুলে দিয়ে বলল, "এই ছেলে গোত্রের সম্পদ। তুমি এর দেখাশোনা করবে।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, "ও কি আমাদের এখানে অনেক দিন থাকবে?" ওকোনকুয়ো গর্জন করে ওঠে, "তোমাকে যা বলা হলো তাই করো। কবে থেকে তুমি উমোফিয়ার 'এনডিচি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠলে?"

আর এভাবেই ন্ওইর মা আর কোনো প্রশ্ন না করে ইকেমেফুনাকে তার নিজের কুটিরে নিয়ে আসে।

আর ছেলেটি? সে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। তার কী হয়েছে, সে কী করেছে, তার কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। কেমন করে সে জানবে যে উমোফিয়াদের এক মেয়ের হত্যাকাণ্ডে তার বাবা জড়িত ছিল? সে শুধু জানে যে একদিন তাদের বাড়িতে কয়েকটি লোক এসে উপস্থিত হয়, নিচু গলায় তার বাবার সঙ্গে তারা কথা বলে, তারপর তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে অচেনা এক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তার মা অঝোর ধারায় কেঁদেছিল কিন্তু সে নিজে এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে সে কাঁদে নি। আর এভাবেই অপরিচিত লোকটি বাড়ি থেকে অনেক অনেক দূরে, নির্জন অরণ্যপথ পাড়ি দিয়েছে, তাকে এবং একটি মেয়েকে এখানে নিয়ে এসেছে। মেয়েটি কে সে জানে না, আর তাকে সে আর কোনো দিন দেখেও নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৩

অনেক যুবক সচরাচর জীবনের শুরুতে যে সুযোগ-সুবিধা পায় ওকোনকুয়ো তা পায় নি। সে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে গোলাঘর পায় নি। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার জন্য কোনো গোলাঘর ছিলই না। উমোফিয়াতে একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল। তার বাবা উনোকা একবার পরামর্শ করার জন্য পাহাড় এবং গুহার "দৈববাণীর" কাছে গিয়েছিল। সে জানতে চায় সব সময় তার ঘরে এত কম ফসল ওঠে কেন।

"দৈববাণী"র নাম ছিল আগবালা। তার পরামর্শ নেবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে তার কাছে লোক আসত। যখন দুর্ভাগ্য তাদের পেছন ছাড়ত না কিংবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে তারা কোনো কঠিন ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে পড়ত তখন মানুষ তার কাছে আসত। নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার জন্য তারা তার কাছে আসত। তাদের লোকান্তরিত পিতৃপুরুষদের আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যও তারা তার কাছে আসত।

তার মন্দিরে ঢুকতে হতো একটা পাহাড়ের একপাশে অবস্থিত একটা গোল গর্তের মধ্য দিয়ে। মুরগির ঘরের গোল প্রবেশপথের চাইতে ওই গর্ত ছিল সামান্য একটু বড়ো। ভক্তরা এবং যারা দেবতার কাছ থেকে কোনো তথ্য জানতে চাইত তারা হামাগুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে গর্তের মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকত এবং তারপর নিজেদের আবিষ্কার করত একটা অন্ধকার, অনিঃশেষ শূন্য স্থানে আগবালার উপস্থিতিতে। নিজের যাজিকা ছাড়া আগবালাকে কেউ কখনো দেখে নি। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর মন্দিরটি থেকে বেরিয়ে আসার পর কেউই তার ক্ষমতাকে ভয় না করে পারত না। গুহার ঠিক কেন্দ্রস্থলে আগবালার যাজিকা একটা পবিত্র চুল্লি বানিয়েছিল, সে তার পাশে দাঁড়িয়ে দেবতার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করত। ওই অগ্নিকুণ্ডের কোনো শিখা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গনগনে কাঠের আলোয় শুধু যাজিকার অস্পষ্ট মূর্তি চোখে পড়ত।

কখনো কখনো মৃত পিতা বা আত্মীয়ের আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য কেউ কেউ ওখানে এসে উপস্থিত হতো। লোকে বলে যে আত্মা হাজির হলে ব্যক্তিটি তাকে অস্পষ্টভাবে দেখত কিন্তু কখনো তার কথা শুনত না। কেউ কেউ বলেছে যে তারা গুহার ছাদের গায়ে আত্মার ওড়াউড়ি এবং ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ শুনেছে।

অনেক বছর আগে, ওকোনকুয়ো তখনো ছোট বালক, তার বাবা উনোকা আগবালার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য ওই মন্দিরে গিয়েছিল। সেই সময় যাজিকা ছিল চিকা নামের এক রমণী। তার দেবতার শক্তিতে সে ছিল ভরপুর। সবাই তাকে খুব ভয় করত। উনোকা তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করেছিল।

সে সকাতরে বলে, "প্রতি বছর মাটির বুকে শষ্য রোপণ করার আগে আমি সকল জমির মালিক আনির উদ্দেশে একটা রাতা মোরগ উৎসর্গ করি। এটা আমাদের পিতৃপুরুষের বিধান। ইয়্যামের দেবতা ইফেজিওকুর মন্দিরেও আমি একটা রাতা-মোরগ বলি দিই। আমি ঝোপজঙ্গল সাফ করি, তারপর সেসব শুকালে আমি তাতে আগুন ধরিয়ে দিই। প্রথম বৃষ্টি নামার পর আমি ইয়্যাম রোপণ করি আর কচি লতাগুলো দেখা দিতেই আমি কাঠি দিয়ে সেগুলো বেঁধে দিই। আমি আগাছা..."

"চুপ করো!" যাজিকা চিৎকার করে ওঠে। তার ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর অন্ধকার শূন্যতার মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। "তুমি দেবতাদের কিংবা তোমার পূর্বপুরুষদের কোনো বিধান লঙ্ঘন করো নি। যখন একজন লোক তার দেবতা ও পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করে তখন তার ফসল ভালো হবে কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে তার বাহুর শক্তির উপর। তুমি, উনোকা, তোমার গোত্রের সকলের কাছে তোমার কোদাল আর নিড়ানি-কাস্তের দুর্বলতার জন্য সুপরিচিত। যখন তোমার প্রতিবেশীরা তাদের কুড়াল নিয়ে নতুন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে যায় তখন তুমি তোমার জীর্ণ শেষ হয়ে যাওয়া খামারে তোমার ইয়্যাম রোপণ করো, যে কাজ করতে কোনো শ্রম দরকার হয় না। তারা তাদের খামার বানাবার জন্য সাত নদী পার হয়, আর সেই সময় তুমি বাড়িতে বসে থাকো আর অনিচ্ছুক ভূমির উদ্দেশ্যে বলিদান করো। বাড়ি যাও, উনোকা, আর একটা পুরুষ মানুষের মতো কাজ করো।"

উনোকা ছিল দুর্ভাগ্যপীড়িত একটি লোক। তার ছিল একজন খারাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চি", তথা ব্যক্তিগত দেবতা। দুর্ভাগ্য তাকে তার কবর পর্যন্ত, অথবা বলতে হয় তার মৃত্যু পর্যন্ত, তাকে তাড়া করে বেড়ায়, কারণ তার কোনো কবর হয় নি। ফুলে গিয়ে তার মৃত্যু হয় এবং সেটা ছিল ধরণীর দেবীর কাছে নিদারুণ ঘৃণার ব্যাপার। কেউ যখন পেট ও হাত-পা ফোলার রোগে আক্রান্ত হয় তখন তাকে বাড়িতে মরতে দেয়া হয় না। তাকে 'অশুভ অরণ্যে' বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে মরবার জন্য ফেলে রাখা হয়। খুব জেদি একজন মানুষের একটা কাহিনী আছে, সে টলতে টলতে তার বাড়ি ফিরে আসে, তখন তাকে আবার অরণ্যে বয়ে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। ওই রোগ ধরণীর জন্য একটা চরম ঘৃণ্য জিনিস, আর তাই তার বলিকে মাটির বুকে সমাহিত করা যায় না। সে মরে যায় আর মাটির উপরে পচে-গলে নিঃশেষ হয়, তাকে প্রথম বা দ্বিতীয় কোনো কবরই দেয়া হয় না। উনোকার ভাগ্যেও তাই ঘটে। ওরা যখন তাকে বয়ে নিয়ে যায় তখন সে তার সঙ্গে নিয়েছিল তার বাঁশিটি।

উনোকার মতো বাবা থাকার ফলে অনেক যুবক জীবনের শুরুতে যেসব সুযোগ সুবিধা পায় ওকোনকুয়ো তা পায় নি। সে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো গোলাবাড়ি পায় নি, কোনো খেতাব পায় নি, এমনকি একটি তরুণী ভার্যাও পায় নি। কিন্তু এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও সে তার বাবার জীবদ্দশাতেই একটা সচ্ছল ভবিষ্যতের ভিত্তি নির্বাচন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কাজটা ছিল ধীরগতি এবং কষ্টকর। সে এমনভাবে কাজ করত, যেন সে ভূতগ্রস্ত একটি মানুষ। আর সত্যিই সে তার বাবার ঘৃণ্য জীবন এবং লজ্জাকর মৃত্যুর ভয়ে ভূতগ্রস্তই হয়ে গিয়েছিল।

ওকোনকুয়োদের গ্রামে খুব ধনী এক ব্যক্তি ছিল। তার ছিল তিনটি বিশাল গোলাবাড়ি, নয় স্ত্রী এবং ত্রিশটি সন্তান। নাম নোয়াকিবি। সে তার গোত্রের সর্বোচ্চ খেতাবটি ছাড়া আর সব খেতাব গ্রহণ করেছিল। ওকোনকুয়ো তার প্রথম বীজ-ইয়াম লাভের জন্য ওই লোকটির জন্য কাজ করে।

সে এক পাত্র তাড়ি-মদ আর একটা রাতা-মোরগ নিয়ে নোয়াকিবির কাছে যায়। দুজন প্রবীণ প্রতিবেশীকে ডেকে পাঠানো হয়। নোয়াকিবির বড়ো দুই ছেলেও তার "ওবি", তথা কুটিরে, উপস্থিত থাকে। সে একটা কোলা বাদাম ও কিছু ঝাঁঝালো মরিচ তুলে ধরে, সেটা এক হাত থেকে অন্য হাতে যায়, সবাই দেখার পর আবার সেটা তার কাছে ফেরত আসে। সে তখন বাদামটি ভেঙে বলল, "আমরা সবাই বেঁচে থাকব। আমরা প্রার্থনা করি জীবনের জন্য, সন্তানসন্ততির জন্য, ভালো ফসল এবং সুখের জন্য। আপনার জন্য যা উত্তম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি তা পাবেন এবং আমি পাবো আমার জন্য যা উত্তম। চিল তার উঁচু ও নিরাপদ জায়গায় বসে থাকুক, ঈগলও বসে থাকুক তার উঁচু ও নিরাপদ জায়গায়। কেউ যদি এ ব্যাপারে অন্যকে 'না' বলে তাহলে তার ডানা ভেঙে যাক।"

কোলা বাদাম খাওয়া শেষ হলে ওকোনকুয়ো তার কুটিরের এক কোণে রক্ষিত তালের রসের মদের পাত্রটি এনে সকলের মাঝখানে স্থাপন করল। তারপর সে নোয়াকিবিকে 'আমাদের বাবা' সম্বোধন করে বলল, "ন্না আয়ি, "আমি আপনার জন্য এই সামান্য কোলাটি এনেছি। আমাদের জনগণ বলে, যে ব্যক্তি মহৎ মানুষকে শ্রদ্ধা করে সে তার নিজের মহত্ত্বের পথ সুগম করে। আমি এসেছি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এবং সেই সঙ্গে আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ চাইতে। কিন্তু তার আগে, আসুন, আমরা কিছু সুরা পান করি।"

সবাই ওকোনকুয়োকে ধন্যবাদ দিল। প্রতিবেশীরা তাদের ছাগচর্মের ঝোলা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, এখন তার মধ্য থেকে তারা তাদের সুরা পানের শিঙ্গাগুলো বের করল। নোয়াকিবি তার কুটিরের চালের বাতায় আটকে রাখা তার নিজের শিঙ্গাটি নামিয়ে আনল। তার উপস্থিত দুই ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠটি ছিল দলের সব চাইতে কনিষ্ঠ সদস্য। সে এখন মাঝখানে এসে সুরার পাত্রটি তার বাঁ হাঁটুর উপর রেখে সুরা ঢেলে দিতে লাগল। প্রথম পাত্রটি ওকোনকুয়োকে পরিবেশন করা হলো। সকলের আগে তাকে চুমুক দিতে হবে। তারপর দলের অন্য সবাই, সর্বজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে সকলে সুরা পান করল। সবাই দু-তিন শিঙ্গা পান করার পর নোয়াকিবি তার স্ত্রীদের ডেকে পাঠাল। তাদের কেউ কেউ তখন বাড়িতে ছিল না, মাত্র চারজন এসে ঘরে ঢুকল।

নোয়াকিবি জিজ্ঞাসা করল, "আনাসি ঘরে নেই?" ওরা জানাল যে সে আসছে। আনাসি ছিল প্রথম স্ত্রী, অন্য স্ত্রীরা তার আগে সুরা পান করতে পারে না। ওরা তাই অপেক্ষা করে থাকে।

আনাসি ছিল মাঝবয়সী দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক রমণী। তার চালচলনে ছিল সুস্পষ্ট কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি। সে যে একটি বিশাল এবং সচ্ছল পরিবারের মেয়ে মহলকে শাসন করার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রী তা তার সর্বাঙ্গে প্রকাশিত। সে তার স্বামীর খেতাবগুলো তার পায়ে নূপুরের মতো করে পরত। একমাত্র প্রথম স্ত্রীর-ই ছিল এই অধিকার।

সে তার স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে শিঙ্গাটি গ্রহণ করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সে এক হাঁটু মুড়ে, একটু পান করে, সেটা আবার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিল। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে তার নাম ধরে ডাকল, তারপর নিজের কুটিরে ফিরে গেল। তারপর অন্য স্ত্রীরা পান করল, সঠিক ক্রম বজায় রেখে, এবং যে যার কুটিরে ফিরে গেল।

তখন পুরুষ সদস্যরা সুরা পান করতে করতে কথাবার্তা বলে। ওগবুয়েফি ইডিগো সবাইকে ওবিয়াকোর কথা বলে। সে তাল গাছে ঠুকে ঠুকে সেখান থেকে তালের সুরা সংগ্রহ করত। হঠাৎ সে তার ওই পেশা ছেড়ে দেয়। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে গোঁফের উপর লেগে থাকা সুরার ফেনা মুছে ফেলে ওগবুয়েফি ইডিগো বলল, "এর পেছনে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। কোনো কারণ ছাড়া কটকটে ব্যাং দিনের বেলায় দৌড়াদৌড়ি করে না।"

আকুকালিয়া বলল, "কেউ কেউ বলে যে দৈববাণী ওকে সাবধান করে দিয়েছে, তাল গাছ থেকে পড়ে ওর মৃত্যু হবে।"

নোয়াকিবি বলল, "ওবিয়াকো চিরকালই ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির একটা লোক। আমি শুনেছি যে অনেক বছর আগে, তার বাবার মৃত্যুর পর তখনো বেশি দিন কাটে নি, সে 'দৈববাণী'র পরামর্শ গ্রহণের জন্য গিয়েছিল। 'দৈববাণী' তাকে বলে, "তোমার মৃত বাবা চান যে তুমি তার উদ্দেশে একটা ছাগল বলি দাও।"

ও সে কথা শুনে 'দৈববাণী'কে কী বলেছিল জানো? ও বলেছিল, "আমার মৃত বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি তার জীবদ্দশায় কোনো দিন একটা মুরগির মাংস খেয়েছিলেন কিনা?" ওকোনকুয়ো ছাড়া সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। ওকোনকুয়ো অস্বস্তির সঙ্গে একটু হাসে, কারণ, প্রবাদ আছে, শুকনো হাড়ের কথা উচ্চারিত হলেই বৃদ্ধা রমণীরা খুব অস্বস্তি অনুভব করে। ওকোনকুয়োর নিজের বাবার কথা মনে পড়ে যায়।

অবশেষে যে যুবকটি সুরা ঢেলে দিচ্ছিল সে অর্ধশিঙ্গার ঘন সাদা তলানিটুকু তুলে ধরে বলল, "আমরা যা খাচ্ছিলাম তা শেষ হয়ে গেছে। এবার তলানিটুকু কে পান করবে?" নোয়াকিবির বড়ো ছেলে ইগওয়েলোর দিকে দুষ্টুমিভরা সহাস্য মুখে তাকিয়ে ইডিগো বলল, "যার সামনে একটা কাজ পড়ে আছে সে-ই পান করবে।"

সবাই একমত হলো যে ইগওয়েলোরই তলানিটুকু পান করা উচিত। সে তার ভাই-এর কাছ থেকে অর্ধভর্তি শিঙ্গাটি নিয়ে চুমুক দিয়ে তলানিটুকু পান করল। ইডিগো যেমন বলেছিল, তার সামনে একটা কাজ ঠিকই পড়ে ছিল, মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস দুয়েক হলো সে তার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। স্ত্রীর কাছে যাওয়া পুরুষ মানুষের জন্য তালের রসের তাড়ির ঘন তলানি খুব ভালো বলে বিবেচিত হতো।

সুরা পান সমাপ্ত হলে ওকোনকুয়ো তার সমস্যার কথা নোয়াকিবির সামনে তুলে ধরল। সে বলল, আপনার সাহায্য লাভের জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। হয়তো আপনি ইতোমধ্যে তা অনুমান করতে পেরেছেন। আমি একটা চাষের জায়গা পরিষ্কার করেছি কিন্তু রোপণ করার জন্য আমার কোনো ইয়্যাম বা গাছ-আলু নেই। নিজের ইয়্যাম দিয়ে অন্য কাউকে বিশ্বাস করার অর্থ কী তা আমি জানি, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন যুবকরা কঠোর পরিশ্রমকে ভয় করে। আমি কাজের ভয়ে ভীত নই। উঁচু ইরোকো গাছ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়া টিকটিকিটি বলেছিল, কেউ আমার প্রশংসা না করলে আমি নিজেই করব। যে সময় প্রায় সবাই মায়ের বুকের দুধ খায় সেই সময় থেকে আমি আমার নিজের ভরণপোষণ এবং দেখাশোনা করে আসছি। আপনি যদি আমাকে কিছু ইয়্যাম বীজ দেন তাহলে আমি আপনাকে হতাশ করব না।"

নোয়াকিবি গলা ঝেড়ে বলল, "আজকাল আমাদের যুবকরা খুব নরম হয়ে পড়েছে, এই সময় তোমার মতো একটি যুবককে দেখে আমার ভালো লাগছে। অনেক যুবকই আমার কাছে এসে ইয়্যাম চেয়েছে কিন্তু আমি দিই নি, কারণ আমি জানতাম যে তারা সেগুলো যেমন-তেমন করে মাটিতে ছড়িয়ে দেবে এবং দেখতে দেখতে সেসব জমিটা আগাছায় ভরে যাবে। আমি যখন ওদেরকে না বলে দিই তখন ওরা ভাবে আমি কঠিন হৃদয়, কিন্তু আমি তা নই। ইনেকে পাখির কথা হলো, মানুষ যখন থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করতে শেখে তখন থেকে সেও কোথাও না-বসে উড়তে শেখে। আমি আমার ইয়্যামের ব্যাপারে কার্পণ্য করতে শিখেছি। কিন্তু তোমার উপর আমি আস্থা রাখতে পারি। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি এটা বুঝতে পারি। আমাদের বাবারা যেমন বলতেন, পাকা শষ্য দেখেই বোঝা যায়। আমি তোমাকে দ্বিগুণ চারশো ইয়্যাম দেব। যাও, এখন গিয়ে তোমার চাষের জমি তৈরি কর।"

ওকোনকুয়ো তাকে বারংবার ধন্যবাদ দিয়ে সুখী মনে বাড়ি ফিরে যায়। সে জানত যে নোয়াকিবি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন না, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সে এতটা ঔদার্য প্রত্যাশা করেনি। চারশোর বেশি বীজ পাবে বলে সে ভাবে নি। এখন তাকে আরো বড়ো জমি তৈরি করতে হবে। ইসিউজোতে তার বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে সে আরো চারশো ইয়্যাম পাবার আশা রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের একটা গোলাবাড়ি গড়ে তোলার জন্য ভাগ-চাষ ছিল খুব ধীর গতির প্রক্রিয়া। সকল পরিশ্রমের পর তুমি পাও ফসলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

কিন্তু যার বাবার কোনো ইয়্যাম নেই তার জন্য ওটা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। ওকোনকুয়োর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয় কারণ তার ওই সামান্য ফসল থেকে তাকে তার মা ও দুই বোনকে ভরণপোষণ করতে হতো। আর মায়ের ভরণপোষণের অর্থ ছিল বাবারও ভরণপোষণ। মা রান্নাবান্না করবে, খাওয়াদাওয়া করবে, আর বাবা উপোষ করবে তা তো হতে পারে না। তাই, খুব অল্প বয়স থেকেই ভাগচাষের মাধ্যমে উকোনকুয়ো যখন তার গোলাবাড়ি গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম করছিল তখন সে তার বাবারও ভরণপোষণ করছিল। ব্যাপারটা ছিল অজস্র ফুটোয় ভর্তি একটা বস্তায় শষ্যের দানা ঢালার মতো। তার মা তার বোনরা যথেষ্ট পরিশ্রম করত কিন্তু তারা উৎপাদন করত মেয়েদের ফসল, যেমন কোকো-ইয়্যাম, সীম আর কাসাভা। শষ্যের রাজা ইয়্যাম হলো পুরুষ মানুষের শষ্য।

ওকোনকুয়ো যে বছর নোয়াকিবির কাছ থেকে আটশো বীজ-ইয়্যাম নিয়ে আসে সে বছরটি ছিল স্মরণকালের সব চাইতে খারাপ বছর। কোনো কিছু ঠিক সময় মতো হয় না, হয়তো খুব আগে ঘটে কিংবা খুব পরে। মনে হয় গোটা দুনিয়া যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বৃষ্টি এল দেরি করে, তারপর যখন এল তখন তার স্থায়িত্ব হলো খুব অল্প কাল। গনগনে সূর্য আবার ফিরে আসে, আগের চাইতেও তীব্রতা নিয়ে আর বৃষ্টির সাথে সাথে যে সবুজ দেখা গিয়েছিল সব জ্বালিয়ে দেয়। মাটি জ্বলন্ত কয়লার মতো পুড়তে থাকে, যে ইয়্যাম রোপন করা হয়েছিল তা ভাজা-ভাজা হয়ে ওঠে। সকল ভালো চাষীর মতো ওকোনকুয়োও প্রথম বৃষ্টিপাতের সময়ই তার ইয়্যামগুলো রোপন করেছিল। বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ ফিরে আসার মধ্যবর্তী সময়ে সে চারশো ইয়্যাম রোপন করে ফেলেছিল। এখন সে সারা দিন বৃষ্টিভরা মেঘের চিহ্ন দেখার আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, সারা রাত কাটিয়ে দেয় না ঘুমিয়ে। সে সকালে তার জমিতে গিয়ে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া লতাগুলো লক্ষ করে। ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা লতাগুলো রক্ষা করার জন্য সে তাদের চারপাশে পুরু সিসাল পাতার চাকতি বানিয়ে বেঁধে দেয়, কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ সিসালের চাকতিগুলো জ্বলে পুড়ে শুকনো ও বিবর্ণ হয়ে যায়। সে প্রতিদিন সেগুলো বদলে দেয়, রাতের বেলায় যেন বৃষ্টি নামে সেজন্য প্রার্থনা করে কিন্তু খরা বিরাজ করে দশ সপ্তাহ হাটের দিন পর্যন্ত, আর তার মধ্যে সব ইয়্যাম মরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতিপয় চাষী তখনো তাদের ইয়্যাম রোপণ করে নি। তারা ছিল অলস ও আরামপ্রিয়। যতদিন পর্যন্ত পারা যায় তারা তাদের জমি পরিষ্কার না করে ফেলে রাখত। এবার তাদেরকেই প্রজ্ঞাবান দেখা গেল। তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাদের প্রতিবেশীদের সমবেদনা জানাল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা খুশি হয়ে নিজেদের তথাকথিত দূরদৃষ্টির প্রশংসা করল।

অবশেষে বৃষ্টি প্রত্যাবর্তন করলে ওকোনকুয়ো তার যে বীজ-ইয়্যামগুলো অব্যবহৃত থেকে গিয়েছিল সেগুলো রোপন করল। একটা জায়গায় তার সান্ত্বনা ছিল। খরার আগে সে যে ইয়্যামগুলো রোপন করেছিল সেগুলো ছিল তার নিজের, গত বছরের ফসল। এখনো তার হাতে আছে নোয়াকিবির কাছ থেকে আনা আটশো আর তার বাবার বন্ধুর কাছ থেকে আনা চারশো ইয়্যাম। এখন সে আবার নতুন করে শুরু করবে।

কিন্তু ওই বছরটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। এমন প্রবল বর্ষণ হলো যেমনটা আগে কখনো হয় নি। দিন-রাত প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ইয়্যামের স্তূপগুলো ভেসে গেল। গাছপালা গোড়া থেকে উপড়ে গেল, সর্বত্র বড়ো বড়ো খাদ সৃষ্টি হলো। তারপর এক সময় বৃষ্টির তাণ্ডব কমে এলেও দিনের পর দিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকল। বর্ষার ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে সর্বদা যে স্বল্পকালীন রোদ দেখা যেত তা এবার দেখা গেল না। ইয়্যামগুলোতে উজ্জ্বল সবুজ পাতা দেখা গেল কিন্তু সব চাষীই জানত যে রোদ না পেলে মাটির ভেতর থেকে কোনো কন্দ গজাবে না।

সে-বছর ফসল ঘরে তোলার কাজ হলো বিষাদময়, শেষকৃত্যের মতো। অনেক চাষী তাদের হতচ্ছাড়া, পচে যাওয়া ইয়্যাম মাটির ভেতর থেকে খুঁড়ে বের করে আনতে আনতে চোখের জল ফেললো। একজন গাছের ডালে কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করল।

ওকোনকুয়ো তার সারা জীবন ওই বেদনাময় বছরটির কথা মনে রেখেছে এবং তার স্মৃতিতে বারবার শিউরে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে যখন সে ওই দিনগুলোর কথা ভেবেছে তখন নিজে হতাশায় যে ভেঙে পড়ে নি সে কথা ভেবে সে রীতিমতো অবাক হয়েছে। সে যে অসম্ভব এক লড়াকু মানুষ তা সে জানত, কিন্তু ওই বছরটা ছিল একটা সিংহের হৃদয়কেও চূর্ণ করে দেবার মতো ভয়ঙ্কর।

ও সর্বদা বলত, "ওই রকম একটা বছর যখন আমি টিকে থাকতে পেরেছি তখন সব কিছুর ভেতর দিয়ে আমি টিকে থাকতে পারব।" সে বলত, এর মূলে আছে তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফসল ঘরে তোলার ওই ভয়ঙ্কর মাসটিতে তার বাবা ছিল রোগাক্রান্ত। বাবা উনোকা সেই সময় তাকে বলেছিল, "তুমি হতাশ হয়ো না। আমি জানি তুমি হতাশ হবে না। তুমি পুরুষোচিত এক অহঙ্কারী হৃদয়ের অধিকারী। একটি অহঙ্কারী হৃদয় সাধারণ ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারে, কারণ ওই রকম ব্যর্থতা তার অহঙ্কারে কোনো ফাটল ধরাতে পারে না। একজন মানুষ যখন একা ব্যর্থ হয় তখন তা আরো কঠিন এবং আরো তিক্ত হয়।"

জীবনের শেষ দিনগুলোতে উনোকা ওই রকমই হয়ে উঠেছিল। বয়স ও অসুখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা বলার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ওই সময় ওকোনকুয়োর ধৈর্য রক্ষা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৪

জনৈক বৃদ্ধ একবার বলেছিল, "রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় তিনি যেন কোনোদিন ছাগদুগ্ধ পান করেন নি।" ওই বৃদ্ধ ওকোনকুয়োর কথা বলছিল, যে চরম দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্য থেকে অকস্মাৎ গোত্রের একজন প্রভু হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ওকোনকুয়োর বিরুদ্ধে কোনো অপ্রীতির ভাব পোষণ করে নি। সত্যি বলতে কী, সে তার অধ্যবসায় ও সাফল্যের জন্য তাকে শ্রদ্ধাই করত। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের মতো, কম সফল মানুষদের প্রতি ওকোনকুয়োর রূঢ় আচরণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পরবর্তী ভোজ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আত্মীয়স্বজনের এক আলোচনা সভায় এক ব্যক্তি তার কথার প্রতিবাদ করলে ওকোনকুয়ো তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বলেছিল, "এই সভা পুরুষ মানুষদের জন্য।" যে লোকটি তার কথার প্রতিবাদ করেছিল সে কোনো রকম খেতাবধারী ছিল না, আর তাই ওকোনকুয়ো তাকে মেয়েলোক আখ্যা দেয়। একটা মানুষের মনোবল কীভাবে ভেঙে দিতে হয় ওকোনকুয়োর তা ভালোভাবে জানা ছিল।

ওকোনকুয়ো যখন আত্মীয়বর্গের ওই সভায় ওসুগোকে মেয়েলোক বলে তখন সবাই কিন্তু ওসুগোর পক্ষে অবস্থান নেয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সব চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠজন কঠিন গলায় বলল যে একটি সদয় আত্মা যখন তাদের জন্য তালোর শাঁস ভাঙে তখন বিনয়ী হতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ওকোনকুয়ো তার উক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তারপর আলোচনা আবার চলতে থাকে।

কিন্তু আসলে ওকোনকুয়োর তালের শাঁস তার জন্য কোনো সদয় আত্মা ভাঙে নি, তা ভেঙে ছিল সে নিজে। দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার কঠিন সংগ্রামের কথা যারা জানে তারা কেউই তাকে ভাগ্যবান বলতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্যের জন্য যদি কাউকে যোগ্য বলতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে-ব্যক্তি হলো ওকোনকুয়ো। অল্প বয়সেই সে সারা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সেখানে ভাগ্যের কোনো ব্যাপার ছিল না। বড়োজোর এটা বলা যেতে পারে যে তার "চি" অথবা ব্যক্তিগত দেবতা ছিলেন ভালো। কিন্তু ইবো জনগণের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, কোনো ব্যক্তি যদি হ্যাঁ বলে তাহলে তার "চি"-ও হ্যাঁ বলে। ওকোনকুয়ো খুব জোরের সঙ্গে হ্যাঁ বলত, তাই তার "চি"-ও সর্বদা তাতে সায় দিত। শুধু তার "চি" নয়, তার গোত্রও তার সঙ্গে সায় দিত, কারণ গোত্র একজন সদস্যকে বিচার করত তার হাতের কাজ দিয়ে। সে কারণেই নয় গ্রাম সিদ্ধান্ত নেয় যে উদোর স্ত্রীকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অপরাধীরা যদি একজন তরুণ ও একটি কুমারী মেয়েকে তাদের হাতে তুলে না দেয় তাহলে ওদের কাছে যুদ্ধের বাণী নিয়ে যাবে ওকোনকুয়ো। আর তাদের শত্রুরা উমোফিয়াকে এত ভয় করত যে তারা ওকোনকুয়োকে রাজার মতো সম্মান দেখায় এবং ইকেমেফুনা নামক বালটিকে তার হাতে তুলে দেয়। তারপর মেয়েটি যায় উদোর কাছে, তার স্ত্রী হিসাবে।

গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠরা স্থির করেছিল যে ইকেমেফুনা কিছু সময়ের জন্য ওকোনকুয়োর তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু ওই সময়টা যে তিন বছরের মতো দীর্ঘ হবে তা কেউ ভাবে নি। তাদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে তারা যেন ওর কথা ভুলেই যায়।

গোড়াতে ইকেমেফুনা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। দু-একবার সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু কীভাবে কাজটা করবে বুঝতে পারে না। তার মা আর তার তিন বছরের বোনের কথা তার খুব মনে পড়ে। সে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়। ন্ওই-র মা তাকে খুব স্নেহ করত, তাকে নিজের ছেলের মতো দেখত। কিন্তু ওর মুখে শুধু ছিল একটি কথা, "কখন আমি বাড়ি যাব?"

ওকোনকুয়ো যখন শুনল যে ও কিছু খাচ্ছে না তখন সে একটা বড়ো লাঠি হাতে নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, আর ইকেমেফুনা তখন কাঁপতে কাঁপতে তার ইয়্যামগুলো গলাধকরণ করল। কয়েক মুহূর্ত পর সে কুটিরের পেছনে গিয়ে বমি করতে শুরু করে। খুব কষ্ট হতে থাকে ওর। ন্ওইর-মা ওর সঙ্গে গিয়ে ওর বুকে ও পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। তিন সাপ্তাহিক হাটের দিন পর্যন্ত সে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। অসুখ সেরে যাবার পর মনে হলো সে তার প্রচণ্ড ভয় আর বিষণ্নতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

ও ছিল স্বভাবজাতভাবে খুব প্রাণবন্ত একটি বালক এবং ক্রমে ক্রমে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকুনকোয়ার সংসারে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, বিশেষ করে ছোটদের মহলে। ওর চাইতে দু'বছরের ছোট, ওকোনকুয়োর ছেলে ন্ওই সারাক্ষণ ওর সঙ্গে লেগে থাকে, তার মনে হয় ইকেমেফুনা সব কিছু জানে। বাঁশের ডগা থেকে, এমনকি হাতি-ঘাস দিয়ে সে বাঁশি বানাতে পারে। সে সব পাখ-পাখালির নাম জানে, ঝোপ-জঙ্গলের ছোট ছোট ইঁদুর ধরার জন্য নিপুণ ফাঁদ পাততে পারে। আর কোন গাছের ডাল দিয়ে জোরালো ধনুক বানানো যায় তাও সে জানে।

ছেলেটি ওকোনকুয়োরও খুব প্রিয় হয়ে ওঠে, অবশ্য ওকোনকুয়ো সেটা বাইরে কখনো দেখাত না। সে তার কোনো আবেগ অনুভূতিই প্রকাশ পেতে দিত না, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ক্রোধের অভিব্যক্তি। স্নেহের প্রকাশ ছিল দুর্বলতার চিহ্ন। দেখাবার একমাত্র জিনিস হলো শক্তিমত্তা। আর তাই সে আর সবার মতো ইকেমেফুনাকেও বেশ কড়া হাতে শাসন করত, কিন্তু সে যে ছেলেটিকে পছন্দ করছে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মাঝে মাঝে ওকোনকুয়ো যখন কোনো গ্রামীণ সভায় বা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদিত ভোজ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেত তখন সে ইকেমেফুনাকে তার ছেলের মতোই নিজের সঙ্গী করে নিত, তাকে তার বসবার টুল ও ছাগচর্ম বহন করতে দিত। আর ইকেমেফুনাও তাকে বাবা বলেই ডাকত।

ইকেমেফুনা যখন ইওমোফিয়ায় আসে সে সময়টা ছিল ফসল ঘরে তোলা আর শস্য রোপনের মধ্যবর্তী অবসরকালীন সময়। বস্তুতপক্ষে "শান্তির সপ্তাহ" শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগে সে অসুখ থেকে সেরে উঠেছিল। আর ওই বছরেই ওকোনকুয়ো শান্তি ভঙ্গ করে, এবং ধরণীর দেবীর পুরোহিত ইজিয়ানি কর্তৃক প্রথানুযায়ী শাস্তি পায়।

ওকোনকুয়োর ক্রুদ্ধ হবার পেছনে সঙ্গত কারণ ছিল। তার সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী চুল বেণি করাবার জন্য বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল এবং অপরাহ্নের রান্না সারবার জন্য ঠিক সময়ে ঘরে ফিরে আসে নি। ও যে বাড়িতে নেই ওকোনকুয়ো প্রথমে তা জানতে পারে নি। খাবারের জন্য নিরর্থক অপেক্ষা করার পর তার স্ত্রী কী করছে দেখার জন্য সে ওর কুটিরে যায়। ঘরে কেউ নেই। চুল্লি ঠাণ্ডা।

ওকোনকুয়ো তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "ওজিইয়োগো কোথায়?" দ্বিতীয় স্ত্রী তখন প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা ছোট গাছের ছায়ার নিচে রক্ষিত এক বিশালাকার জলের পাত্র থেকে জল আনার জন্য নিজের কুটির থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে বলল, "ও তার চুল বিনুনী করতে গেছে।" ওকোনকুয়োর ভেতরে রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে। সে ঠোঁট কামড়ে বলল, "ওর বাচ্চারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়? ও কি ওদের সঙ্গে নিয়ে গেছে?" তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকম শীতল ও সংযত শোনায়। তার প্রথম স্ত্রী, ন্ওই-র মা, বলল, "ওরা এখানে আছে।" ওকোনকুয়ো নিচু হয়ে তার কুটিরের ভেতরে তাকিয়ে দেখল যে ওজিইয়োগোর বাচ্চারা তার প্রথম স্ত্রীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খাচ্ছে।

"ও কি যাবার আগে তোমাকে ওর ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার কথা বলে গিয়েছিল?"

ওজিইয়োগোর বেভুল মনের অপরাধ কিছু প্রশমিত করার জন্য ন্ওই-র মা মিথ্যা করে বলল, "হ্যাঁ।"

ওকোনকুয়ো বুঝতে পারে যে সে মিথ্যা কথা বলছে। সে তার "ওবি"-তে ফিরে গিয়ে ওজিয়োগোর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করে। আর সে ফিরে এলেই ওকোনকুয়ো তাকে বেদম প্রহার করল। তার রাগের প্রচণ্ডতায় এটা যে শান্তির সপ্তাহ সেকথা সে ভুলে যায়। তার প্রথম দুই স্ত্রী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তার কাছে ছুটে এসে তাকে মিনতি করে মনে করিয়ে দেয় যে এটা শান্তির সপ্তাহ। কিন্তু একটা কাজ শুরু করার পর মাঝপথে ছেড়ে দেবার মতো মানুষ ছিল না ওকোনকুয়ো, কোনো দেবীর ভয়েও না।

ওকোনকুয়োর প্রতিবেশীরা তার স্ত্রীর চিৎকার শুনে প্রাঙ্গণের দেয়ালের উপর দিয়ে গলা উঁচু করে কী হয়েছে জানতে চায়। কেউ কেউ সরেজমিনে দেখার জন্য নিজেরা ভেতরে চলে আসে। পবিত্র সপ্তাহে কাউকে মারধর করার কথা কেউ কখনো শোনে নি।

সাঁঝ নামবার আগেই ধরণীর দেবী আনির পুরোহিত ইজিয়ানি ওকোনকুয়োর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার "ওবি"-তে এসে উপস্থিত হয়। ওকোনকুয়ো একটা কোলা বাদাম এনে পুরোহিতের সামনে রাখে।

"তোমার কোলা বাদাম নিয়ে যাও এখান থেকে। আমাদের দেবদেবী ও পূর্বপুরুষদের প্রতি যার কোনো শ্রদ্ধা নেই তার বাড়িতে আমি কোনো কিছু মুখে দেব না।"

তার স্ত্রী কী করেছে ওকোনকুয়ো তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে কিন্তু ইজিয়ানি তার কথায় কোনো কান দেয় না। পুরোহিত তার নিজের কথার গুরুত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্য তার হাতের ছোট লাঠিটা মাটিতে জোরে জোরে ঠোকে।

ওকোনকুয়োর কথা শেষ হলে ইজিয়ানি বলল, "আমার কথা শোনো, উমোফিয়াতে তুমি নবাগত কেউ নও। আমার মতো তুমিও খুব ভালো করে জানো যে আমাদের পূর্বপুরুষরা মাটির বুকে শস্য রোপন করার ক্ষেত্রে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ওই শষ্য রোপন করার আগে একটি সপ্তাহ কেউ তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কোনো রূঢ় বাক্য উচ্চারণ করবে না। ধরণীর মহতী দেবীর আশীর্বাদ ছাড়া আমরা ভালো ফসল পাব না, এবং ওই আশীর্বাদ লাভের জন্য আমরা ওই সময়টাতে সবার সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করি। তুমি একটা ভীষণ মন্দ কাজ করেছ।" সে তার লাঠি দিয়ে মাটির বুকে আবার সজোরে আঘাত করে বলল, "তুমি যে অন্যায় কাজ করেছো তার ফলে আমাদের সমগ্র গোত্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ধরণীর দেবীকে তুমি অপমান করেছ এবং সেই অপরাধে তিনি আমাদেরকে ভালো ফসল থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী অন্যায় করেছে, কিন্তু তুমি যদি তোমার "ওবি"-তে এসে তাকে তার প্রেমিকের সঙ্গে সঙ্গমরতও দেখতে তাহলেও তাকে প্রহার করলে তুমি একটা গুরুতর পাপ করতে। তোমার কাজের ফলে এখন আমরা হয়তো সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।" এরপর তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের জায়গায় আদেশের সুর জেগে ওঠে। "কাল সকালে তুমি দেবী আনির মন্দিরে একটা ছাগী, একটা মুরগি, এক প্রস্থ কাপড় আর একশো কড়ি নিয়ে উপস্থিত হবে।" পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে ওকোনকুয়োর কুটির ত্যাগ করল।

ওকোনকুয়ো পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু করল। সে তার সঙ্গে এক পাত্র তালের সুরাও নিয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে সে অনুতপ্ত হয় কিন্তু সে ভুল করেছে সেকথা প্রতিবেশীদেরকে বলবার মতো মানুষ ওকোনকুয়ো ছিল না। ফলে লোকজন মনে করল যে গোত্রের দেবদেবীর জন্য তার মধ্যে কোনো শ্রদ্ধাভক্তি নেই। তার শত্রুরা বলল যে সৌভাগ্য তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। ওরা তাকে ছোট্ট পাখি "ন্‌জা" আখ্যা দিল, যে পাখি পেট পুরে খাবার পর এতটাই আত্মবিস্তৃত হয় যে সে তার "চি"-কে পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল।

শান্তির সপ্তাহে কোনো কাজ করা হতো না। লোকজন প্রতিবেশীদের বাড়িতে যায়, সবাই মিলে তাড়ি খায়। এ বছর ওকোনকুয়ো যে বিরাট "ন্‌সো-আনি" পাপ করেছে সবার মুখে শুধু সে-কথা। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন পবিত্র শান্তি ভঙ্গ করেছে। সব চাইতে বয়স্ক মানুষরাও বিগত বছরগুলোতে সুদূর অতীতের কোনো এক সময় এই রকম শান্তি ভঙ্গের দু-একটি ঘটনা মাত্র স্মরণ করতে পারে।

গ্রামের সব চাইতে বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল ওগবুয়েফি ইজেউদু। তার সঙ্গে দেখা করতে দুজন লোক এলে সে তাদেরকে বলল যে তাদের গোত্রে আনির শান্তি ভঙ্গের জন্য বেশ স্বল্প শাস্তি দেয়া হতো। ও তাদেরকে বলল, "পরিস্থিতি সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় এরকম ছিল না। আমার বাবা আমাকে বলেছেন যে তিনি শুনেছেন অতীতে এক ব্যক্তি শান্তি ভঙ্গ করার পর তাকে গ্রামের পথে পথে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়। কিন্তু কিছু কাল পরে ওই প্রথা পরিত্যক্ত হয়, কারণ যে শান্তি রক্ষা করার জন্য এটা করা হতো এই প্রথা তাকেই ধ্বংস করে দিচ্ছিল।"

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক একজন বলল, "গতকাল আমাকে একজন বলেছে যে কোনো কোনো গোত্রে শান্তির সপ্তাহে কেউ মারা গেলে তাকে চরম ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করা হয়।"

ওগবুয়েফি ইজেউদু বলল, "কথাটা ঠিক। ওবোদ্যেয়ানিতে এই প্রথা চালু আছে। ওই সময়ে কেউ মারা গেলে তাকে কবর না দিয়ে তার মৃতদেহ "অশুভ অরণ্য'-এ ফেলে দেয়া হয়। তাদের বুদ্ধির অভাবের কারণে তারা এই খারাপ প্রথা অনুসরণ করে। অনেক নারী পুরুষকে তারা এইভাবে, সমাহিত না করে, ছুড়ে ফেলে দেয়। আর এর ফল কী হয়? তাদের শোক অসমাহিত মৃতদের কু-আত্মায় পূর্ণ হয়ে যায়। তারা জীবিতদের ক্ষতি সাধনের জন্য বুভুক্ষু হয়ে ওঠে।"

শান্তির সপ্তাহ শেষ হবার পর প্রতিটি পরিবার চাষের জমি নতুন করে প্রস্তুত করার জন্য ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করল। কাটা ঝোপজঙ্গল শুকোবার জন্য ফেলে রাখা হলো, তারপর যথাসময়ে তাতে আগুন দেয়া হলো। আকাশের বুকে ধোঁয়া উঠে গেল, আর চিলের দল বিভিন্ন দিক থেকে উড়ে এসে নীরব বিদায় জানাতে উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ল। বর্ষা ঋতু আসছে; এখন তারা অন্যত্র চলে যাবে, শুকনো মৌসুম এলে আবার তারা ফিরে আসবে।

ওকোনকুয়ো তার বীজ-ইয়্যাম তৈরির কাজে পরবর্তী কয়েকটি দিন কাটাল। সে খুব মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি ইয়্যাম পরীক্ষা করে, রোপন করার উপযুক্ত হয়েছে কিনা তা সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় যে একটি ইয়্যাম হিসাবে রোপন করার জন্য বীজটি খুব বেশি বড়ো, তখন সে তার ধারালো ছুরি দিয়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে সেটা চিরে দু'ভাগ করে ফেলে। তার বড়ো ছেলে নওই আর ইকেমেফুনা তাকে সাহায্য করে। তারা গোলাবাড়ি থেকে লম্বা ঝুড়িতে করে ইয়্যামগুলো নিয়ে আসে এবং প্রস্তুত করা বীজগুলো গুনে চারশো চারশো করে আলাদা করে রাখে। কখনো কখনো ওকোনকুয়ো তাদেরকে দু-একটা বীজ তৈরি করতে দিত, কিন্তু ওদের কাজের মধ্যে সে সর্বদা একটা না একটা খুঁত দেখত এবং খুব কড়া শাসানির ভঙ্গিতে সে ওদেরকে সে-কথা জানিয়ে দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্ওইকে উদ্দেশ করে সে বলল, "তুমি কি রান্না করার জন্য ইয়্যামটা এভাবে কাটলে? এই রকম আকারের আরেকটা ইয়্যাম যদি তুমি এভাবে দুভাগ করো তাহলে আমি তোমায় মাথা ভেঙে দেব। তুমি ভাবো যে তুমি এখনো একটা বাচ্চা ছেলে। তোমার বয়সে আমি একটা খামারের মালিক হয়েছিলাম। আর তুমি?" ইকেমেফুনাকে উদ্দেশ করে সে বলল, "তোমাদের ওখানে কি ইয়্যাম চাষ হয় না?"

ভেতরে ভেতরে ওকোনকুয়ো জানত যে বীজ-ইয়্যাম তৈরি করার কঠিন রীতি বুঝবার মতো বয়স এদের এখনো হয় নি, কিন্তু সে এটাও মনে করত যে একটা কাজ শুরু করার জন্য কোনো বয়সই খুব কম বয়স নয়। ইয়্যাম হচ্ছে পৌরুষের প্রতীক, আর যে লোক এক ফসল ঘরে তোলার পর আরেক ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করতে পারে সে যথাযর্থই একজন মহান ব্যক্তি। ওকোনকুয়ো চায় তার ছেলে যেন একজন বড়ো চাষী হয়, একজন বড়ো মানুষ হয়। তার মনে হয় সে ইতোমধ্যেই তার ছেলের মধ্যে আলস্যের চিহ্নাবলী সে দেখতে পাচ্ছে। সে উচ্চকণ্ঠে বলল, "গোত্রের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না এমন ছেলে আমি চাই না। সে রকম হলে আমি আমার নিজের হাতে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলব। আর তুমি যদি ওরকম প্যাটপ্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকো তাহলে আসাডিওরা নিজে তোমার মাথা ভেঙে দেবেন, বুঝলে?"

কয়েকদিন পর দু-তিন দফা ভারি বৃষ্টির শেষে মাটি যখন আর্দ্র হয়েছে তখন ওকোনকুয়ো তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজের জমিতে গেল। সবাই সঙ্গে নিল ঝুড়িভর্তি বীজ-ইয়্যাম, তাদের কাস্তে আর কোদাল, এবং তারপর শুরু হলো রোপন পর্ব। সমস্ত জমি জুড়ে তারা সরল রেখায় একটার পর একটা মাটির স্তূপ তৈরি করল, তারপর তার মধ্যে ইয়্যামগুলো রোপন করল।

শষ্যের রাজা ইয়্যাম ছিল খুব কড়া চাহিদাসম্পন্ন রাজা। তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত তার দাবি ছিল অত্যন্ত কঠিন শ্রম এবং মোরগডাকা সকাল থেকে মুরগির ছানাগুলো তাদের খাঁচায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ইয়্যামগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ প্রদান। কচি লতাগুলো সিসাম পাতা দিয়ে সযত্নে মুড়ে দিতে হতো, যেন মাটির উত্তাপে তারা নেতিয়ে না যায়। তারপর বর্ষণ আরো ভারি হলে মেয়েরা ইয়্যামের ঢিবিগুলোর মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে রোপন করল ভুট্টা, তরমুজ আর সীমের বীজ। এরপর প্রথমে ছোট ছোট লাঠি এবং পরে গাছের লম্বা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো বড়ো শাখা দিয়ে তারা ইয়্যামগুলোর চারপাশে বেড়া তুলে দেয়। ইয়্যামের জীবনকালের মধ্যে মেয়েরা তিনবার সুনির্দিষ্ট সময়ে, আগেও নয়, পরেও নয়, জমির সব আগাছা তারা তুলে ফেলে।

আর এবার সত্যিকার বর্ষা শুরু হয়, এত প্রবল এত অব্যাহত ধারায় যে গাঁয়ের বৃষ্টির কারিগর পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলো যে সে আর এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নিজের স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়ে সে যেমন শুকনো মৌসুমের তীব্রতম সময়ে বৃষ্টি ডেকে আনার চেষ্টা করে না এখনো তেমনি বৃষ্টি বন্ধ করার কোনো চেষ্টা সে করতে পারবে না। আবহাওয়ার এ জাতীয় চরম মাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য যে ব্যক্তিগত সক্রিয়তা দরকার মানুষের সামান্য কাঠামোর মধ্যে তা ধারণ করা সম্ভব নয়।

আর তাই বর্ষা ঋতুর মাঝখানে প্রকৃতির কাজে কোনো অনধিকারী হস্তক্ষেপ করা হয় না। মাঝে মাঝে ভারি পুরু পাতের মতো বৃষ্টির ধারা এত ঘন হয়ে পড়তে থাকে যে মনে হয় ধরণী আর আকাশ যেন একটা ধূসর আর্দ্রতায় এক হয়ে মিশে গেছে। ওই রকম সময়ে আসাদিওয়ার বজ্রের চাপা গুড়গুড় ধ্বনি কি উপর থেকে ভেসে আসছে, নাকি নিচ থেকে উঠে আসছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ওই রকম সময়ে উমুওফিয়ার অসংখ্য খড়ের কুটিরের প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মায়েদের রান্নার চুল্লির চারপাশে গোল হয়ে বসে নানা গল্প করে আর তাদের বাবারা তখন নিজ নিজ "ওবি"-তে কাঠের আগুনের কুণ্ড বানিয়ে সেখানে পুড়িয়ে ভুট্টা খায়। কঠোর এবং কষ্টকর রোপনের ঋতু এবং ফসল ঘরে তোলার, সমান কষ্টসাধ্য কিন্তু আনন্দপূর্ণ, ঋতুর মধ্যবর্তী এই বিশ্রাম ছিল স্বল্পকালীন।

ইতোমধ্যে ইকেমেফুনা নিজেকে ওকোনকুয়ো পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে অনুভব করতে শুরু করেছিল। তখনো মা আর তিন বছরের ছোট বোনটির কথা তার খুব মনে পড়ে। কখনো কখনো সে বেদনার্ত হয়ে পড়ে, তার মন বিষাদে ছেয়ে যায়, কিন্তু ন্ওই আর সে পরস্পরের এত অনুরাগী হয়ে ওঠে যে ওই বিষণ্ন মুহূর্তগুলো ক্রমেই কমে আসে এবং কম তীব্র হয়। ন্ওই-র জানা কাহিনীগুলো সে যখন বলে তখন তার মধ্যে একটা নতুন সজীবতা এবং একটা ভিন্ন গোত্রের সৌরভ জড়িয়ে থাকে। তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ন্ওইর মনে এই দিনগুলোর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকে। এমনকি ইকেমেফুনা যখন বলে যে ভুট্টার শীষের মধ্যবর্তী জায়গায় যে কয়েকটা শষ্যদানা লেগে থাকে তার প্রকৃত নাম হল "ইজে-আলাদি-ন্ওয়াই", অথবা বুড়ির দাঁত, তখন সে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীরকম হেসে উঠেছিল তার কথাও তার স্মৃতিতে জেগে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গিয়েছিল উদালা গাছটির কাছে বাস করা নোয়াইকির কথা। তার দাঁত ছিল মাত্র তিনটি আর সারাক্ষণ সে পাইপে ধূমপান করত।

ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হাল্কা হয়ে আসে, বৃষ্টিপাতের সময়ও স্বল্পস্থায়ী হয়ে ওঠে। ধরণী আর আকাশ আবার আলাদা হয়ে যায়। রোদ দেখা দেয়, শান্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, আর তার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে বাঁকা হয়ে হাল্কা বৃষ্টি পড়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর ঘরে থাকে না, তারা বাইরে ছোটাছুটি করতে করতে গান গায় :

"বৃষ্টি পড়ে ঝিরঝিরি
তারই মধ্যে সূর্য দেখা যায়
আর একা বসে ন্‌নাদি
শুধু রাঁধেবাড়ে আর খায়।"

ন্‌ওয়াই সব সময় ভাবত ন্‌নাদি কে, আর কেন সে একা থাকে, একা একা রাঁধেবাড়ে আর খায়। অবশেষে সে স্থির করল ন্‌নাদি নিশ্চয়ই ইকেমেফুনার সেই প্রিয় গল্পের দেশে বাস করে যেখানে পিঁপড়া সাড়ম্বরে তার রাজ্য পরিচালনা করে আর যেখানে বালুকণারা অনন্তকাল ধরে নাচতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৫

নতুন ইয়্যামের ভোজ অনুষ্ঠান এগিয়ে আসছে। সমগ্র উমুওফিয়া জুড়ে এখন উৎসবের মেজাজ। ওই অনুষ্ঠান ছিল ধরণীর দেবী এবং সকল উর্বরতার উৎস আনিকে ধন্যবাদ প্রদানের একটি বিশেষ ঘটনা। জনগণের জীবনে অন্য সব দেবদেবীর চাইতে আনির ভূমিকা ছিল বৃহত্তর। নৈতিকতা এবং আচার-আচরণের চূড়ান্ত বিচারক ছিলেন দেবী আনি। তার চাইতেও যা বেশি, গোত্রের প্রয়াত পিতৃপুরুষরা, যাদের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তাদের সঙ্গে আনির ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ধরণীর দেবী এবং গোত্রের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে প্রতি বছর ফসল ঘরে তোলার আগে নতুন ইয়্যামের ভোজ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমে ওই সব শক্তির উদ্দেশ্যে কিছু ইয়্যাম উৎসর্গ করার পূর্বে কেউ নতুন ইয়্যাম মুখে দিত না। মেয়ে-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, সবাই সাগ্রহে ইয়্যাম উৎসবের দিকে তাকিয়ে থাকত, ওই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হতো প্রাচুর্যের ঋতু, নববর্ষ। উৎসবের আগের রাতে যাদের ঘরে তখনো গত বছরের ইয়্যাম ছিল সেগুলো শেষ করে ফেলা হতো। নতুন বছর শুরু করতে হবে সুস্বাদু সতেজ ইয়্যাম দিয়ে, বিগত বছরের আঁশযুক্ত শুকিয়ে আমশি হয়ে যাওয়া ইয়াম দিয়ে নয়। রান্নার হাড়িপাতিল, লাউয়ের খোলা, কাঠের বোল সব ভালো করে ধোয়া হয়, বিশেষ করে সেই তাগাড়টি যেখানে ইয়্যাম গুঁড়ো করা হয়। ইয়্যাম ফু-ফু এবং সব্জির স্যুপ ছিল উৎসবের প্রধান খাবার। এসব এত প্রচুর পরিমাণে রান্না করা হতো যে পরিবারের সদস্যবর্গ এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে আগত আত্মীয়স্বজনরা পেট পুরে খাওয়ার পরও দিনের শেষে দেখা যেত যে অনেক খাবার অভুক্ত পড়ে আছে। এ সম্পর্কে সব সময় একটা গল্প বলা হতো। জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি তাঁর অতিথিদের সামনে ফু-ফুর এমন বিশাল একটা স্তূপ বসিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেন যে তার একপাশে আসীন অতিথিবর্গ অপর পাশে কী ঘটছে তার কিছুই দেখতে পায় না। একজন অতিথি বিকালের দিকে প্রথম বারের মতো উল্টো দিকে বসা তার এক কুটুম্বকে দেখতে পায়। আর শুধু তখনই তারা শুভেচ্ছামূলক সম্ভাষণ বিনিময় ও পরস্পরের করমর্দন করে।

সমগ্র উমুওফিয়া ব্যাপী নুতন ইয়্যাম উৎসব ছিল একটা বিশেষ আনন্দময় ঘটনা। ইবো জনগণ যেমন বলে, বলিষ্ঠ বাহুর প্রতিটি লোক কাছের এবং দূরের অনেক অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাবে, এটাই সকলে প্রত্যাশা করে। ওকোনকুয়ো এই উপলক্ষে তার স্ত্রীদের সকল আত্মীয়স্বজনকে আমন্ত্রণ করত, এবং এখন তার তিন স্ত্রী হওয়ায় তারা সবাই মিলে বেশ বড়ো একটা জনতা হয়ে উঠত।

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ওকোনকুয়ো বেশির ভাগ লোকের মতো এই ভোজ অনুষ্ঠান নিয়ে খুব উৎসাহী হতে পারত না। সে ভালো খেতে পারত, দুই লাউ-এর খোল ভর্তি তাড়ি পান করতে পারত, কিন্তু কখন ওই ভোজ অনুষ্ঠান শুরু হবে, কখন সেটা শেষ হবে, তার জন্য বসে বসে অপেক্ষা করা তার কাছে খুব অস্বস্তিকর মনে হতো। এর চাইতে ক্ষেতে গিয়ে কাজ করতে পারলে সে অনেক বেশি খুশি হতো।

উৎসবের এখন আর মাত্র তিন দিন বাকি আছে। ওকোনকুয়োর স্ত্রীরা বাড়ির দেয়াল আর কুটিরগুলো লাল মাটি দিয়ে লেপে ঘষে, মেজে এমন ঝকঝকে করে তোলে যেন সেখান থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। এর পর তারা সেখানে সাদা, হলুদ এবং গাঢ় সবুজ রঙ দিয়ে নানা রকম রকশা আঁকে। এই কাজ শেষ হলে এবার তারা নিজেদের চিত্রিত করার কাজে মনোনিবেশ করে। তারা তাদের পেট ও পিঠে সুন্দর সুন্দর কালো নকশা আঁকিয়ে নেয়। ছোটদেরও সাজানো হয়, বিশেষ করে তাদের কেশ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে। চমৎকার নকশার আকারে তাদের মাথার চুল কামানো হয়। তিন রমণী তাদের আমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কে উদ্দীপ্ত আলোচনায় লিপ্ত হয়, আর ছোটদের খুশির সীমা থাকে না। মায়ের দেশ থেকে আসা ওই আত্মীয়েরা তাদের অজস্র আদর ঢেলে দেবেন তাদের উপর। ইকেমেফুনাও অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। তার কাছে মনে হয় এখানকার নতুন ইয়্যাম উৎসব তাদের গ্রামের উৎসবের চাইতে অনেক বড়ো। আর তার নিজের গ্রাম ইতোমধ্যে তার স্মৃতিতে সুদূর এবং ধূসর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

আর এই সময় বিস্ফোরণটা ঘটল। ওকোনকুয়ো চাপা রাগে ফুলতে ফুলতে তার আঙিনায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিল। হঠাৎ সে একটা অজুহাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, "কে এই কলাগাছটা মেরে ফেলেছে?"

সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রাঙ্গণ জুড়ে অখণ্ড নীরবতা নেমে আসে।

"কে এই গাছটা মেরে ফেলেছে? তোমরা সবাই কি বোবা-কালা?" প্রকৃতপক্ষে গাছটা ছিল খুবই জীবিত। ওকোনকুয়োর দ্বিতীয় স্ত্রী কিছু খাবার মুড়ে দেবার জন্য গাছের কয়েকটা পাতা মাত্র কেটেছিল। কোনো কৈফিয়ত প্রদানের সুযোগ না দিয়ে ওকোনকুয়ো তাকে বেশ কয়েকটা চড়চাপড় দিল। স্ত্রী আর তার মেয়ে কাঁদতে থাকল। অন্য স্ত্রীরা এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার সাহস পেল না, নিরাপদ দূরত্ব থেকে তারা শুধু মাঝে মাঝে বলল, "অনেক হয়েছে, ওকোনকুয়ো, অনেক হয়েছে।"

এইভাবে তার ক্রোধ চরিতার্থ করে ওকোনকুয়ো শিকারে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। অনেক কাল আগে এক কুশলী কর্মকার এখানে বসবাস করার জন্য উমুওফিয়ায় এসেছিল। ওকোনকুয়ো তাকে দিয়ে একটা পুরানো মরচেপড়া বন্দুক তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। ওকোনকুয়ো যে একজন বড় মাপের অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি ছিল সে কথা সবাই জানত, কিন্তু সে শিকারি ছিল না। বস্তুতপক্ষে সে তার বন্দুক দিয়ে সারা জীবনে একটা ইঁদুরও মারে নি। আর তাই সে যখন ইকেমেফুনাকে তার বন্দুকটা নিয়ে আসতে বলল তখন এইমাত্র প্রহৃত তার দ্বিতীয় স্ত্রী অস্ফুট কণ্ঠে বলল যে ওই বন্দুক থেকে কোনো গুলি বের হয় না। দুর্ভাগ্যবশত কথাটা ওকোনকুয়োর কানে যায়। সে পাগলের মতো তার ঘরে ছুটে গিয়ে গুলিভর্তি বন্দুকটি নিয়ে এসে তার স্ত্রীর দিকে তাক করে ধরে। স্ত্রী হুড়মুড় করে গোলাঘরের বেঁটে দেয়ালের উপর উঠে যায়। ওকোনকুয়ো বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই প্রচণ্ড শব্দ হয় আর ওই শব্দের সঙ্গে মিশে যায় তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের আর্ত চিৎকারের শব্দ। ওকোনকুয়ো হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে এক লাফে গোলাঘরের ভেতরে ঢোকে। ভেতরে শুয়ে আছে তার স্ত্রী, ভীষণ ভয় পেয়েছে, কাঁপছে, কিন্তু কোথাও কোনো আঘাত পায় নি। ওকোনকুয়ো একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে তার বন্দুক নিয়ে সরে পড়ে।

এই ঘটনা সত্ত্বেও ওকোনকুয়োর সংসারে নতুন ইয়্যাম উৎসব মহা আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের দিন খুব সকালে সে একটা নতুন ইয়্যাম এবং তালের রসের সুরা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে উৎসর্গ করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা জানায় তারা যেন নতুন বছরে তার এবং তার সন্তানদের এবং তার সন্তানদের মায়েদের নিরাপত্তা বিধান করেন।

দিন এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী তিন গ্রাম থেকে ওকোনকুয়োর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুটুম্বরা আসতে শুরু করে। প্রতিটি দল সঙ্গে করে নিয়ে আসে তাড়ির বিশাল বিশাল পাত্র। রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া আর সুরা পান চলে। তারপর তারা নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্য যাত্রা করে।

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন ছিল ওকোনকুয়োর গ্রামের সঙ্গে পাশ্ববর্তী গ্রামগুলোর বিখ্যাত কুস্তি প্রতিযোগিতার দিন। মানুষ কোনটি বেশি উপভোগ করত, প্রথম দিনের ভোজ অনুষ্ঠান এবং আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গ, নাকি দ্বিতীয় দিনের কুস্তি প্রতিযোগিতা, তা বলা কঠিন ছিল। তবে একটি রমণী আছে যার মনে এ নিয়ে দ্বিধা ছিল না। সে হলো ওকোনকুয়োর দ্বিতীয় স্ত্রী, ইকওয়েফি, যাকে ওকোনকুয়ো প্রায় গুলিবিদ্ধ করে ফেলেছিল। সারা বছরে ইকওয়েফিকে কুস্তি প্রতিযোগিতার মতো আনন্দ আর কোনো উৎসব দিত না। বহু বছর আগে যখন সে ছিল গ্রামের সেরা সুন্দরী তখন স্মরণকালের সব চাইতে বিখ্যাত কুস্তি প্রতিযোগিতায় ওকোনকুয়ো "বিল্লি"-কে ধরাশায়ী করে তার চিত্ত হরণ করেছিল। তখন সে তাকে বিয়ে করতে পারে নি, কারণ দরিদ্র ওকোনকুয়োর পক্ষে যৌতুকের অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। কয়েক বছর পর সে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে ওকোনকুয়োর সঙ্গে সংসার করতে শুরু করে। এসব বহু বছর আগের ঘটনা। ইকওয়েফি এখন পঁয়তাল্লিশ বছরের এক নারী, অনেক কষ্ট সহ্য করেছে সে, কিন্তু ত্রিশ বছর আগে কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রতি তার যে ভালোবাসা ছিল তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

আজ নতুন ইয়্যাম উৎসবের দ্বিতীয় দিন। এখনো দ্বিপ্রহর হয় নি। ইকওয়েফি আর তার একমাত্র মেয়ে ইজিন্‌মা আগুনের পাত্রের জল ফুটবার অপেক্ষায় চুল্লির পাশে বসে আছে। ইকওয়েফি এইমাত্র যে মুরগিটা জবাই করছে সেটা কাঠের উদুখলের মধ্যে পড়ে আছে। জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করলেই ইকওয়েফি কুশলী এক ঝটকায় আগুনের উপর থেকে পাত্রটা তুলে মুরগির উপর ফুটন্ত জলটা ঢেলে দিল। তারপর সে শূন্য পাত্রটা কোণায় রাখা একটা গোলাকার প্যাডের উপর রেখে তার নিজের করতলের দিকে তাকাল। ধোঁয়ার কালির গুঁড়ো লেগে তার হাতের পাতা কালো হয়ে গেছে। তার মা যেভাবে খালি হাত দিয়ে আগুনের থেকে একটা পাত্র তুলে আনে সেই দৃশ্য ইনিজমাকে সর্বদা অবাক করে।

সে তার মাকে উদ্দেশ করে বলল, "ইকওয়েফি, একথা কি সত্য যে বড়ো হয়ে গেলে আগুন আর কারো হাত পুড়িয়ে দিতে পারে না?" বেশির ভাগ শিশুই মাকে নাম ধরে ডাকত না, কিন্তু ইজনিমা ডাকত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইকওয়েফির তখন এসব ব্যাখ্যা করার সময় ছিল না, তাই সে শুধু বলল, "হ্যাঁ"। ইজনিমা মাত্র দশ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে হলেও বয়সের তুলনায় সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে বলল, "কিন্তু সেদিন ন্ওইর মা তার হাতের গরম স্যুপের পাত্র ফেলে দিয়েছিল, পাত্রটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়।"

ইকওয়েফি উদুখলের মধ্যে মুরগিটা উল্টে দিয়ে তার পালক আর চামড়া ছাড়াতে শুরু করল। ইনজিন্মাও সেকাজে যোগ দিল। একটু পরে সে বলল, "ইকওয়েফি, আমার চোখের পাতা কাঁপছে। মা বলল, "তার মানে তুমি এখনই কাঁদতে শুরু করবে।" ইনজিন্মা বলল, "না, এই পাতা, উপরেরটা।"

"তার মানে তুমি কিছু একটা দেখতে পাবে।"

"কী দেখব?"

"তা আমি কী করে বলব?" সে চাইল যেন মেয়ে বুদ্ধি করে নিজেই সেটা আবিষ্কার করে।

অবশেষে ইজিনিমা বলে উঠল, "ওহ্ মা। আমি জানি– কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে পাব আমি।"

অবশেষে মুরগির পালক ছাড়ানো হয়ে যায়। ইকওয়েফি হাত দিয়ে টেনে শিং-এর মতো শক্ত চঞ্চুটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। সে তখন তার নিচু টুলে উল্টো হয়ে বসে চঞ্চুটা কয়েক মুহূর্তের জন্য আগুনের উপর ধরে রাখে। এবার টান দিতেই সেটা সহজেই খুলে আসে।

"ইকওয়েফি!"

অন্য একটা কুটির থেকে একটা ডাক শোনা যায়। ন্ওইর মা ডাকছে। ওকোনকুয়োর প্রথম স্ত্রী।

ইকওয়েফি জবাব দেয়, "আমাকে ডাকছ?" বাইরে থেকে কেউ ডাকলে এভাবেই তারা উত্তর দেয়, কখনোই বলে না, "আসছি।" কে জানে, হয়তো কোনো অশুভ আত্মা বাইরে থেকে তাকে ডাক দিচ্ছে।

"ইজিন্মার হাতে আমাকে একটু আগুন পাঠিয়ে দেবে?" তার নিজের ছেলেমেয়েরা আর ইকেমেফুনা তখন জল আনতে নদীতে গিয়েছিল।

ইকওয়েফি কয়েক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার একটা ভাঙা পাত্রে তুলে দেয়, আর পরিষ্কার করে ঝাঁট দেয়া তকতকে প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে ইজিন্মা সেটা ন্ওই-র মায়ের কাছে নিয়ে যায়।

ন্ওইর মা বলল, "ন্মা।" সে নতুন ইয়্যামের খোশা ছাড়াচ্ছিল, তার পাশে একটা ঝুড়িতে রাখা ছিল কিছু কাঁচা সজি আর সীম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইজিনমা বলল, "আমি আপনার আগুনটা ধরিয়ে দিই?"

"ধন্যবাদ, ইজিবগো।" ও তাকে প্রায়ই ইজিবগো বলে সম্বোধন করত। ইজিবগোর অর্থ হলো "লক্ষ্মী"।

ইজিনমা বাইরে গিয়ে জ্বালানি কাঠের একটা বড়ো স্তূপ থেকে কয়েকটা লাকড়ি গিয়ে এসে পায়ের তলায় চাপ দিয়ে ছোট ছোট খণ্ড করে আগুনের কুণ্ড বানাতে শুরু করল। সে লাকড়ির গায়ে ফুঁ দিতে থাকে।

ন্ওইর মা তার ইয়্যামের খোসা ছাড়ানোর কাজ থেকে মুখ তুলে ওকে লক্ষ্য করে বলল, "এইভাবে ফুঁ দিয়ে তুমি তোমার চোখের সর্বনাশ করবে।" সে উঠে দাঁড়িয়ে তার ঘরের চালের বাতা থেকে একটা পাখা টেনে নামিয়ে সেটা ইজিন্মার হাতে দিয়ে বলল, "এটা নাও, এটা দিয়ে হাওয়া দাও।"

ন্ওইর মা উঠে দাঁড়ানো মাত্র যে পাজি বকরিটা এতক্ষণ ভালো মানুষের মতো খাচ্ছিল এবার মুখ লম্বা করে দুই দফায় কয়েকটা ইয়্যাম মুখে পুরে ছুটে নিজের চালার দিকে চলে গেল। সেখানে বসে সে ধীরেসুস্থে জাবর কাটবে। ন্ওইর মা বকরিটাকে একটা গাল দিয়ে আবার ইয়্যামের খোসা ছাড়ানোর কাজে লেগে যান। ইজিন্মার আগুন থেকে এখন ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে শুরু করেছে। ও জোরে জোরে হাওয়া করে, দেখতে দেখতে আগুনের শিখা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ন্ইওর মা ওকে ধন্যবাদ জানায়, আর ইজিন্মা তার মায়ের কুটিরে ফিরে যায়।

ঠিক এই সময় দূর থেকে ঢোলের শব্দ তাদের কানে এসে বাজে। শব্দটা আসে গ্রামের খেলার মাঠ আইলোর দিক থেকে। প্রতি গ্রামেরই নিজেদের একটা খেলার মাঠ আছে, গ্রামের মতোই সুপ্রাচীন ওই মাঠ। সেখানেই গ্রামের সব বড়ো বড়ো উৎসব অনুষ্ঠিত হতো, নাচের আসর বসত। ঢোলের বাজনাতে এখন নির্ভুলভাবে কুস্তির নাচের সুর ধরা পড়ে– দ্রুত লয়ের, হাল্কা, আনন্দোচ্ছল। আর ওই ধ্বনি এদিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে।

ওকোনকুয়ো গলা ঝেড়ে ঢোলের শব্দের তালে তালে পা নাড়ায়। তার মধ্যে যেন একটা অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। যৌবনকাল থেকে সব সময় তাই হয়ে এসেছে। জয় করে নেবার, পরাজিত করবার, তীব্র একটা আকুতি তার মধ্যে থরথর করে কাঁপতে থাকে। নারীর জন্য আকুতির মতোই ছিল সেটা।

ইজিনমা তার মাকে বলল, "আমাদের দেরি হয়ে যাবে।"

মা বলল, "সূর্য ডোবার আগে কুস্তি প্রতিযোগিতা শুরু হবে না।"

"কিন্তু ওরা তো ঢোল বাজাচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। ওরা ঢোল বাজাতে শুরু করে ঠিক দুপুরে, কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে আরম্ভ করার আগে কুস্তি শুরু হয় না। যাও, তোমার বাবা আজ বিকালের জন্য ইয়্যাম নিয়ে এসেছেন কিনা দেখে আসো।"

"এনেছেন। ল্ওইর মা রান্না করে দিয়েছে।"

"তাহলে এবার তুমি গিয়ে আমাদের ইয়্যাম নিয়ে এসো। আমাদের তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করতে হবে, নইলে কুস্তি প্রতিযোগিতায় ঠিক সময়ে হাজির হতে পারব না।"

ইজিন্মা গোলাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে তার বেঁটে দেয়ালের উপর থেকে দুটি ইয়্যাম নিয়ে আসে। ইকওয়েফি দ্রুত সেগুলোর খোসা ছাড়ায়। পাজি বকরিটা ঘুরঘুর করে, নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকে, খোসাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। ইকওয়েফি ইয়্যাম দুটি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে তার সঙ্গে মুরগির মাংস দিয়ে একটা ঝোল তৈরি করতে শুরু করে।

এই সময় প্রাঙ্গণের ঠিক বাইরে থেকে একটা কান্নার শব্দ ওদের কানে আসে। মনে হলো ন্ওইর বোন ওবিয়াগেলি কাঁদছে।

ইকওয়েফি প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে ন্ওইর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "ওবিয়াগেলি কাঁদছে না?"

সে উত্তর শুনল, "হ্যাঁ। নিশ্চয়ই ও তার জলের পাত্রটা ভেঙে ফেলেছে।"

কান্নার শব্দ ইতোমধ্যে খুব কাছে চলে এসেছিল। একটু পরেই বাচ্চারা সারি বেঁধে ভেতরে ঢোকে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় বয়স অনুপাতে বিভিন্ন আকারের জলের পাত্র বসানো। প্রথমেই ইকেমেফুনাকে দেখা যায়, তার মাথায় সব চাইতে বড়ো পাত্রটি, তারপরই দেখা যায় ন্ওই আর তার দুই ছোট ভাইকে। সবার শেষে দেখা যায় ওরিয়াগেলিকে, তার মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। কাপড়ের যে প্যাড মাথায় বসিয়ে তার উপর জলের পাত্র রাখা হয় সেটা সে এখন তার হাতে ধরে আছে।

তার মা জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?" ওবিয়াগোলি তার দুঃখের কাহিনী শোনাল। মা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে তিনি ওকে একটা নতুন পাত্র কিনে দেবেন।

ন্ওইর ছোট দুই ভাই তাদের মাকে আসল ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইকেমেফুনা চোখের ইঙ্গিতে কঠোরভাবে তাদের চুপ করে থাকতে বলল। আসল ঘটনাটি ছিল এই রকম। ওবিয়াগেলি তার পাত্র নিয়ে "ইনইয়াঙ্গা" করছিল। সে তার মাথার উপর পাত্র বসিয়ে, সামনে দু'হাত বেঁধে, একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী মেয়ের মতো কোমর দুলিয়ে হাঁটতে শুরু করে। এই সময় পাত্রটা তার মাথা থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেলে সে হো হো করে হেসে ওঠে। কিন্তু ওরা যখন ওদের বাড়ির প্রাঙ্গণের বাইরে অবস্থিত ইরোকো গাছটির কাছে এসে পৌঁছুল তখনই ওর কান্না শুরু হয়ে যায়।

তখনো ঢোলের বাদ্য অবিশ্রাম বেজে চলেছে। ওই শব্দ এখন প্রাণোচ্ছল গ্রামের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। বিরতিহীন এবং অপরিবর্তিত একটা ধ্বনি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো। ওই ধ্বনি থরথর করে কাঁপছে বাতাসে, সূর্যালোকে, এমনকি গাছের পাতায়। ধ্বনি গোটা গ্রামকে উত্তেজনায় পূর্ণ করে তোলে।

ইকওয়েফি একটা পাত্রে স্বামীর জন্য তার ঝোলের অংশ চামচ দিয়ে তুলে সেটার উপর একটা ঢাকনা বসিয়ে দেয়। ইজিন্‌মা ওই পাত্র তার বাবার "ওবি"-তে নিয়ে যায়।

ওকোনকুয়ো তখন তার ছাগচর্মের আসনে বসে প্রথম স্ত্রীর পাঠানো খাবার খাচ্ছিল। ওবিয়াগোলি তার মায়ের কুটির থেকে আনা খাবার নিয়ে বাবার খাওয়া শেষ হবার অপেক্ষায় মেঝের উপর চুপ করে বসে থাকে। ইজিনমা তার মায়ের পাঠানো খাবার ওকোনকুয়োর সামনে রেখে দিয়ে ওবিয়াগেলির পাশে বসে থাকে।

ওকোনকুয়ো তাকে লক্ষ্য করে উচ্চ কণ্ঠে বলল, "মেয়েদের মতো ভালো করে বসো!" ইজিন্‌মা তাড়াতাড়ি তার দুই পা যুক্ত করে সামনের দিকে প্রসারিত করে দিল।

যথাযথ বিরতি দেবার পর ইজিন্‌মা জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, তুমি কি কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে যাবে?"

বাবা উত্তর দিল, "হ্যাঁ। তুমি যাবে?"

"হ্যাঁ।" একটু থেমে ইজিন্‌মা বলল, "আমি কি তোমার জন্য তোমার চেয়ারটা বয়ে নিয়ে যেতে পারি?"

"না, ওটা ছেলেদের কাজ।" ইজিন্‌মা ওকোনকুয়োর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল। সে দেখতে ছিল অবিকল তার মায়ের মতো, যে মা একসময় ছিল তার গ্রামের সেরা সুন্দরী। কিন্তু ইজিনমার প্রতি ওকোনকুয়োর ওই স্নেহের প্রকাশ দেখা যেত শুধু বিরল মুহূর্তে।

ইজিন্‌মা বলল, "ওবিয়াগেলি আজ ওর জলের পাত্র ভেঙে ফেলেছে।"

এক গ্রাসের পর আরেক গ্রাস মুখে তোলার ফাঁকে ফাঁকে ওকোনকুয়ো বলল, "হ্যাঁ, ও আমাকে বলেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওবিয়াগেলি বলল, "বাবা, খেতে খেতে কারো কথা বলা ঠিক না, মরিচের ঝাঁঝ নাক দিয়ে উল্টো পথে চলে যেতে পারে।"

একোনকুয়ো বলল, "খুব সত্যি কথা। শুনলে তো ইজিন্‌মা, তুমি ওবিয়াগেলির চাইতে বয়সে বড়ো, কিন্তু ও তোমার চাইতে বেশি বুদ্ধিমতী।"

এবার সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর পাঠানো খাবারের ঢাকনা খুলে ওই পাত্র থেকে খেতে শুরু করল। ওবিয়াগেলি প্রথম পাত্রটি হাতে তুলে নিয়ে তার মায়ের কুটিরে ফিরে যায়। এরপর তৃতীয় খাবারের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয় ন্‌কেচি। সে ছিল ওকোনকুয়োর তৃতীয় স্ত্রীর কন্যা। তখনো দূরে ঢোলের বাদ্য বেজে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৬

সমস্ত গ্রাম আইলোতে ভেঙে পড়েছে। নারী, পুরুষ, শিশু সবাই। তারা বড়ো একটা বৃত্ত করে গোল হয়ে দাঁড়ায়, খেলার মাঠের কেন্দ্রটি ফাঁকা রাখে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের টুলে বসে। ওই সব টুল তাদের তরুণ ছেলেরা কিংবা ভৃত্যরা বয়ে নিয়ে এসেছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ওকোনকুয়ো ছিল একজন। এরা ছাড়া বাকি সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যতিক্রম ছিল মাত্র কয়েকজন। তারা খুব আগে এসে কয়েকটা স্তম্ভের উপর মসৃণ তক্তা বসিয়ে যে আসনগুলো বানানো হয়েছিল সেখানে বসেছে।

কুস্তিগীররা তখনো এসে পৌঁছয়নি। মাঠের মাঝখান দখল করে আছে ঢোলবাদকরা। তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের দিকে মুখ করে দর্শকদের বিশাল বৃত্তের ঠিক সামনে বসে আছে। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো প্রাচীন রেশম-তুলার একটা গাছ। পবিত্র বৃক্ষ। ভালো শিশুদের আত্মা জন্মগ্রহণ করার জন্য ওই গাছে অপেক্ষা করে থাকে। সাধারণ দিনগুলোতে সন্তান কামনা করা তরুণীরা এই গাছের ছায়ার নিচে এসে বসে থাকে। আসরে সর্বমোট সাতটি ঢোল ছিল। সেগুলো একটা বড়ো কাঠের ঝুড়িতে আকার অনুসারে বসানো ছিল। তিনটি লোক লাঠি দিয়ে ঢোলগুলোর গায়ে পরপর আঘাত হানতে থাকে। ঢোলের আত্মা যেন তাদের উপর ভর করেছে।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানের সময় যেসব যুবক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকে তারা এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, কুস্তিগীর দুটি দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে। তারা এখনো জনতার পেছনে বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দু'টি যুবক তালের পাতার মধ্যবর্তী দণ্ড নিয়ে বৃত্তের সামনে দিয়ে ছুটে যায়, মাটিতে তাদের হাতের দণ্ড ঠুকে জনতাকে নিজেদের জায়গায় আটকে রাখে, কেউ কেউ গোঁয়ার্তুমি করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের পায়ে ওই দণ্ড দিয়ে আঘাতও করে।

অবশেষে কুস্তিগীরদের দুটি দল নাচতে নাচতে বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে। জনতা গর্জন করে ওঠে, জোরে জোরে হাততালি দেয়। ঢোলের বাদ্য যেন পাগল হয়ে যায়। যুবকরা তাদের হাতের তালপাতার দণ্ড নাড়তে নাড়তে সর্বত্র ছুটে যায়, শৃঙ্খলা রক্ষা করে। বৃদ্ধরা ঢোলের বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথা দোলায়, ওই মাতাল করা ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা তাদের যৌবনে কীভাবে কুস্তি লড়েছিল তার কথা স্মরণ করে।

প্রতিযোগিতা শুরু হয় পনেরো-ষোল বছরের বালকদের নিয়ে। প্রতি দলে ছিল ওই বয়সের তিনটি করে বালক। ওরা মূল কুস্তিগীর নয়, ওরা শুধু দৃশ্যপট তৈরি করে দিচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম দুটি লড়াই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় লড়াইটির সময় বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এমনকি যে বয়োজ্যেষ্ঠরা সচরাচর খোলাখুলিভাবে কোনো রকম উত্তেজনা প্রদর্শন করেন না, তারাও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এই লড়াইও ছিল আগের দুটির মতোই দ্রুত গতির, হয়তো তার চাইতেও দ্রুততর। কিন্তু এই ধরনের কুস্তিলড়াই এর আগে খুব কম লোকই দেখেছে। বালক দু'টি পরস্পরের কাছাকাছি আসতেই একজন কী যে করল তা বোঝাই গেল না। একটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ছিল তার ওই প্যাঁচ। শুধু দেখা গেল যে অন্য বালকটি হঠাৎ চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। জনতা গর্জন করে উঠল, হাততালি দিতে থাকল, কিছু সময়ের জন্য উন্মত্ত ঢোলের শব্দও চাপা পড়ে গেল। ওকোনকুয়ো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপরই আবার তাড়াতাড়ি বসে পড়ে। বিজয়ী দল থেকে তিনটি যুবক ছুটে সামনে এসে ওকোনকুয়োকে কাঁধে তুলে উল্লসিত জনতার মধ্য দিয়ে নাচতে থাকে। বিজয়ী বালকটির পরিচয় অল্পক্ষণের মধ্যেই জনতা পেয়ে যায়। তার নাম মাদুকা। সে ওবিরিকার পুত্র।

আসল কুস্তি-লড়াইগুলো আরম্ভ হবার আগে ঢুলিরা অল্প একটু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়। তাদের সারা গা ঘামে চকচক করছে। পাখা হাতে নিয়ে তারা নিজেদের হাওয়া করতে থাকে। ওরা ছোট ছোট পাত্র থেকে জল পান করে, কয়েকটা কোলা বাদামও খায়। তারা আবার সাধারণ মানবসন্তান হয়ে ওঠে, নিজেদের মধ্যে এবং যারা তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, হাসিঠাট্টা করে। যে পরিবেশ উত্তেজনায় তীব্র টানটান হয়ে গিয়েছিল তা আবার শিথিল ও নমনীয় হয়। ঢোলের টানটান চামড়ার উপর জল ঢেলে দিলে যেরকম হয় পরিবেশ যেন সেই রকম হয়ে যায়। বহু লোক তাদের চারপাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকায়, হয়তো প্রথম বারের মতো, এবং যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বা বসেছিল তাদের লক্ষ করে।

যে রমণী প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ইকওয়েফির পাশে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে উদ্দেশ করে ইকওয়েফি বলল, "তুমি? আমি লক্ষই করি নি।"

রমণী বলল, "আমি তোমাকে দোষ দেব না। এত লোকের ভিড় আমি আগে কখনো দেখি নি। আচ্ছা, ওকোনকুয়ো তার বন্দুক দিয়ে তোমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল, কথাটা কি সত্যি?"

"খুবই সত্যি, ভাই। এখনো আমি ওই ঘটনার কথা ভুলতে পারি না।"

"তোমার 'চি' খুব জাগ্রত, ভাই। আর আমার মেয়ে ইজিনমা কেমন আছে?"

"কিছু কাল যাবৎ বেশ ভালো আছে। হয়তো এবারও থেকে যাবে।"

"আমারও তাই মনে হয়। এখন কত বয়স হলো ওর?"

"প্রায় দশ বছর। লোকে সাধারণত বলে যে ছয় বছর কেটে গেলে ওরা আর মারা যায় না।"

"আমার মনে হয় ও থাকবে।"

ইকওয়েফি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি সে জন্য রোজ প্রার্থনা করি, ভাই।"

ইকওয়েফি যার সঙ্গে আলাপ করে তার নাম কিয়েলো। সে ছিল পাহাড় ও গুহার দৈববাণীর যাজিকা, আগবালার যাজিকা। তার দৈনন্দিন সাধারণ জীবনে সে ছিল দুই সন্তানের জননী এক বিধবা রমণী। ইকওয়েফির সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হাটে তারা দুজন এক চালার নিচে বসত। ইকওয়েফির মেয়ে ইজিন্‌মা ছিল কিয়েলোর বিশেষ স্নেহের পাত্রী। ওকে সে সম্বোধন করত 'আমার মেয়ে' বলে। মাঝেমাঝেই সে ইজিন্‌মার জন্য বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য সীমের পিঠা কিনে ইকওয়েফির হাতে দিত। দৈনন্দিন সাধারণ জীবনে কিয়েলোকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে আগবালার আত্মা তার উপর ভর করলে এই একই রমণী কীরকম ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে!

ঢুলীরা আবার তাদের কাঠি হাতে তুলে নেয় এবং ধনুকের টানটান ছিলার মতো বাতাস আবার থরথর করে কাঁপে। সর্বত্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ফাঁকা জায়গার দুদিকে দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। একটি দল থেকে এক যুবক মধ্যবর্তী সীমানা রেখা অতিক্রম করে নাচতে নাচতে অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলের দিকে যায় এবং সেই দলের যার সঙ্গে লড়তে চায় আঙুল দিয়ে তাকে নির্দেশ করে। তারপর তারা আবার নাচতে নাচতে মাঝখানে ফিরে যায়, পরস্পরের উপর তারা হামলে পড়ে, কুস্তি লড়াই শুরু হয়ে যায়।

প্রতি দলে ছিল বারো জন মল্লবীর। দু'দল থেকেই একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা হয়। দু'জন বিচারক ঘুরে ঘুরে লড়াইরত মল্লবীরদের লক্ষ করেন। যখন তারা মনে করেন যে উভয়ে সমান-সমান তখন তারা লড়াই বন্ধ করে দেন। পাঁচটি লড়াই এভাবে শেষ হয়। কিন্তু সত্যিকার উত্তেজনা দেখা দিত যখন একজন মল্লবীর তার প্রতিপক্ষকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তখন জনতার বিশাল চিৎকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে উঠে যায়। চারপাশের গ্রাম পর্যন্ত সেই চিৎকার গিয়ে পৌঁছায়।

শেষ লড়াইটা অনুষ্ঠিত হল দুই দলের নেতাদের মধ্যে। নয় গ্রামের মধ্যে এই দুজনই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। জনতা মনে মনে ভাবতে থাকে, এ বছর কে জয়ী হবে? কে কাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিতে পারবে? কেউ কেউ বলল, ওকাফো দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর, অন্যরা বলল সে ইকেজুইর সমকক্ষ নয়। গত বছর ওদের দুজনের কেউই অপরকে ধরাশায়ী করতে পারে নি। বিচারকরা নিয়মিত সময়ের বাইরে বাড়তি সময় দিলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি। ওই দুজন মল্লবীরের কৌশল ও কুশলী ছিল একই প্রকৃতির, এবং পূর্বাহ্নেই একজন আরেকজনের আক্রমণের ধরন বুঝে ফেলত। এবছরও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে।

ওদের লড়াই যখন শুরু হয় তখন দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসছিল। ঢোলের বাদ্য উন্মাতাল হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে জনতাও। যুবক মল্লবীর দুজন নাচতে নাচতে বৃত্তের ভেতরে প্রবেশ করে। জনতাও ঢেউ-এর মতো সামনের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের পেছনে ঠেলে রাখার প্রয়াসে তালপাতার দণ্ডগুলো অসহায় হয়ে পড়ে।

ইকেজুই তার ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দেয়। ওকাফো সেই হাত আঁকড়ে ধরে। তারপরই তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। একটা প্রচণ্ড কঠিন লড়াই শুরু হয়ে যায়। ইকেজুই তার ডান পায়ের গোড়ালি ওকাফোর পেছন দিকে স্থাপন করে কুশলী "ইগে" কায়দায় তাকে পেছনে ঠেলে ভূপাতিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু ওকাফো তার উদ্দেশ্য আগেই আঁচ করে ফেলে। ঢোলের উন্মত্ত বাদ্যের ছন্দ এখন আর কোনো অশরীরী ধ্বনি নয়, তা পরিণত হয়েছে জনতার হৃৎস্পন্দনে। আর জনতা ঢুলীদের ঘিরে ফেলে তাদেরকে সবার দৃষ্টির আড়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যায়।

মল্লবীর দুজন এখন একে অন্যের বাহুবন্ধনে ধৃত হয়ে প্রায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বাহু, উরুদেশ এবং পিঠের পেশি টানটান হয়ে ফুলে আছে, থরথর করে কাঁপছে। মনে হয় এ লড়াইয়ের সমাপ্তি হবে "সমান-সমান"। দুই বিচারক ওদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এগিয়ে যেতে শুরু করে, আর ঠিক তক্ষুণি মরিয়া হয়ে, ইকেজুই দ্রুত তার একটা হাঁটু মুড়ে বসে ওকাফোকে নিজের মাথার উপর দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে তার হিসাবে একটা ভুল হয়। আমাডিওরার বিদ্যুতের মতো দ্রুত গতিতে ওকাফো নিজের ডান পা তার প্রতিপক্ষের মাথার উপর তুলে তাকে উল্টে দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে। জনতা বজ্রের মতো ফেটে পড়ে। ওকাফোর সমর্থকরা তাকে কাঁধে তুলে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ির দিকে যাত্রা করে। তারা গান গাইতে গাইতে তার প্রশংসা করে, তরুণীরা হাততালি দেয়। তাদের কণ্ঠে গান ধ্বনিত হয় :

"কে লড়বে আমাদের গাঁয়ের হয়ে?
ওকাফো লড়বে আমাদের গাঁয়ের হয়ে॥
ও কি একশো জনকে ধরাশায়ী করেছে?
চারশো জনকে ধরাশায়ী করেছে ও॥
ও কি চার "বিল্লি"-কে ধরাশায়ী করেছে?
চারশো "বিল্লি"-কে ধরাশায়ী করেছে ও॥
তাহলে ওকে জানিয়ে দাও
ওই লড়বে আমাদের গাঁয়ের হয়ে॥"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৭

ওকোনকুয়োর সংসারে ইকেমেফুনার তিন বছর কেটে যায়। ইউমোফিয়ার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণরা, মনে হয়, তার কথা ভুলে গেছে। ইকেমেফুনা বর্ষায় ইয়্যাম লতার মতো তরতর করে বেড়ে ওঠে, তার ভেতরে সঞ্চিত হতে থাকে জীবনের সুধারস। সে তার নতুন পরিবারে পুরোপুরি সাঙ্গীকৃত হয়ে গিয়েছিল। সে ন্ওইর একজন বড়ো ভাই-এর মতো হয়ে উঠেছিল এবং প্রথম থেকেই তার চাইতে ছোট ওই ছেলেটির চিত্তে সে যেন একটা নতুন আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ন্ওইর মনে হয় সে অনেক বড় হয়ে গেছে। মা রান্না করার সময় এখন আর তারা দু'জন মায়ের কুটিরে বসে থাকে না, তারা ওকোনকুয়োর "ওবি"-তে গিয়ে তার সঙ্গে সময় কাটায়, কিংবা সে যখন বিকালের তাড়ির জন্য তাল গাছের গায়ে টোকা দেয় তখন তার কাজ দেখে।

ন্ওই সব চাইতে বেশি খুশি হতো যখন তার মা কিংবা তার বাবার অন্য কোনো স্ত্রী তাকে কাঠ চেরা কিংবা গাছের গুঁড়ো করার মতো কোনো কঠিন এবং পুরুষালি কাজ করতে বলত। যদিও ছোট কোনো ভাই বা বোনের মাধ্যমে এ জাতীয় কাজের নির্দেশ পেলে সে মুখে খুব বিরক্তি প্রকাশ করত, মেয়েরা কত রকম ঝকমারি করে তা নিয়ে গজগজ করত।

তার ছেলের উন্নতি লক্ষ করে ওকোনকুয়ো ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হয়। সে এটাও বুঝতে পারে যে এর মূলে রয়েছে ইকেমেফুনা।

ওকোনকুয়ো চায় যে তার পুত্র একজন শক্তসমর্থ জবরদস্ত যুবক হয়ে উঠবে, পিতা যখন মৃত্যুবরণ করবে এবং তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগ দেবে তখন সে তার সংসারকে যথাযথভাবে পরিচালনা ও শাসন করতে সক্ষম হবে। সে চায় তার পুত্র একজন সমৃদ্ধশালী মানুষ হবে, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিয়মিত উৎসর্গ করার মতো জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শস্য তার গোলাঘরে সর্বদা মজুদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। সে যখন মেয়েলোকদের সম্পর্কে ন্ওইকে গজ গজ করতে শুনত তখন সে খুশি হতো। এতে বোঝা যায় যে যথাসময়ে সে তার রমণীকুলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। একটা লোক যত সমৃদ্ধশালীই হোক, সে যদি তার রমণীকুল এবং সন্তানদের (বিশেষ করে রমণীকুলের) উপর আধিপত্য বজায় রাখতে না পারে তাহলে তাকে কখনোই সত্যিকার পুরুষ মানুষ বলা যায় না। সে হলো গানের ওই লোকটির মতো যে তার এগারো স্ত্রী সত্ত্বেও কখনো নিজের ফু-ফুর জন্য যথেষ্ট স্যুপ পায় না।

আর তাই সে বালক দুটিকে তার কাছে তার "ওবি"-তে বসে থাকতে উৎসাহ দেয়। সে ওদেরকে দেশের গল্প বলে– হিংস্রতা ও রক্তপাতের পুরুষালি গল্প। ন্ওই জানে যে পুরুষালি হয়ে ওঠা উচিত, হিংস্র ও প্রবল প্রতাপান্বিত হওয়া উচিত, কিন্তু তবু, এখনো, তার মায়ের বলা গল্পগুলোই তাকে বেশি আকর্ষণ করে, যে গল্পগুলো তার মা নিঃসন্দেহে এখনো তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোনায়– কচ্ছপ আর তার চাতুর্যের গল্প, আর একটা পাখির গল্প, যে পাখি সারা দুনিয়াকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত বিড়ালের হাতে যে পরাজয় বরণ করে। মায়ের বলা আরেকটা গল্প তার মনে পড়ে। ধরণী আর আকাশের ঝগড়ার গল্প। মা এই গল্পটা প্রায়ই বলে। আকাশ সাত বছরের জন্য বৃষ্টি আটকে রাখে, সব শস্য শুকিয়ে মরে যায়, মৃতদের সমাধিস্থ করা হয় না কারণ পাথুরে মাটির বুকে কোদাল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশেষে আকাশের সঙ্গে দেন-দরবার করার জন্য গান গেয়ে মানুষের দুঃখযন্ত্রণার বর্ণনা দিয়ে তার মন গলানোর লক্ষ্যে শকুনকে তার কাছে পাঠানো হয়। ন্ওইর মা যখনই ওই গানটি গায় তখনই সে যেন ধরণীর দূত শকুনের সঙ্গী হয়ে আকাশের কাছে করুণা ভিক্ষার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। অবশেষে আকাশের দয়া হয়, সে শকুনকে কোকো-ইয়্যামের পাতায় মুড়ে বৃষ্টি প্রদান করে। কিন্তু বাড়ির দিকে উড়ে যাবার সময় শকুনের লম্বা নখরের আঘাতে পাতাগুলো ফুটো হয়ে যায় এবং তখন অভূতপূর্ব মুষলধারায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। বৃষ্টিপাত এত প্রবল ধারায় হতে থাকে যে শকুন তার বার্তা নিয়ে ফিরে আসতে পারে না, তার পরিবর্তে সে চলে যায় সুদূর এক দেশে। সেখানে সে একটা আগুন দেখতে পেয়েছে। শকুন ওই আগুনে নিজেকে তপ্ত করে নেয়, তারপর নিজের নাড়িভুড়িগুলো খেয়ে ফেলে।

এই জাতীয় গল্পগুলোই ছিল ন্ওইর প্রিয়। সে জানত যে এগুলো বোকা মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের গল্প। সে জানত যে তার বাবা চায় সে যেন যথার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন পুরুষ মানুষ হয়ে ওঠে। তাই সে ভান করত যে ওই ধরনের মেয়েলি গল্পের প্রতি তার এখন আর কোনো আকর্ষণ নেই। আর সে যখন ওই রকম প্রতিক্রিয়া দেখায় তখন তার বাবা যে খুশি হয় তা সে লক্ষ করে, তখন তার বাবা আর তাকে বকুনি বা পিটুনি দেন না। এখন ন্ওই আর ইকেমেফুনা মনোযোগ সহকারে ওকোনকুয়োর গল্প শোনে। ওকোনকুয়ো তাদেরকে গোষ্ঠী ও গোত্রের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের কথা বলে। বহু বছর আগে সে কেমন করে নিঃশব্দ সতর্কতার সঙ্গে তার শিকারের পিছু নিয়েছিল, কেমন করে সে তার প্রথম মানুষের মাথা আহরণ করেছিল, সে গল্প বলে। সে ওদেরকে অতীতের কাহিনী শোনায়। ওরা অন্ধকারে কিংবা লাকড়ির মৃদু আলোর আভায় বসে থাকে, মহিলাদের রান্না শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করে তারা। রান্না শেষ হলে একজন একজন করে স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে ফু-ফুর বাটি আর স্যুপের বাটি এনে দেয়। এর মধ্যে তেলের প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গিয়েছিল। ওকোনকুয়ো প্রতিটি বাটি থেকে কিছুটা খেয়ে ন্ওই আর ইকেমেফুনার দিকে তাদের অংশ এগিয়ে দেয়।

এইভাবে চাঁদ আর ঋতুর দিনগুলো কেটে যায়। আর তারপর একদিন দেখা দিল পঙ্গপালের দল। অনেক বছরের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে নি। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণরা বলেন যে প্রতি প্রজন্মে একবার করে পঙ্গপালের দল আসে। সাত বছর ধরে তারা পরপর প্রতি বছরে আসে, তারপর আবার এক জীবনকালের জন্য উধাও হয়ে যায়। সুদূর এক দেশে তারা তাদের নিজেদের গুহায় ফিরে যায়। সেখানে বামনীকৃত মানুষের একটি জাতি তাদের পাহারা দেয়। তারপর আরেকটি জীবনকালের শেষে ওই মানুষরা আবার তাদের গুহাগুলো খুলে দেয় এবং এইভাবেই পঙ্গপালের দল এখন উমুওফিয়ায় এসে পৌঁছেছে।

তারা এসেছে ফসল ঘরে তোলার পর, শুকনো হিমেল উত্তুরে হাওয়ার ঋতুতে। পঙ্গপালের দল ক্ষেতের সব বুনো ঘাস খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

ওকোনকুয়ো আর বালক দুটি তখন প্রাঙ্গণের বাইরের লাল দেয়ালে কাজ করছিল। ফসল ঘরে তোলার পরবর্তী সময়ে এটা ছিল তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত হাল্কা কাজ। সামনের বর্ষার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ওরা দেয়ালের উপর তাল গাছের পুরু শাখা আর তালপাতা নতুন করে বিছিয়ে দিচ্ছিল। ওকোনকুয়ো কাজ করছিল দেয়ালের বাইরের দিকে, আর ছেলেরা ভেতরের দিকে। দেয়ালের উপরের স্তরে এক পার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্ব পর্যন্ত ছোট ছোট ফুটো করা ছিল। তার মধ্য দিয়ে ওকোনকুয়ো ছেলেদের কাছে দড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকিয়ে দিচ্ছিল আর ছেলেরা ওই দড়ি কাঠের পাতের উপর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আবার তার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। এইভাবে আচ্ছাদনটা দেয়ালকে মজবুত করে তোলে।

মেয়েরা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য ওই সময় ঝোপঝাড়ের কাছে গেছে আর বাচ্চারা পার্শ্ববর্তী প্রাঙ্গণগুলোতে গেছে তাদের খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলা করার জন্য। উত্তরের শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস যেন বিশ্বের উপর নিদ্রার একটা আচ্ছন্ন অনুভূতি বিস্তার করে।

ওকোনকুয়ো আর ছেলে দুটি পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে কাজ করে চলে। ওই নীরবতা ভঙ্গ হয় শুধু তখন যখন তালপাতার একটা নতুন দণ্ড টেনে দেয়ালের উপর টেনে তোলা হয় কিংবা যখন খাদ্যের নিরন্তর অন্বেষণে ব্যস্ত কোনো মুরগি শুকনো পাতাগুলোর উপর দিয়ে চলাফেরা করে।

আর তারপর অকস্মাৎ পৃথিবীর উপরে যেন একটা ছায়া নেমে আসে, সূর্য যেন ঢাকা পড়ে যায় একটা ঘন মেঘের আড়ালে। ওকোনকুয়ো মুখ তুলে উপর দিকে তাকায়। বছরের এই অসময়ে কি বৃষ্টি নামবে? কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উমুওফিয়ার চতুর্দিক থেকে একটা বিশাল আনন্দধ্বনি জেগে ওঠে। মধ্যদুপুরের যে আচ্ছন্নতা সর্বত্র বিরাজ করছিল তা অপসৃত হয়, সে জায়গায় জেগে ওঠে প্রাণের প্রবাহ এবং কর্মচাঞ্চল্য।

সর্বত্র আনন্দ চিৎকার ওঠে: "পঙ্গপাল নেমে আসছে।" মেয়ে, পুরুষ, শিশু সবাই তাদের কাজ অথবা খেলাধুলা ছেড়ে ওই অচেনা দৃশ্য দেখার জন্য খোলা মাঠে এসে দাঁড়ায়। অনেক অনেক বছর যাবৎ পঙ্গপাল আসে নি। এর আগে শুধু খুব বৃদ্ধ মানুষরাই তাদের দেখেছে।

প্রথমে বেশ ছোট একটা ঝাঁক আসে। ওরা হলো অগ্রদূত, জায়গাটা কীরকম তা জরিপ করার জন্য এসেছে। তারপরই দিগবলয়ে দেখা গেল সীমাহীন চাদরের মতো কালো মেঘের একটা ঘন পুঞ্জ। সেটা ধীরে ধীরে উমুওফিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেটা আকাশের অর্ধেকটা ছেয়ে ফেলল। এখন ওই ঘন পুঞ্জের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝলমলে তারার ধূলিকণার মতো ছোট ছোট আলোর বিন্দু দেখা যায়। শক্তিমত্তা আর সৌন্দর্যে ভরপুর অপূর্ব এক দৃশ্য।

এখন সবাই চারপাশে জড়ো হয়েছে, সবাই উত্তেজনা ভরে কথা বলছে, সবাই প্রার্থনা করছে পঙ্গপালের দল অন্তত এক রাত যেন উমুওফিয়ায় কাটায়। অনেক বছর ধরে উমুওফিয়ায় পঙ্গপালের ঝাঁক না এলেও সবাই সহজাতভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানত যে ওই পতঙ্গগুলো খেতে খুব চমৎকার। অবশেষে পঙ্গপালের ঝাঁক নেমে আসে। তারা এসে বসে প্রতিটি গাছের উপর, ঘাসের প্রতিটি ডগার উপর। তারা এসে বসে কুটিরের চালের উপর। তারা ঢেকে ফেলে সকল খোলা মাঠ। ওদের ভারে বড়ো বড়ো গাছের শাখা ভেঙে পড়ে। ওই বিশাল ক্ষুধার্ত ঝাঁক সমগ্র অঞ্চলকে মাটির ধূসর রঙে রাঙিয়ে তোলে।

পঙ্গপাল ধরবার জন্য বহু লোক ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু প্রবীণরা তাদের রাত নামা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়। তারা সঠিক পরামর্শই দেয়। রাত হলে পঙ্গপালের ঝাঁক ঝোপঝাড়ের উপরে গিয়ে বসে, শিশিরে তাদের ডানা ভিজে যায়। আর তখন উত্তরের হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে গোটা উমুওফিয়া মাঠে বেরিয়ে আসে, প্রত্যেকে তার ঝুড়ি ও হাড়িপাতিল পঙ্গপালে পূর্ণ করে ফেলে। পরদিন সকালে তারা মাটির পাত্রে সেগুলো ভেজে ভালো করে শুকোবার জন্য রোদে ছড়িয়ে দেয়, পতঙ্গগুলো মুচমুচে ও ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকদিন ধরে সবাই ঘন তালের তেল সহযোগে ওই বিরল খাদ্যের সদ্ব্যবহার করে।

ওকোনকুয়ো তার "ওবি"-তে ইকেমেফুনা ও নওইকে নিয়ে মহানন্দে মচমচ শব্দ করে ভাজা পতঙ্গগুলো খাচ্ছিল আর তাড়ি পান করছিল, এমন সময় ওগবুয়েফি ইজেউদু তার কুটিরে এসে ঢুকল। ইজেউদু ছিল উমুওফিয়ার এই অঞ্চলের সব চাইতে বৃদ্ধ ব্যক্তি। তার আমলে সে ছিল একজন মহান নির্ভীক যোদ্ধা। এখন সে গোত্রের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। সে ওকোনকুয়োর খাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাকে তার সঙ্গে একটু বাইরে আসতে বলল। ওরা অন্যদের শোনার আওতার বাইরে চলে গেলে ইজেউদু ওকোনকুয়োকে উদ্দেশ করে বলল :

"ওই ছেলে তোমাকে বাবা ডাকে। তার মৃত্যুতে তুমি কোনো অংশ নিও না।"

ওকোনকুয়ো খুব অবাক হয়ে যায়। সে কিছু একটা বলার উপক্রম করতেই তাকে থামিয়ে দিকে ইজেউদু বলল, "হ্যাঁ। উমুওফিয়া ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্বত আর গুহার 'দৈববাণী' ওই নির্দেশ দিয়েছে। প্রথা অনুযায়ী ওরা ওকে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাবে এবং তাকে সেখানে হত্যা করবে। কিন্তু আমি চাই তুমি এ ব্যাপারে কোনো অংশ নেবে না। ওই ছেলে তোমাকে বাবা ডাকে।"

পরদিন খুব ভোরে উমুওফিয়ার নয় গ্রাম থেকে এক দল বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি ওকোনকুয়োর বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। তারা নিচু গলায় কথা বলতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার আগে ন্ওই আর ইকেমেফুনাকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারা খুব বেশিক্ষণ থাকে না কিন্তু তারা চলে যাবার পর ওকোনকুয়ো দুই করতলের উপর তার চিবুক ন্যস্ত করে অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। বিকালের দিকে সে ইকেমেফুনাকে বলল যে পরের দিন তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। কথাটা ন্ওই শোনে, শুনেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ে, আর তারা বাবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেদম প্রহার করে। ইকেমেফুনাকে খুব বিভ্রান্ত দেখায়। তার নিজের বাড়ি এত দিনে, ধীরে ধীরে, ধূসর এবং সুদূর হয়ে গিয়েছিল। মা আর ছোট বোনটির কথা এখনো তার খুব মনে পড়ে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে সে খুব খুশি হবে, কিন্তু তার মনে হয় ওদের সঙ্গে তার দেখা হবে না। একদিন কয়েকজন লোক তার নিজের বাবার সঙ্গে নিচু গলায় কিছু কথা বলেছিল, তার সেকথা মনে পড়ে। তার মনে হয় সব যেন আবার নতুন করে সেইভাবে ঘটছে।

পরে ন্ওই তার মায়ের কুটিরে গিয়ে তাকে জানায় যে ইকেমেফুনা নিজের বাড়ি চলে যাচ্ছে। মা তখন নোড়া দিয়ে মরিচ গুঁড়ো করছিল। কথাটা শুনে তার হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে নোড়াটা পড়ে যায়। ন্ওইর মা বুকের উপর দু'হাত বেঁধে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বলল, "বেচারা।"

পরদিন ওই লোকটা এক পাত্র মদ সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। সবাই সাজপোশাক পরা, তারা যেন গ্রামের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগ দিতে কিংবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। তারা তাদের ডান বগলের নিচ দিয়ে তাদের কাপড় ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে, আর তাদের বাঁ কাঁধের উপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে তাদের ছাগচর্মের ঝোলা আর কাপড়ে মোড়া কুঠার। ওকোনকুয়ো দ্রুত তৈরি হয়ে নিলে দলটি তাদের যাত্রা শুরু করে। ইকেমেফুনা বয়ে নিয়ে চলে মদের পাত্রটি। ওকোনকুয়োর বাড়ির প্রাঙ্গণে মৃত্যুর মতো একটা নীরবতা নেমে আসে। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরাও যেন সব জানে। ন্ওই সারা দিন তার মায়ের কুটিরে অশ্রুসজল চোখে বসে থাকে।

উমুওফিয়ার লোকগুলো তাদের যাত্রার শুরুর দিকে পঙ্গপাল নিয়ে নানা কথা বলে। তারা তাদের রমণীকুল এবং নারীসুলভ কিছু পুরুষ মানুষ যারা তাদের সঙ্গে আসতে রাজি হয়নি তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু তারা যতো উমুওফিয়ার বহির্সীমান্তের কাছে পৌঁছুতে থাকে ততো তাদের মধ্যেও নীরবতা নেমে আসতে থাকে।

ধীরে ধীরে সূর্য মধ্য গগনে পৌঁছে যায়। শুষ্ক বালুময় পথের নিচে যে উষ্ণতা সমাহিত ছিল তা উপরে উঠে আসে। পাশের বনানী থেকে কয়েকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখি কিচমিচ করে ওঠে। লোকগুলো বালি আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে অগ্রসর হয়। আর সব কিছু নীরব নিস্তব্ধ। তারপর দূরের কোনো এক স্থান থেকে "ইকউই"-এর ক্ষীণ বাজনার শব্দ ভেসে আসে। ওই ধ্বনি উঁচু মাত্রায় উঠে যায়, তারপর আবার বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যায়– দূরে কোনো গোত্রের শান্তিপূর্ণ নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "ওজো নাচ।" কিন্তু ঠিক কোথা থেকে এই শব্দ ভেসে আসছে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। তারা এ নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করে, তারপর আবার সবাই নীরব হয়ে যায়, আর ওই পলায়নপর নাচের শব্দ বাতাসের সঙ্গে ওঠে আর পড়ে। হয়তো কোথাও কোনো ব্যক্তি নৃত্যগীত আর বড়ো ভোজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার গোত্রের একটা খেতাব গ্রহণ করছে।

পায়ে চলা পথ এখন অরণ্যের প্রাণকেন্দ্রে একটা সরু রেখায় পরিণত হয়েছে। লোকজনের গ্রামের চারপাশে যে ছোট ছোট গাছগাছালি আর ঝোপঝাড় দেখা যায় তার জায়গায় এখন চোখে পড়ে বিশাল বৃক্ষরাজি এবং লতাকুঞ্জ, মনে হয় সৃষ্টির আদিকাল থেকে এগুলো এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের কোনো কুঠার কিংবা অরণ্যের কোনো দাবাগ্নি কখনো এদের স্পর্শ করে নি। তাদের শাখাপ্রশাখা আর লতাপাতার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে বালুকাময় পায়ে চলা পথটির উপর আলো-ছায়ার নানা রকম নকশা এঁকে দেয়।

ইকেমেফুনা তার পেছনে, খুব কাছে, একটা ফিসফিসানি শুনে ঘুরে তাকায়। যে লোকটি ফিসফিস করে উঠেছিল সে এবার উচ্চকণ্ঠে সবাইকে তাড়াতাড়ি করতে বলে। সে বলল, "আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।" সে এবং আরেকটি লোক ইকেমেফুনার সামনে গিয়ে সকলের অগ্রগতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

উমুওফিয়ার লোকগুলো এইভাবে তাদের পথে এগিয়ে চলে। তারা সজ্জিত তাদের কাপড়ে মোড়া কুঠারে, আর তাদের মাঝখানে মাথায় তালের মদ ভর্তি পাত্র নিয়ে হেঁটে চলে ইকেমেফুনা। প্রথম দিকে সে অস্বস্তি অনুভব করলেও এখন আর তার মনে কোনো ভয় নেই। ওকোনকুয়ো তার পেছনে আছে। ওকোনকুয়ো যে তার সত্যিকার পিতা নয় এটা এখন সে আর কল্পনাও করতে পারে না। তার নিজের পিতার প্রতি সে কোনোদিনই অনুরক্ত ছিল না, আর এখন, তিন বছরের শেষে ওই পিতা যথার্থই অনেক দূরের মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মা আর তিন বছরের ছোট বোনটি– অবশ্য এখন আর সে তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের নয়, এখন তার বয়স ছ' বছর হবে। তার বোনকে কি ও চিনতে পারবে? ও নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়ে গেছে। তার মা তাকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেলবে, ভালোভাবে তার দেখাশোনা করা এবং তাকে তার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য মা ওকোনকুয়োকে অনেক ধন্যবাদ জানাবে। তার জীবনে এই ক'বছরে যা কিছু ঘটেছে মা তার সব কথা শুনতে চাইবে। সব কথা কি তার মনে পড়বে? অবশ্যই সে নওই ও তার মায়ের কথা বলবে, পঙ্গপালের কথা বলবে...। তারপরই হঠাৎ তার মনে একটা চিন্তা জেগে ওঠে। তার মা হয়তো বেঁচে নেই। ওই চিন্তা সে তার মন থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তখন ছোট্ট ছেলে থাকতে সে যেভাবে এই রকম সব বিষয়ের সমাধান করত তা করার চেষ্টা করল। গানটা তার এখনো মনে আছে:

"ইজে এলিনা, এলিনা!
ইজে ইলিকোয়া ইয়া সালা
ইকওয়াবা আকওয়া ওলিঘোলি
ইবে ডান্ডা নেচি ইজে
ইবে ইজুজু নেটে ইগউ
সালা"

সে মনে মনে গানটি গায় এবং তার তালে তালে পা ফেলে। গান শেষ হবার সময় যদি তার ডান পা পড়ে তা হলে তার মা বেঁচে আছে। যদি বাঁ পা পড়ার সময় গান শেষ হয় তাহলে তার মা মারা গেছে। না, মারা যায় নি, কিন্তু খুব অসুস্থ। গানটা ডান পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়। তার মা বেঁচে আছে, ভালো আছে। সে আবার গানটা করে, এবার সেটা শেষ হয় বাঁ পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু দ্বিতীয় বারটা ধর্তব্য নয়। প্রথম গলার স্বরই চুকউ অথবা ঈশ্বরের বাড়িতে গিয়ে পৌছয়। ছোটোরা সব সময় এই কথা বলে। নিজেকে ইকেমেফুনার ছোট্ট একটি শিশুর মতো মনে হয়। সে যে তার মায়ের কাছে যাচ্ছে, বাড়িতে যাচ্ছে, বোধ হয় সেটাই এর কারণ।

তার পেছনে একটি লোক গলা ঝাড়ল। সে পেছন ফিরে তাকাতেই লোকটি গর্জন করে তাকে সোজা এগিয়ে যেতে বলল, আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে নিষেধ করল। কথাটা সে যেভাবে বলে তাতে ইকেমেফুনার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। কালো পাত্রটি ধরা তার হাত কাঁপতে থাকে। ওকোনকুয়ো কেন পেছনের দিকে চলে গেল? ইকেমেফুনার মনে হলো তার পা যেন ভেঙে আসছে। পেছন ফিরে তাকাতে তার ভয় করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে লোকটি তার গলা ঝেড়েছিল সে ইকেমেফুনার পাশে এসে তার কুঠার উঁচু করে তোলে। ওকোনকুয়ো নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখে। আঘাতের শব্দ শোনে সে। পাত্রটা মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। ইকেমেফুনার চিৎকার শোনে ওকোনকুয়ো। "বাবা, ওরা আমাকে মেরে ফেলছে!" সে ওকোনকুয়োর দিকে ছুটে আসে। ভয়ে দিশাহারা হয়ে ওকোনকুয়ো তার কুঠার বের করে তাকে কেটে ফেলে। তার ভয় হয়, পাছে লোকে তাকে দুর্বল ভাববে।

ওই রাতে বাবা বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ন্ওই বুঝতে পারে যে ইকেমেফুনাকে হত্যা করা হয়েছে। আর তখন তার মনে হলো ধনুকের টান টান ছিলা ছিঁড়ে যাবার মতো তার ভেতরের একটা কোনো জিনিস ছিঁড়ে গেল। ও কাঁদে না, একটা নিষ্প্রাণ স্তূপের মতো পড়ে থাকে। খুব বেশি দিন আগে নয়, বিগত ফসল ঘরে তোলার ঋতুতে তার ওই রকম অনুভূতি হয়েছিল। ফসল ঘরে তোলার ঋতু ছিল সকল ছোট ছেলেমেয়ের প্রিয় সময়। ছোট একটা ঝুড়িতে সামান্য কয়েকটা ইয়্যাম বহন করার মতো বড়ো হয়েছে যে শিশু সেও বড়োদের সঙ্গে ক্ষেতে চলে যেত। আর তারা যদি মাটি খুঁড়ে ইয়্যাম বের করে আনতে না পারত তাহলে তারা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে জড়ো করত। তার আগুনে তালের লাল তেল দিয়ে ইয়্যাম মুচমুচে করে ভাজা হবে, আর ক্ষেতে বসেই তারা ওই ইয়্যাম খাবে। খোলা মাঠে বসে এইভাবে ইয়্যাম খাওয়ার স্বাদ ছিল বাড়িতে খাওয়ার চাইতে অনেক বেশি মজার। বিগত ফসল তোলার ঋতুতে, ক্ষেতে ওই রকম একটি দিন কাটাবার পর, তার জীবনে প্রথম বারের মতো তার ভেতরে একটা কিছু মটমট করে ছিঁড়ে যাবার অনুরূপ অনুভূতি জেগে উঠেছিল। দূরের একটা ক্ষেত থেকে ঝুড়ি ভর্তি ইয়্যাম নিয়ে তারা একটা জলাশয়ের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল। এমন সময় তারা ঘন বনের মধ্য থেকে একটি কচি শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসতে শোনে। মেয়েরা এতক্ষণ কথা বলছিল, এবার তাদের মধ্যে নীরবতা নেমে আসে। তারা দ্রুততর বেগে হাঁটে। ন্ওই শুনেছিল যে যমজ শিশুর জন্ম হলে তাদেরকে মাটির পাত্রে পুরে বনের মধ্যে ফেলে রাখা হয়, কিন্তু সে কখনো ইতিপূর্বে ওই রকম ঘটনার সম্মুখীন হয় নি। তার ভেতরে একটা প্রচণ্ড শীতল স্রোত বয়ে যায়, তার মাথা ফুলে উঠতে থাকে, রাতের বেলা একটা অশুভ আত্মার সঙ্গে কোনো নিঃসঙ্গ পথিকের দেখা হলে যেমন হয় তার অবস্থা তখন সেই রকম হয়েছিল। সেদিনও তার ভেতরে কোনো একটা জিনিস মটমট করে ছিঁড়ে গিয়েছিল। এখন, এই রাতে, ইকেমেফুনাকে হত্যা করার পর তার বাবা যখন ফিরে আসে তখন তার মধ্যে ওই একই রকম অনুভূতি ফিরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৮

ইকেমেফুনার মৃত্যুর পর ওকোনকুয়ো দুই দিন মুখে কোনো খাবার তুলল না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে শুধু তাড়ি পান করল। একটা ইঁদুরকে ল্যাজ ধরে মেঝেতে আছাড় মারলে তার চোখ যেরকম লাল ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ওকোনকুয়োর দুই চোখ সেরকম হয়ে উঠেছিল। সে তার ছেলে ন্ওইকে তার "ওবি"-তে এসে তার পাশে বসতে বলল। কিন্তু বাবাকে ন্ওইর ভয় করে, তাকে ঝিমুতে দেখলেই সে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাতে ওকোনকুয়োর ঘুম আসে না। সে ইকেমেফুনার কথা না ভাবতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে যত বেশি চেষ্টা করে তার মধ্যে ওই ভাবনা ততো বেশি করে জেগে ওঠে। একবার সে তার শয্যা ত্যাগ করে প্রাঙ্গণময় ঘুরে বেড়াল। কিন্তু তার নিজেকে খুব দুর্বল মনে হলো, সে যেন হাঁটতে পারছে না। তার নিজেকে মনে হলো একটা মাতাল দানবের মতো, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একটা মশার। মাঝে মাঝে তার মাথার ভেতর একটা শীতল কাঁপুনি জেগে উঠে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় দিন সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী ইকওয়েফিকে কয়েকটা কলা ভেজে দিতে বলল। ইকওয়েফি তার স্বামীর পছন্দমতো কুচিকুচি করে কাটা মাছ আর সীম মিশিয়ে কলার ভাজি তৈরি করে দিল।

ওকোনকুয়োর মেয়ে ইজিনমা বাবার জন্য খাবার নিয়ে এসে বলল, "তুমি দু'দিন ধরে কিছুই খাওনি। এটুকু সব শেষ করতে হবে।" সে বসে পড়ে সামনের দিকে তার দু'পা প্রসারিত করে দিল। ওকোনকুয়ো আনমনাভাবে খেতে থাকে, চোখ তুলে তার দশ বছরের কন্যাকে দেখে, আর মনে মনে বলে, "ওর ছেলে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল।" সে ওর হাতে এক টুকরা মাছ তুলে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার জন্য একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসো।" ইজিনমা তার হাতের মাছটা চুষতে চুষতে ছুটে বেরিয়ে যায়, তারপর তার মায়ের কুটিরে রাখা একটা মাটির পাত্র থেকে এক গামলা ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসে।

ওকোনকুয়ো তার হাত থেকে গামলাটা নিয়ে ঢকঢক করে জল পান করে, আরো কয়েকটা কলা খায়, তারপর খাবারের তালা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

সে ইজিনমাকে বলল, "আমার ঝোলাটা আনো।" ইনিজমা কুটিরের এক কোণায় রাখা বাবার ছাগচর্মের ঝোলাটা নিয়ে আসে। ওকোনকুয়ো তার মধ্যে তার নস্যির কৌটাটা খোঁজে। ওই ঝোলাটা ছিল খুব গভীর। ওকোনকুয়োর প্রায় পুরো বাহু তার মধ্যে ঢুকে যায়। নস্যির কৌটা ছাড়াও তার মধ্যে আরো নানা জিনিস ছিল। সেখানে ছিল সুরা পান করার একটা শিঙ্গা, ওই একই কাজ করার জন্য একটা লাউ-এর খোল, আর সে যখন নস্যির কৌটা খোঁজে তখন ওই জিনিস দুটো পরস্পরের গায়ে গিয়ে ধাক্কা দেয়। অবশেষে সে নস্যির কৌটাটা বের করে তার হাঁটুর উপর রেখে কয়েকবার টোকা দেয়, তারপর তার বাঁ হাতের তালুতে কিছু নস্যি ঢেলে রাখে। এই সময় তার স্মরণ হয় যে সে তার নস্যির চামচটা বের করে নি। সে আবার তার ঝোলা হাতড়ায়, সেখান থেকে একটা ছোট হাতির দাঁতের চামচ বের করে আনে, তারপর ওই চামচ দিয়ে তার নাকের ফুটোর কাছে খয়েরি রঙের জিনিসটা তুলে নিয়ে আসে।

ইজিনমা এক হাতে খাবারের থালা এবং অন্য হাতে জলের খালি গামলা নিয়ে তার মায়ের কুটিরে ফিরে যায়। ওকোনকুয়ো আবার আপন মনে বলে, "ওর ছেলে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল।" ইকেমেফুনার কথা মনে পড়ে তার এবং তখন তার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। সে যদি এই সময় কোনো একটা কাজ করতে পারত তাহলে তার পক্ষে ওর কথা ভুলে থাকা সম্ভব হতো। কিন্তু এটা ছিল ফসল ঘরে তোলা আর নতুন শস্য রোপনের মধ্যবর্তী অবসরের কাল। লোকজন এই সময় শুধু নতুন তালপাতা দিয়ে তাদের প্রাঙ্গণের দেয়াল ছেয়ে দিত, আর ওকোনকুয়ো সে-কাজ ইতিমধ্যে করে ফেলেছিল। যেদিন পঙ্গপালের দল আসে সেদিনই সে ওই কাজটা করে। দেয়ালের একদিকে ছিল সে, আর অন্য দিকে ছিল ইকেমেফুনা আর নওই।

ওকোনকুয়ো নিজেকে প্রশ্ন করে, "কবে থেকে তুমি কাঁপুনি বুড়ি হলে? নয় গাঁয়ে বীর যোদ্ধা হিসাবে তুমি সুপরিচিত। যে লোক যুদ্ধে পাঁচ-পাঁচটি মানুষকে হত্যা করেছে তার হত্যা তালিকায় একটি বালক যোগ হওয়ার ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি সে ভেঙে পড়বে? ওকোনকুয়ো, তুমি সত্যিই একটা মেয়েমানুষ হয়ে গেছ।"

সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কাঁধে তুলে নিল তার ছাগচর্মের ঝোলা, তারপর বন্ধু ওবিরিকার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ওবিরিকা তখন বাইরে একটা কমলা গাছের ছায়ায় বসে ঘর ছাওয়ার জন্য তালপাতা থেকে টেনে টেনে তন্তু বের করছিল। সে ওকোনকুয়োর সঙ্গে সৌজন্য সম্ভাষণ বিনিময় করে তাকে নিয়ে নিজের "ওবি"-তে প্রবেশ করল। উরুর কাছে যে বালুকণা লেগে ছিল তা ঝাড়তে ঝাড়তে ওবিরিকা বলল, "হাতের কাজটা শেষ হলেই আমি তোমার ওখানে যাবার কথা ভেবেছিলাম।"

"তো, তোমার ঘর ছাওয়ার কাজ ভালো চলছে তো?"

ওবিরিকা বলল, "হ্যাঁ। আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী আজ আসছে। আশা করছি যৌতুকের ব্যাপারটা আমরা আজই পাকাপাকি করে ফেলতে পারব। আমি চাই তুমি সেখানে থাক।"

এই সময় ওবিরিকার ছেলে মাদুকা বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢোকে। সে ওকোনকুয়োকে সুসম্ভাষণ জানিয়ে প্রাঙ্গণের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ওকোনকুয়ো তাকে উদ্দেশ করে বলল, "এসো, আমার সঙ্গে হাত মেলাও। সেদিন তোমার কুস্তি দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।" ছেলেটির মুখে স্মিত হাসি ফুটে ওঠে। সে ওকোনকুয়োর সঙ্গে করমর্দন করে প্রাঙ্গণে চলে যায়।

ওকোনকুয়ো বলল, "এই ছেলে অনেক বড়ো বড়ো কাজ করবে। আমার এই রকম একটি ছেলে থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। নওইকে নিয়ে আমার খুব দুর্ভাবনা হয়। গুঁড়ো করা ইয়্যামের একটা বোলও কুস্তি প্রতিযোগিতায় ওকে ধরাশায়ী করতে পারবে। ওর ছোট দুই ভাই-এর মধ্যেও ওর চাইতে বেশি সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, ওবিরিকা, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি, আমার কোনো সন্তানই আমার মতো নয়। এই বুড়ো কলাগাছটা মরে গেলে কচি অঙ্কুর কোথা থেকে গজাবে? ইজিনমা যদি ছেলে হতো তাহলে আমি খুশি হতাম। তার মধ্যে সত্যিকার প্রাণশক্তি আছে।"

ওবিরিকা বলল, "তুমি অনর্থক দুঃশ্চিন্তা করছ। তোমার ছেলেরা এখনো খুব ছোট।"

"নওই এখনই একটা মেয়েকে সন্তানবতী করতে পারে। তার বয়সে আমি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলাম। না, বন্ধু, ও খুব ছোট নয়। ডিম ফুটবার দিনই বোঝা যায় কোন মুরগির ছানা রাতা মোরগ হয়ে উঠবে। নওইকে যথার্থ একটি পুরুষ মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর মধ্যে ওর মায়ের স্বভাব ও প্রবণতাই বেশি।"

ওবিরিকা মনে মনে বলল, "ওর দাদারও," কিন্তু মুখে তা বলল না। একই চিন্তা ওকোনকুয়োর মনেও জেগে উঠেছিল, কিন্তু ওই প্রেতাত্মাকে সে অনেক দিন আগেই কবর দিতে সক্ষম হয়েছে। যখনই তার বাবার দুর্বলতা আর ব্যর্থতার কথা তার মনে উঠত তখনই সে তার নিজের শক্তিমত্তা ও সাফল্যের কথা স্মরণ করে তার চিত্তকে উদ্দীপ্ত রাখত। এখনো সে তাই করল। নিজের পৌরুষের শেষ প্রদর্শনীর কথা তার মনে পড়ল।

সে ওবিরিকাকে জিজ্ঞাসা করল, "ওই ছেলেটিকে হত্যা করতে তুমি যে কেন আমাদের সঙ্গে আসো নি তা আমি এখনো বুঝতে পারছি না।"

ওবিরিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি যাই নি কারণ আমি যেতে চাই নি। ওটার চাইতে বেশি দরকারি কাজ ছিল আমার।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি যেন দৈববাণীর কর্তৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছ। দৈববাণী বলেছে যে ওকে মরতে হবে।"

"না, আমি সে-সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলছি না। কেন তুলব? কিন্তু দৈববাণী আমাকে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে বলে দেয় নি।"

"কিন্তু কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে। আমরা সবাই যদি রক্তকে ভয় পাই তাহলে কাজটা করাই হতো না। আর সেক্ষেত্রে দৈববাণী কী করত বলে তোমার মনে হয়?"

"ওকোনকুয়ো, তুমি খুব ভালো করে জানো যে রক্তকে আমি ভয় করি না। তোমাকে যদি কেউ সেকথা বলে তাহলে সে মিথ্যাবাদী। শোনো, বন্ধু, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে সেদিন আমি বাড়িতে থাকতাম। তুমি যা করেছ তা 'ধরণী'-কে খুশি করবে না। এই জাতীয় কাজের জন্য দেবী একটা গোটা পরিবারকে মাটির বুক থেকে মুছে ফেলেন।"

"তাঁর বার্তাবহের আদেশ পালনের জন্য 'ধরণী' আমাকে শাস্তি দিতে পারে না। মা তার শিশুসন্তানের হাতে এক টুকরো গরম ইয়্যাম তুলে দিলে তাতে শিশুর হাত পুড়ে যায় না।"

ওবিরিকা এবার ওকোনকুয়োর সঙ্গে একমত হয়, তবে সে বলল, "দৈববাণী যদি আমাকে বলত যে আমার ছেলেকে মরতে হবে তাহলে তা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলতাম না, কিন্তু কাজটা আমি নিজে করতাম না।"

ঠিক এই সময়ে ওফেইদু ঘরে এসে না ঢুকলে তারা তাদের তর্ক আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে যেত। ওফেইদুর চকচকে চোখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে কিন্তু তাকে তাড়া দিলে সেটা অসৌজন্যমূলক হবে। ওবিরিকা ওকোনকুয়োর জন্য যে কোলা বাদামটা ভেঙেছিল তার একটা অংশ ওফেইদুকে খেতে দিল। ওফেইদু সেটা ধীরে ধীরে খেতে খেতে পঙ্গপালের প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলল।

তারপর বাদাম খাওয়া শেষ হলে সে বলল, "আজকাল নানা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।"

ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "কী হলো আবার?"

ওফেইদু জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কি ওগবুয়েফি ন্ডুলুর কথা জানেন?"

ওকোনকুয়ো এবং ওবিরিকা একসঙ্গে বলল, "আয়ার গ্রামের ওগবুয়েফি ন্ডুলু?"

ওফেইদু বলল, "আজ সকালে সে মারা গেছে।"

ওবিরিকা বলল, "এটা আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়। সে ছিল ওই গ্রামের সব চাইতে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।"

ওফেইদু বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। তবে তার মৃত্যুসংবাদ উমুওফিয়াকে জানাবার জন্য কেন ঢোল বাজানো হলো না সেকথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

ওবিরিকা আর ওকোনকুয়ো উভয়ে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

"সেখানেই ব্যাপারটা বিস্ময়কর। আপনারা বোধহয় তার প্রথম স্ত্রীর কথা জানেন, যে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে।"

"হ্যাঁ। ওজোইমিনা।"

ওফেইদু বলল, "তাই। ওজোইমিনা ছিল খুব বেশি বৃদ্ধ, ন্ডুলুর অসুখের সময় তার স্বামীর সেবা-যত্ন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে-কাজটা ন্ডুলুর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়েসী স্ত্রীরাই করত। আজ সকালে ন্ডুলুর মৃত্যুর পর ওই স্ত্রীদের একজন ওজোইমিনার কুটিরে গিয়ে তাকে তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দেয়। সে তার মাদুর থেকে উঠে, হাতে তার লাঠিটি নিয়ে, স্বামীর 'ওবি'-তে গিয়ে উপস্থিত হয়। ন্ডুলুর মৃতদেহ তখন একটা মাদুরের উপর শোয়ানো ছিল। ওজোইমিনা তার স্বামীর ঘরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে তাকে তিনবার তার নাম ধরে ডাকে: 'ওগবুয়েফি ন্ডুলু!' তারপর সে তার নিজের কুটিরে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পর মৃতদেহ ধোয়াবার সময় তাকে উপস্থিত থাকার জন্য ন্ডুলুর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী তাকে ডাকতে এসে দেখে যে সে তার মাদুরের উপর পড়ে আছে, মৃত।"

ওকোনকুয়ো বলল, "সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার বটে। এখন তার স্ত্রীকে কবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়ার আগে ন্‌ডুলুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যাবে না।"

"সেজন্যেই উমুওফিয়াকে খবর দেবার জন্য কোনো ঢোল বাজে নি।"

ওবিরিকা বলল, "সবাই সর্বদা বলত যে ন্‌ডুলু আর ওজোইমিনার ছিল এক আত্মা। আমি আমার ছেলেবয়সে ওদের নিয়ে একটা গান শুনেছি। তার স্ত্রীকে না জানিয়ে ন্‌ডুলু কখনো কোনো কাজ করতে পারত না।"

ওকোনকুয়ো বলল, "আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আমার ধারণা ছিল তার যৌবনকালে সে ছিল একজন শক্তিশালী মানুষ।"

ওফেইদু বলল, "সত্যিই তাই ছিল ও।"

ওকোনকুয়ো সন্দিগ্ধচিত্তে তার মাথা নাড়ে।

ওবিরিকা বলল, "সেই সময় ন্‌ডুলুই যুদ্ধে উমুওফিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে।"

এখন ওকোনকুয়োর নিজেকে আবার আগের মতো মনে হতে শুরু করেছে। মনকে ব্যস্ত রাখার জন্য তার শুধু একটা কিছু কাজ দরকার। শস্য রোপন অথবা ফসল ঘরে তোলার মতো ব্যস্ত সময়ে যদি সে ইকেমেফুনাকে মেরে ফেলত তাহলে পরিস্থিতি এত খারাপ হতো না, তার কাজের মধ্যে তার মন কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত।

ওকোনকুয়ো ছিল কর্মের জগতের মানুষ, চিন্তার জগতের নয়। কাজের অবর্তমানে কথাবার্তা বলাই ছিল দ্বিতীয় সর্বোত্তম পন্থা।

ওফেইদু বিদায় নেবার অল্প পরেই ওকোনকুয়ো যাবার জন্য তার ছাগচর্মের ঝোলা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বিকেলের তাড়ির জন্য আমার তালগাছগুলোতে টোকা দিতে হবে।"

ওবিরিকা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার খুব উঁচু গাছগুলোতে এ কাজটা কে করে?"

ওকোনকুয়ো জানাল, "উমেজুলিক"।

ওবিরিকা বলল, "আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি 'ওজো' খেতাবটা না নিলেই ভালো হতো। এই ছেলে-ছোকরারা 'ট্যাপ' করার নামে যেভাবে তালগাছগুলো মেরে ফেলছে সেটা দেখে আমি ভীষণ কষ্ট পাই।"

ওকোনকুয়ো তার সঙ্গে একমত হয়। "তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু দেশের আইন তো মানতেই হবে।"

ওবিরিকা বলল, "এ আইন আমাদের এখানে কী করে এল আমি জানি না। অনেক গোত্রে খেতাবধারীর জন্য তাল গাছে ওঠা নিষিদ্ধ নয়। এখানে আমাদের নিয়ম হলো, সে উঁচু তালগাছে উঠতে পারবে না, তবে মাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে বেঁটে গাছে টোকা দিতে পারবে, সেসব গাছ ট্যাপ করায় তার কোনো বাধা নেই। এটা হলো ডিমারাগানার মতো, তার নিজের জন্য কুকুর নিষিদ্ধ বলে সে কুকুরের মাংস কাটায় জন্য তার ছুরি ধার দেবে না, তবে সে কাজে তার দাঁত ব্যবহার করতে সে রাজি আছে।"

ওকোনকুয়ো বলল, "আমাদের গোত্রে 'ওজো' খেতাবকে যে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয় এটা একটা ভালো জিনিস। অন্যান্য অনেক গোত্রে 'ওজো'কে এত নিম্নমানের গণ্য করা হয় যে প্রত্যেক ভিক্ষুক পর্যন্ত সেটা গ্রহণ করে।"

ওবিরিকা বলল, "আমি ঠাট্টা করছি। আরামে এবং অনিম্বা গোত্রে এই খেতাবের মূল্য দুই কড়িরও কম। সবাই সেখানে তাদের পায়ের গোড়ালিতে খেতাবের সুতাটা বেঁধে রাখে, সে চুরি করলেও তার খেতাব খোয়া যায় না।"

ওকোনকুয়ো বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল "ওরা যথার্থই 'ওজো'র নামকে কলঙ্কিত করেছে।"

ওবিরিকা বলল, "আমার কুটুম্বদের আসার আর বেশি দেরি নাই।"

ওকোনকুয়ো আকাশে সূর্যের অবস্থান লক্ষ করে বলল, "আমি শিগগিরই ফিরে আসব।"

* * *

ওকোনকুয়ো ফিরে এসে ওবিরিকার ঘরে সাত জন মানুষকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে ছিল পাণিপ্রার্থী যুবক, বয়স বছর পঁচিশের মতো, আর তার সঙ্গে ছিল তার বাবা এবং কাকা। ওবিরিকার পক্ষে ছিল তার বড়ো দুই ভাই এবং তার ষোল বছর বয়সের ছেলে মাদুকা।

ওবিরিকা তার ছেলেকে উদ্দেশ করে বলল, "আকুয়েকের মাকে বলো, আমাদের জন্য যেন কিছু কোলা বাদাম পাঠিয়ে দেয়।" মাদুকা বিদ্যুৎগতিতে প্রাঙ্গণের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাদুকাকে ঘিরে আলাপ শুরু হয়। সকলেই বলে যে ওই ছেলে ক্ষুরের মতো ধারাল।

ওবিরিকা প্রশ্রয় দেবার সুরে বলল, "আমার মাঝে মাঝে মনে হয় অতিরিক্ত ধারাল। ওকে কদাচিৎ হাঁটতে দেখা যায়। সব সময় তার ভীষণ তাড়া। আপনি যদি ওকে কোনো একটা কাজে পাঠাতে চান তাহলে কাজটা কী তা অর্ধেক শোনার আগেই ও ছুটতে শুরু করে।"

ওবিরিকার বড়ো ভাই বলল, "তুমি নিজেও ঠিক ওই রকম ছিলে। আমাদের একটা প্রবাদ আছে: মা-গরু যখন ঘাস চিবোয় তখন বাচ্চাগুলো তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ লক্ষ করে। মাদুকা তোমার মুখ ভালো করে লক্ষ করেছে।"

ওর কথার মধ্যখানে মাদুকা তার বৈমাত্রেয় বোন আকুয়েকে-কে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বোনের হাতে একটা কাঠের থালাতে সাজানো ছিল তিনটি কোলা বাদাম এবং কিছু ঝাল লঙ্কা। সে থালাটা তার বাবার বড়ো ভাইকে দিয়ে, অত্যন্ত লাজুকভাবে, তার পাণিপ্রার্থী এবং তার আত্মীয়দের করমর্দন করল। আকুয়েকের বয়স ছিল ষোলো বছরের মতো, বিয়ের জন্য ঠিক পরিপক্ক। তার পাণিপ্রার্থী এবং আত্মীয়বর্গ জহুরির চোখ নিয়ে তার তরুণ তনু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, সে যে সত্যিই সুন্দর এবং পরিপক্ক সে সম্পর্কে যেন তারা সুনিশ্চিত হতে চায়।

মাথার ঠিক মাঝখানে ওর চুল উঁচু চূড়া করে বাঁধা হয়েছে। তার ত্বকে হালকা করে ক্যাম কাঠ ঘষা হয়েছে, তার সারা গা 'উলি' দিয়ে কালো নকশায় চিত্রিত। সে গলায় পরে আছে একটা কালো তিন লহরের হার, সেটা নেমে এসেছে ঠিক তার সরস ভরাট কুচযুগলের উপর পর্যন্ত। তার বাহুতে লাল আর হলুদ বাজুবন্ধ, কোমরে চারপাঁচ সারিতে 'জিগিদা', কোমরবন্ধনী।

করমর্দনের পর, বরং বলা উচিত অন্যদের করমর্দনের জন্য সে তার হাত বাড়িয়ে দেবার পর, রান্নায় সাহায্য করার জন্য সে তার মায়ের কুটিরে ফিরে যায়।

উনুনের কাছে দেয়ালে ঝোলানো নোড়াটা আনতে সেদিকে এগিয়ে যেতেই তার মা তাকে সাবধান করে দেয়। "আমি তোমাকে কতদিন বলেছি যে 'জিগিদা' আর আগুনের মধ্যে কোনো বন্ধুত্ব নেই কিন্তু তোমার কানে কোনো কথা যায় না। তোমার কান শোনার জন্য নয়, শুধু সাজসজ্জার জন্য। একদিন তোমার 'জিগিদা'য় আগুন ধরে যখন তোমার কোমর পুড়ে যাবে তখন বুঝবে।"

আকুয়েকে কুটিরের অপর প্রান্তে সরে গিয়ে তার কোমরের মালাগুলো খুলতে শুরু করে। এ কাজটা খুব ধীরে ধীরে ও খুব যত্নের সঙ্গে করতে হয়, প্রতিটি সুতা আলাদা করে খুলতে হয়, তা না হলে মালা ছিঁড়ে যায়, আর তখন শত শত ক্ষুদ্রাকার গুটিকাগুলো আবার একটা একটা করে সুতায় গাঁথতে হয়। আকুয়েকে হাত দিয়ে প্রতিটি সুতার লহরের উপর একটু একটু করে চাপ দিয়ে সেগুলো তার নিতম্বের নিচে নামিয়ে আনে, তারপর সেগুলো মেঝের উপর তার পায়ের কাছে পড়ে যায়।

"ওবি"-তে বসা লোকগুলো ইতিমধ্যে আকুয়েকের পাণিপ্রার্থীর নিয়ে আসা তাড়ি পান করতে শুরু করেছিল। ওই সুরা ছিল খুবই উত্তম এবং কড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরাপাত্রের মুখে কয়েকটা তাল চাপা দিয়ে রাখলেও ভেতরের সাদা ফেনা আটকে রাখা যাচ্ছিল না, ওই টগবগে ফেনা মুখ উপচে বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

ওকোনকুয়ো বলল, "এই সুরা খুব ভালো একজন ট্যাপারের কাজ।"

পাণিপ্রার্থী, ইবে নামক যুবক, হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার বাবাকে লক্ষ্য করে বলল, "শুনলে তো, বাবা?" তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমার বাবা কখনোই স্বীকার করবে না যে আমি খুব ভালো একজন ট্যাপার।"

তার বাবা উকেগবু বলল, "ট্যাপ করতে গিয়ে ও আমার সব চাইতে ভালো তিনটি তালগাছ মেরে ফেলেছে।"

ইবে বড়ো পাত্রটি থেকে সুরা ঢালতে ঢালতে বলল, "সেটা পাঁচ বছর আগের কথা, বাবা। কী করে টোকা দিতে হয়, কী ভাবে ট্যাপ করতে হয় তা আমি তখনো শিখি নি।" সে প্রথম শিঙাটা ভর্তি করে তার বাবাকে দিল। এর পর সে একজন একজন করে সবাইকে সুরা পরিবেশন করল। ওকোনকুয়ো তার ছাগচর্মের ঝোলা থেকে তার বড়ো শিঙাটা বের করে এনে, ফুঁ দিয়ে সেখানে কোনো ধূলা জমে থাকলে তা সরিয়ে, তার মধ্যে সুরা ঢেলে দেবার জন্য সেটা ইবের হাতে দিল।

সবাই সুরা পান করতে করতে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে, গল্প করে, কিন্তু যে বিষয় নিয়ে তারা এখানে জমায়েত হয়েছে তার কথা কেউ তোলে না। সুরাপাত্রটি নিঃশেষ হয়ে যাবার পরই শুধু পাণিপ্রার্থীর পিতা তার গলা ঝেড়ে তাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বলল।

ওবিরিকা তখন তার হাতে ঝাঁটার একটা ছোট বান্ডিল দিল। উকেগবু গুনে জিজ্ঞাসা করল, "ত্রিশ?"

ওবিরিকা মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

উগেকবু বলল, "এবার তাহলে আমরা পাকাপাকি একটা দিকে এগুচ্ছি।" সে তার ভাই আর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো, আমরা বাইরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে একটু কথা বলি।" তিনজন উঠে বাইরে যায়। ফিরে আসার পর উকেগবু ঝাঁটার শলার বান্ডিলটা ওবিরিকার হাতে ফেরত দেয়। ওবিরিকা গুনে দেখল, এখন সেখানে ত্রিশের জায়গায় আছে মাত্র পনেরোটা শলা। সে বান্ডিলটা তার বড়ো ভাই মাচির হাতে দেয়। মাচিও শলাগুলো গুনে বলল, "আমরা ত্রিশের নিচে নামার কথা ভাবি নি, কিন্তু কুকুর যেমন বলেছে, আমি যদি তোমার জন্য পড়ে যাই তাহলে তুমিও আমার জন্য পড়ে যাবে, এটা একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলা। বিয়ের ব্যাপারটা হওয়া উচিত একটা খেলা, যুদ্ধ নয়। তাই আমরা আবার একটুখানি পড়ে যাচ্ছি।" সে পনেরোটি শলার সঙ্গে দশটি শলা যোগ করে বান্ডিলটা উকেগবুর হাতে দিল।

এইভাবে, অবশেষে, আকুয়েকের যৌতুকের মূল্য নির্ধারিত হলো বিশ বস্তা কড়ি। উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

ওবিরিকা তার ছেলে মাদুকাকে লক্ষ্য করে বলল, "আকুয়েকের মাকে গিয়ে বল যে আমরা আমাদের কথাবার্তা শেষ করেছি।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আকুয়েকের মা ফু-ফু ভর্তি একটা বড়ো গামলা নিয়ে ঘরে ঢোকে। তার পেছন পেছন স্যুপের পাত্র নিয়ে ঢোকে ওবিরিকার দ্বিতীয় স্ত্রী, আর তারপর দেখা যায় মাদুকাকে, সে নিয়ে আসে তালের সুরার পাত্র।

পুরুষ মানুষরা খেতে খেতে ও সুরা পান করতে করতে তাদের প্রতিবেশীদের রীতিনীতি ও আচারপ্রথাসমূহ নিয়ে আলাপ করে।

ওবিরিকা বলল, "আজ সকালেই আমি আরে ওকোনকুয়ো আবামে আর অনিন্তদের সম্পর্কে আলাপ করছিলাম। তাদের গোত্রে খেতাবধারীরা তাল গাছে চড়ে, তাদের পুরুষরা স্ত্রীদের জন্য ফু-ফু গুঁড়ো করে।"

"ওদের সব রীতিনীতিই উল্টো। ওরা আমাদের মতো শলা দিয়ে যৌতুকের মূল্য নির্ধারণ করে না। ওরা সরাসরি দাম কষাকষি করে যেন বাজারে গিয়ে খাশি কিংবা গরু কিনছে।"

ওবিরিকার সর্বজ্যেষ্ঠ ভাই বলল, "এটা খুব খারাপ। তবে এক জায়গায় যা ভালো অন্য জায়গায় তাই খারাপ বিবেচিত হয়। উমুনসোতে ওরা কোনোরকম দরদস্তুরই করে না, ঝাঁটার শলা দিয়েও না। পাণিপ্রার্থী বস্তার পর বস্তা কড়ি নিয়ে আসতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুটুম্বরা তাকে থামতে না বলে। এটা খুব খারাপ একটা প্রথা। এর ফলে সব সময় শেষে একটা ঝগড়া বেঁধে যায়।"

ওকোনকুয়ো বলল, "পৃথিবী খুব বড়ো। আমি শুনেছি যে কেনো কোনো উপজাতির মধ্যে সন্তান-সন্ততিদের মালিকানা পায় স্ত্রীরা এবং স্ত্রীদের পরিবার।"

মাচি বলল, "এ তো হতে পারে না। এ কথার অর্থ হলো, সন্তান বানাবার সময় মেয়ে শোবে পুরুষের উপর।"

ওবিরিকা বলল, "এটা হলো শ্বেতাঙ্গদের সেই গল্পের মতো, ওরা নাকি এই চকখড়ির মতো সাদা।" সে এক খণ্ড চক তুলে ধরে। সবার 'ওবি'তেই এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম চক সংরক্ষিত থাকে। কোলা বাদাম খাবার আগে অতিথিরা এই খড়ি দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটে। ওবিরিকা আরো বলল, "ওই শ্বেতাঙ্গদের পায়ে নাকি বুড়ো আঙুল নেই।"

মাচি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ওদের এখনো দেখেন নি?"

ওবিরিকা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি দেখেছেন?"

মাচি জানাল, "ওদের একজন প্রায়ই এখান দিয়ে যাতায়াত করে। ওর নাম আমাদি।"

যারা আমাদিকে চিনত তারা হেসে ওঠে। সে ছিল কুষ্ঠরোগী, আর কুষ্ঠ রোগের ভদ্র নাম ছিল 'সাদা চামড়া'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৯

তিন রাতের মধ্যে এই প্রথম ওকোনকুয়োর ঘুম হয়। মাঝরাতে একবার তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন কোনো রকম অস্বস্তি বোধ না করে সে বিগত তিন দিনের ঘটনাবলী স্মরণ করে। সে একটু অবাক হয়ে ভাবে, কেন সে অস্বস্তি বোধ করেছিল? একটা লোক দিনের বেলায় যেমন অবাক হয়ে ভাবে, কেন রাতের ওই স্বপ্নকে ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল, তার নিজেকে সেই রকম মনে হলো। সে তার শরীর টানটান করল, হাঁটুতে যে জায়গায় একটা মশা কামড়েছিল সে জায়গায় একটা চাপড় দিল। আরেকটা মশা তার কানের কাছে গুনগুন করছিল। সে তার কানের ওপর একটা চড় কষাল, ভাবল মশাটাকে মারতে পেরেছে। মশারা কেন সব সময় কানের উপর হামলা করে? তার মা তার শিশু বয়সের সময় এ সম্পর্কে একটা গল্প বলেছিল, তবে মেয়েদের সব গল্পের মতো সেটাও ছিল নিছক ছেলেমানুষী গল্প। মা বলেছিল, মশা কানের কাছে প্রস্তাব করে, কান যেন তাকে বিয়ে করে। মশার কথা শুনে কান হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। শ্রীমতী কান মশাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আর কতদিন বাঁচবে বলে তোমার মনে হয়? এখনই তো তোমাকে একটা কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে।" মশা খুব অপমানিত বোধ করে চলে যায়। এবং এরপর থেকে যতবারই সে কানের পাশ দিয়ে যায় ততোবারই সে কানকে বলে যে এখনো সে বেঁচে আছে।

ওকোনকুয়ো পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলা তার দরজার ধাক্কার শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়।

সে ক্রুদ্ধ গলায় গর্জে উঠল, "কে?" সে জানে এটা নিশ্চয়ই ইকওয়েফি। তার তিন স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র ইকওয়েফিরই তার দরজায় এভাবে ধাক্কা দেবার সাহস আছে।

ইকওয়েফির গলা শোনা গেল, "ইজিনমা মরে যাচ্ছে।" তার জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল ট্র্যাজেডি ও দুঃখবেদনায় পূর্ণ ছিল ওই শব্দ তিনটি।

ওকোনকুয়ো এক লাফে শয্যা ত্যাগ করে, দরজার হুড়কা খুলে ছুটে ইকওয়েফির কুটিরে গেল।

ইজিনমার মা একটা বড়ো আগুনের কুণ্ড বানিয়েছে, সারা রাত সে ওটা প্রজ্বলিত রেখেছে, আর ইজিনমা ওই অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা মাদুরে শুয়ে হি হি করে কাঁপছে।

ওকোনকুয়ো বলল, "এটা 'আইবা'র আক্রমণ। 'আইবা'র ওষুধ তৈরি করতে হয় এক জাতীয় গাছের ছাল, পাতা আর ঘাস দিয়ে।" ওকোনকুয়ো সেসব সংগ্রহের জন্য তার কুঠার হাতে নিয়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে দ্রুত ছুটে গেল।

ইকওয়েফি হাঁটু মুড়ে তার রোগাক্রান্ত সন্তানের পাশে বসে থাকে, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মেয়ের ভেজা আগুনের মতো গরম কপালে হাত বুলায়।

ইজিনমা ছিল তার একমাত্র সন্তান, তার মায়ের সমস্ত জগতের কেন্দ্রবিন্দু। মা কী রাঁধবে বেশির ভাগ সময় ইজিনমাই সেটা ঠিক করে দিত। ছোটদের কদাচিৎ ডিম খেতে দেয়া হতো, ডিম খেলে নাকি চুরি করার প্রবণতা জেগে ওঠে, কিন্তু ইকওয়েফি ইজিনমাকে ডিম খেতে দিত। একদিন ইজিনমা যখন একটা ডিম খাচ্ছিল তখন ওকোনকুয়ো অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের কুটির থেকে ওদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইকওয়েফিকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে বলে দিল যে এরপর যদি সে আর একদিন তার মেয়েকে ডিম খেতে দেয় তখন সে ইকওয়েফিকে ভীষণ প্রহার করবে। কিন্তু ইকওয়েফির পক্ষে ইনিজমার কোনো অনুরোধ উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব। বাবার তিরস্কারের পর ডিমের প্রতি তার আগ্রহ যেন আরো বেড়ে যায়। তখন লুকিয়ে লুকিয়ে ডিম খাওয়া তার জন্য বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ওর মা এই সময় তাকে নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত।

ইজিনমা অন্য ছেলেমেয়েদের মতো তার মাকে 'ন্নি' ডাকত না। তার বাবা এবং অন্য বড়োরা তাকে যেভাবে নাম ধরে ইকওয়েফি ডাকত সে ওইভাবে মাকে ডাকত। তাদের দুজনের সম্পর্ক মা-মেয়ের চাইতে বেশি ছিল। অনেকখানি সমপর্যায়ের বন্ধুর মতো ছিল তাদের সম্পর্ক। শোবার ঘরে বসে ডিম খাওয়ার মতো ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ওই সম্পর্ক আরো জোরালো হয়।

ইকওয়েফি জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। সে দশটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তাদের মধ্যে নয় জনই শিশু অবস্থাতে মৃত্যুবরণ করেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণত তিন বছর বয়স হবার আগেই। সে একের পর সন্তানকে কবর দিয়েছে, আর তার দুঃখ ও বেদনা প্রথমে হতাশায় এবং পরে নির্মম প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছে। সন্তানের জন্মদান, যা একটি নারীর সর্বোচ্চ গৌরবের ব্যাপার হওয়ার কথা, ইকেওয়েফের জন্য হয়ে ওঠে প্রতিশ্রুতিহীন একটা নিছক শারীরিক যন্ত্রণার বিষয়। তিন হাট-দিবসের পর শিশুর নামকরণ একটা শূন্যগর্ভ আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। তার ক্রমবর্ধমান হতাশা ওই সব নামকরণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়। একটি সন্তানের করুণ নাম দেয়া হয় ওনউমবিকো– "মৃত্যু, আমি তোমাকে মিনতি করছি।" কিন্তু মৃত্যু তাতে কর্ণপাত করে না। পনেরো মাস বয়সের সময় ওনউমবিকো মারা যায়। পরের সন্তান হলো একটি মেয়ে, ওজোইমিনা, 'আবার যেন না ঘটে।' মেয়েটি মারা গেল তার এগারো মাস বয়সে। তারপর আরো দুটি সন্তান আসে এবং মৃত্যুবরণ করে। স্পর্ধা এবং অবজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে ইকওয়েফি এবার ওই সন্তানের নামকরণ করল ওনউমা– 'মৃত্যু তার যা খুশি তাই করতে পারে।' মৃত্যু তাই করে।

ইকওয়েফির দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যুর পর ওকোনকুয়ো গোলমালটা কোথায় জানার জন্য এক বৈদ্যের কাছে গিয়েছিল। বৈদ্য আফা দৈববাণীর ভবিষ্যদ্বক্তাও ছিল। সে তাকে জানায় যে ওই সন্তান ছিল 'ওগবানজে', সেই সব দুষ্ট ছেলেমেয়েদের একজন যারা তাদের মৃত্যুর পর পুনর্জন্মগ্রহণের জন্য তাদের জননীর গর্ভে গিয়ে প্রবেশ করে।

বৈদ্য বলে, "তোমার স্ত্রী আবার গর্ভবতী হলে তাকে তার নিজের ঘরে ঘুমাতে দিও না। তাকে তার মা-বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। তাহলে সে তার দুষ্ট যন্ত্রণাদাতার হাত থেকে সুকৌশলে পালাতে পারবে এবং জীবন ও মৃত্যুর অশুভ চক্রটি ভাঙতে সক্ষম হবে।"

ইকওয়েফি সে নির্দেশ পালন করে। গর্ভ সঞ্চার হতেই সে তার মায়ের কাছে থাকার জন্য অন্য এক গ্রামে চলে যায়। সেখানে জন্মগ্রহণ করে তার তৃতীয় সন্তান। আট দিনের দিন তার খৎনা হয়। নামকরণ অনুষ্ঠানের যখন তিন দিন বাকি তখন সে ওকোনকুয়োর ওখানে ফিরে আসে। ছেলেটির নামকরণ করা হয় ওনউমবিকো।

মৃত্যুর পর ওনউমবিকোকে প্রথাসম্মতভাবে কবর দেয়া হয় নি। ওকোনকুয়ো সেই সময় আরেকজন বৈদ্য ডেকে এনেছিল। 'ওগবানজে' ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে তার প্রভূত জ্ঞানের জন্য সে ছিল বিখ্যাত। ওকাগবুয়ে ইউইয়ানওয়া নামের ওই বৈদ্য ছিল আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘদেহী, ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, কেশহীন মাথা। হাল্কা গায়ের রঙ, চোখদুটি লাল, অগ্নিবর্ষী। কেউ পরামর্শ নিতে আসলে সে আগন্তুকের কথা শুনতে শুনতে নিজের দাঁত কিড়মিড় করত। সে মৃত শিশুটি সম্পর্কে ওকোনকুয়োকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল। যেসব প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গ শিশুটির মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এসেছিল তারা সবাই বৈদ্য ওকাগবুয়ের চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিল।

ওকাগবুয়ে জানতে চায়, "কোন হাটদিবসে ও জন্মেছিল?"

ওকোনকুয়ো বলল, " 'ওই'।"

"আর মারা গেছে আজ সকালে?"

ওকোনকুয়ো বলল, "হ্যাঁ," আর তখনই সবাই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করল যে শিশুটি যে হাটদিবসে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই হাটদিবসেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গও যোগাযোগটি লক্ষ করে এবং বলে যে এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বৈদ্য এবার প্রশ্ন করল, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি কোথায় রাত্রি যাপন করো, তোমার 'ওবি'-তে, নাকি ওর ঘরে?"

"ওর ঘরে।"

"ভবিষ্যতে তুমি ওকে তোমার 'ওবি'তে ডেকে আনবে।"

বৈদ্য তখন নির্দেশ দেয় যে মৃত শিশুর জন্য কোনো শোক-অনুষ্ঠান হবে না। তারপর সে তার বাঁ কাঁধে ঝোলানো ছাগচর্মের ঝোলা থেকে একটা ধারাল ক্ষুর বের করে এনে মৃত শিশুর কিছু অঙ্গ কাটতে শুরু করে। তারপর সে শিশুটির পায়ের গোড়ালি ধরে টানতে টানতে তাকে 'অশুভ অরণ্য'-এ সমাধিস্থ করার জন্য নিয়ে যায়। এই রকম কঠিন আচরণের পর আবার ফিরে আসার আগে সে দু'বার চিন্তা করবে, যদি না সে অত্যন্ত বেপরোয়া, শিশুদের মতো হয় যারা তাদের অঙ্গহানির চিহ্ন নিয়ে, যেমন একটা আঙুল কম অথবা বৈদ্য যেখানে তার ক্ষুর দিয়ে কেটেছিল সেখানে একটা কালো রেখা, ফিরে আসে।

ওনউমবিকোর মৃত্যুর সময় ইকওয়েফি অত্যন্ত তিক্ত এক নারীতে পরিণত হয়েছিল। তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী ইতিমধ্যে তিনটি পুত্রসন্তানের জননী হয়েছে, তারা সবাই বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান।

দুই ছেলের পর তার তৃতীয় ছেলে জন্ম নিলে ওকোনকুয়ো তার জন্য, প্রথানুযায়ী, একটা ছাগল জবাই করেছিল। ওই স্ত্রীর জন্য ইকওয়েফির মনে শুভেচ্ছা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু সে তার নিজের 'চি' সম্পর্কে এত তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে, অন্যরা তাদের সৌভাগ্যে যে আনন্দ উল্লাস করে তাতে যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে সে সক্ষম হয় না। আর তাই, ন্ওইর মা যে দিন তার তিন পুত্রের জন্ম উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া ও গান-বাজনার আয়োজন করে সেদিন হাস্যোজ্জ্বল ওই মানুষদের মধ্যে একমাত্র ইকওয়েফিই মুখ কালো করে ঘুরে বেড়ায়। স্বামীদের স্ত্রীরা এই রকম ক্ষেত্রে যা মনে করে থাকে ওকোনকুয়োর স্ত্রী ন্ওইর মাও তাই মনে করে। সে মনে করে যে ইকওয়েফি পরশ্রীকাতর। কেমন করে সে জানবে যে ইকওয়েফির তিক্ততা অন্যদের দিকে বাইরে প্রবাহিত হয় না, তা প্রবাহিত হয় ভেতর পানে তার নিজের আত্মার দিকে? অপরের সৌভাগ্যের জন্য সে তাদের দোষ দেয় না, সে দোষ দেয় তার নিজের অশুভ 'চি' কে, যে 'চি' তাকে কোনো সৌভাগ্যই দান করে নি।

অবশেষে ইজিনমা জন্ম নেয়। প্রায়ই রোগে ভুগলেও, মনে হয়, সে বেঁচে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রথমে ইকওয়েফি, অন্যদের ক্ষেত্রে কেমন করেছিল তেমনিভাবে, নিষ্প্রাণ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তাকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যখন সে তার চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে তখন তার মায়ের হৃদয়ে আবার স্নেহমমতাভালোবাসা ফিরে আসে, আর সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও। সে মেয়েকে দুধ খাইয়ে এবং অন্যান্য যত্ন নিয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার জন্য মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। সে এর জন্য পুরস্কৃতও হয়। মাঝে মাঝে ইজিনমার মধ্যে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে, তখন সে তাজা তাড়ির মতো টগবগ করে ফুটতে থাকে। ওই সব সময়ে তাকে সর্ববিপদমুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু তারপরই হঠাৎ তার শরীর আবার খারাপ হয়ে যায়। সবাই জানে যে এটাই 'ওগবানজে' শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি, আর ইজিনমা যে একটি 'ওগবানজে' তাও ছিল সকলের জানা। কিন্তু সে এতদিন বেঁচে থাকার কারণে অনেকে মনে করে যে এবার সে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জাতীয় শিশুরা অনেক সময় জন্ম-মৃত্যুর ক্রমাগত অশুভ বৃত্তে ধৃত হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং তাদের মায়ের প্রতি করুণাবসত থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিত। ইকওয়েফির অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল যে ইনজিমা থাকার জন্য এসেছে। ইকওয়েফি এটা বিশ্বাস করে কারণ একমাত্র এই বিশ্বাসই তার জীবনের মধ্যে একটা অর্থ এনে দেয়। আর এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যখন বছর খানেক আগে এক বৈদ্য ইজিনমার "ইইয়ি-উওয়া", তার বিশেষ পাথরটি, খুঁজে পেয়ে খুঁড়ে বের করে আনে। তখন সকলেই বুঝতে পারে ইনিজমা বাঁচবে, কারণ 'ওগবানজে'-র জগতের সঙ্গে তার বন্ধন এবার ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়ের জন্য ইকওয়েফির দুশ্চিন্তা ছিল এতই গভীর ও প্রবল যে সে তার মন থেকে সকল ভয় পুরোপুরি দূর করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর, যদিও সে বিশ্বাস করে যে মাটির ভেতর থেকে খুঁড়ে বের করে "ইউয়ি-উওয়া"-টি অকপট ও নির্ভেজাল, তবুও একটা আশঙ্কা সে উড়িয়ে দিতে পারে না। মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুষ্টু ও অশুভ শিশুরা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কপট ও মিথ্যা পাথর খুঁড়ে বের করে আনে।

কিন্তু ইজিনমার "ইইয়ি-উওয়া"-কে খাঁটি বলেই মনে হয়েছিল। সেটা ছিল অত্যন্ত নোংরা ন্যাকড়ায় মোড়া একটা সুমসৃণ শিলাখণ্ড। এটা খুঁড়ে বের করেছিল সেই ওকাবগবুয়ে যে এই সব বিষয়ে তার প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য সমগ্র গোত্রের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। প্রথম দিকে ইজিনমা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় নি। তবে সেটা ছিল প্রত্যাশিত। কোনো "ওগবানজে"-ই সহজে তার গোপন রহস্য প্রকাশ করে না, কেউ কেউ কখনোই করে না, কারণ তারা মারা যায় খুবই অল্প বয়সে, তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবার মতো বয়স হবার আগেই।

ইজিনমা পাল্টা প্রশ্ন করে, "কোথায় তুমি তোমার 'ইইয়ি-উওয়া' কবর দিয়েছিলে?"

"তুমি জানো। তুমি সেটা এমন একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে রেখে দিয়েছ যেন তোমার মৃত্যুর পর তুমি ফিরে এসে তোমার মাকে আবার যন্ত্রণা দিতে পার।"

ইজিনমা তার মায়ের দিকে তাকায়। মায়ের বিষণ্ন মিনতিভরা চোখ ছিল তার উপর স্থির নিবদ্ধ।

ইজিনমার পাশে দাঁড়ানো ওকোনকুয়ো গর্জন করে ওঠে, "এই মুহূর্তে ওর প্রশ্নের উত্তর দাও!"

বৈদ্য ধীর প্রত্যয়ী কণ্ঠে ওকোনকুয়োকে বলল, "ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।" সে আবার ইজিনমার দিকে ফিরে বলল, "তুমি কোথায় তোমার 'ইইয়ি-উওয়া' কবর দিয়েছিলে?"

সে জবাব দিল, "যেখানে ওরা শিশুদের কবর দেয়।" নীরব দর্শকরা এবার নিজেদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন তোলে।

বৈদ্য বলল, "তাহলে আমার সঙ্গে চলো, আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দাও।"

ইজিনমা পথ দেখিয়ে চলে, জনতা চলে তার সঙ্গে। ইজিনমার ঠিক পেছনে ওকাগবুয়ে, তারপর ওকোনকুয়ো এবং তারপর ইকওয়েফি। বড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় পড়তেই ইজিনমা বাঁ দিকে মোড় নেয়, যেন সে জলাশয়ের দিকে যাবে।

বৈদ্য বলল, "শিশুদের যেখানে কবর দেয়া হয় তুমি তো সে জায়গার কথা বলেছিল।"

ইজিনমা বলল, "না"। সে যে নিজের গুরুত্ব বেশ বুঝতে পারছে তা তার দ্রুত ও প্রাণবন্ত পদচারণের মধ্যে ধরা পড়ে। মাঝে মাঝে সে ছুটে চলে, তারপরই হঠাৎ থামে। জনতা নীরবে তাকে অনুসরণ করে। মাথার উপর জলভর্তি পাত্র নিয়ে নদী থেকে প্রত্যাবর্তনরত নারী আর শিশুরা ওদের দেখে অবাক হয়ে ভাবে কী হচ্ছে, তারপর ওকাবগুয়েকে দেখে অনুমান করে যে 'ওগবানজে' সম্পর্কিত কিছু একটা ঘটছে। ওরা সবাই ইকওয়েফি এবং তার মেয়েকে ভালো করে চিনত।

বড়ো উদালা গাছের কাছে পৌঁছে ইজিনমা বাঁয়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে মোড় নেয়, আর জনতাও চলে তার পেছন পেছন। তার আকারের কারণে সে গাছগাছালি আর লতাপাতার মধ্য দিয়ে তার অনুসরণকারীদের চাইতে দ্রুততর বেগে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। শুকনো পাতা আর খড়কুটোর উপর পদধ্বনি আর গাছের শাখাপ্রশাখা পাশে ঠেলে সরিয়ে দেবার শব্দে ঝোপঝাড় প্রাণময় হয়ে ওঠে। ইজিনমা ক্রমেই ঝোপজঙ্গলের গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যায় আর জনতাও চলতে থাকে তার পেছন পেছন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সড়কের দিকে হাঁটতে শুরু করে। তাকে যাবার জন্য সবাই এক পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দেয়, তারপর আবার সারি বেঁধে একজনের পর একজন তাকে অনুসরণ করে।

ওকোনকুয়ো তাকে শাসিয়ে বলল, "তুমি যদি অনর্থক আমাদের এতখানি পথ হাঁটিয়ে এনে থাকো তাহলে আমি মার দিয়ে তোমার মাথায় কিছু বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেব।"

ওকাগবুয়ে বলল, "আমি আপনাকে বলেছি যে ওকে নিজের মতো চলতে দিন। এদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করতে হয় তা আমি জানি।"

ইজিনমা আবার বড়ো সড়কের উপর উঠে আসে, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়, তারপর ডান দিকে মোড় নেয়। তখন তারা আবার বাড়ি ফিরে আসে।

অবশেষে ইজিনমা তার বাবার 'ওবি'-র বাইরে এসে থামলে ওকাগবুয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার 'ইইয়ি-উওয়া'কে কোথায় কবর দিয়েছ তুমি?"

ইজিনমা বলল, "কমলা গাছটার কাছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকোনকুয়ো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে একটা শপথবাক্য উচ্চারণ করে বলল, "এ কথাটা আগে বলো নি কেন, আকালোগোলির বজ্জাত মেয়ে?"

বৈদ্য ওকোনকুয়োর কথায় কোনো কান না দিয়ে শান্ত গলায় ইজিনমাকে বলল, "এসো, আমাকে নির্ভুল জায়গাটা দেখিয়ে দাও।"

গাছের কাছে পৌঁছবার পর ইজিনমা বলল, "এইখানে।"

"আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখাও।"

ইজিনমা তার আঙুল দিয়ে মাটিতে একটা জায়গা স্পর্শ করে বলল, "ঠিক এইখানে।"

তার পাশে দাঁড়ানো ওকোনকুয়োর গলায় যেন বর্ষা ঋতুর বজ্রের গুড়গুড় ধ্বনি বেজে ওঠে।

ওকাগবুয়ে বলল, "আমাকে একটা নিড়ানি এনে দাও।"

ইকওয়েফি তাকে একটা নিড়ানি এনে দেয়। ওকাগবুয়ে ততক্ষণে তার ছাগচর্মের ঝোলা আর তার পরনের বড়ো কাপড়টা একপাশে সরিয়ে রেখেছিল। এখন তার পরনে একটা আন্ডারওয়্যার। একটা লম্বা সরু কাপড়ের টুকরা সে বেল্টের মতো করে তার কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, তারপর সেটা তার দুই পায়ের মধ্য দিয়ে এনে পেছন দিকে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। ইজিনমার দেখানো জায়গায় সে সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করে। প্রতিবেশীরা তার চারপাশে গোল হয়ে বসে গর্তটাকে ক্রমাগত গভীরতর হয়ে উঠতে দেখে। উপরিস্তরের কালচে মাটির জায়গায় এখন দেখা যায় উজ্জ্বল লাল মাটি, যে মাটি দিয়ে মেয়েরা তাদের ঘরের মেঝে আর দেয়াল ঘষে-মেজে সুন্দর করে। ওকাগবুয়ে নীরবে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে চলে, তার পিঠ ঘামে চকচক করে। ওকোনকুয়ো গর্তের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ওকাগবুয়েকে উঠে এসে বিশ্রাম নিতে বলল, এবার সে কিছুক্ষণ খুঁড়বে। কিন্তু ওকাগবুয়ে জানাল যে সে এখনো ক্লান্ত হয় নি।

ইকওয়েফি ইয়্যাম রান্না করার জন্য নিজের কুটিরে চলে যায়। তার স্বামী সচরাচর যতটা ইয়্যাম আনে আজ তার চাইতে বেশি এনে দিয়েছে। বৈদ্যকেও আজ খাওয়াতে হবে। ইজনিমা সব্জি তৈরিতে মাকে সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে যায়।

ইজনিমা বলল, "অনেক বেশি কাঁচা সব্জি নিয়েছ, মা।"

ইকওয়েফি মেয়েকে উদ্দেশ করে বলল, "তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে পাত্রটা ইয়্যামে ভর্তি? আর রান্নার পর এই পাতাগুলো ছোট হয়ে কত কমে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা তো তুমি জানো, জানো না?"

ইজনিমা এবার বলল, "জানি। সেজন্যই সাপ-টিকটিকিটা মাকে মেরে ফেলেছিল।"

"ঠিক।"

ইজিনমা বলল, "ও তার মাকে রান্না করার জন্য সাত ঝুড়ি সব্জি দিয়েছিল, রান্নার পর সেটা এসে দাঁড়িয়েছিল তিন ঝুড়িতে। তখন ও তার মাকে মেরে ফেলে।"

"গল্পটা ওখানেই শেষ নয় কিন্তু।"

"ও হোঃ। এখন আমার মনে পড়ছে। ও আবার সাত ঝুড়ি সব্জি আনে এবং এবার নিজে তা রান্না করে। এবারও আবার তা তিন ঝুড়িতে এসে দাঁড়ায়। আর তখন সে নিজেকে মেরে ফেলে।"

'ওবি'-র বাইরে ওকাগবুয়ে আর ওকোনকুয়ো ইজনিমা তার 'ইউয়ি-উওয়া' কোথায় কবর দিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পাবার জন্য গর্ত খুঁড়ে চলে। প্রতিবেশীরা চারপাশে গোল হয়ে বসে দেখতে থাকে। গর্ত এখন এত গভীর হয়েছে যে খননকারীকে ওরা আর দেখতে পায় না। যে লাল মাটি সে উপরে ছুড়ে ফেলছে শুধু তাই তাদের চোখে পড়ে। ওকোনকুয়োর ছেলে নওই সব কিছু খুব ভালো করে দেখতে চায়, তাই সে গর্তের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকাগবুয়ে খনন কাজ ওকোনকুয়োর হাত থেকে আবার এখন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। তার স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে সে নীরবে কাজ করে চলে। এখন প্রতিবেশীরা আর ওকোনকুয়োর স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ছোটরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে খেলাধুলা করে।

অকস্মাৎ ওকাগবুয়ে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা নিয়ে এক লাফে উপরে উঠে আসে। সে বলল, "খুব কাছে ওটা। আমি অনুভব করেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যারা বসেছিল তারা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ওকাগবুয়ে ওকোনকুয়োকে বলল, "আপনার স্ত্রী আর শিশুটিকে ডেকে পাঠান।" কিন্তু ইকওয়েফি আর ইজিনমা তার আগেই হট্টগোলের শব্দ শুনে ব্যাপার দেখবার জন্য ছুটে বাইরে চলে এসেছিল।

ওকাগবুয়ে আবার গর্তের ভেতরে নেমে যায়। চারপাশে এখন দর্শকবৃন্দের ভিড়। আরো কিছু মাটি তুলে ফেলার পর ওকাগবুয়ের নিড়ানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইইয়ি-উওয়া'-টির গায়ে আঘাত হানে। ওকাগবুয়া সতর্কতার সঙ্গে সেটা তুলে এনে উপরে ছুড়ে ফেলে। কয়েকজন রমণী ভয় পেয়ে ছুটে দূরে সরে যায়। কিন্তু একটু পরেই ওরা আবার ফিরে আসে। যথাযথ দূরত্ব থেকে এখন সবাই ন্যাকড়াটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওকাগবুয়ে গর্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, কোনো কথা না বলে, এমন কি দর্শকদের দিকেও একবারও দৃষ্টিপাত না করে তার ছাগচর্মের ঝোলার কাছে গিয়ে সেখান থেকে দুটো পাতা বের করে পাতা দুটি চিবুতে শুরু করে। সেটা গিলে ফেলার পর সে তার বাঁ হাত দিয়ে ন্যাকড়াটা ধরে তার বাঁধন খুলতে শুরু করে। আর তখন তার মধ্যে থেকে মসৃণ চকচকে শিলাখণ্ডটি বাইরে পড়ে যায়। ওকাগবুয়ে সেটা তার হাতে তুলে নেয়।

সে ইজিনমাকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি তোমার?"

ইজিনমা উত্তর দিল, "হ্যাঁ"। মেয়েরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কারণ ইকওয়েফির সকল কষ্ট এবার শেষ হলো।

এই সব কিছু তিন বছর আগের ঘটনা। তারপর থেকে ইজিনমা আর কোনো রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় নি। তারপর এখন হঠাৎ রাতে তার শরীরে ভীষণ কাঁপুনি দেখা দেয়। ইকওয়েফি তাকে আগুনের চুলির কাছে এনে মাদুর পেতে তাকে সেখানে শুইয়ে দিয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে। কিন্তু ইজিনমার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তার মা তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে, সারাক্ষণ হাত দিয়ে তার ভেজা আগুনের মতো গরম কপালে হাত বোলায়, হাজার বার তার জন্য প্রার্থনা করে। স্বামীর অন্য স্ত্রীরা ইকওয়েফিকে বলে যে এটা আর কিছু নয়, সাধারণ 'ইবা', কিন্তু ইকওয়েফির কানে সেকথা যায় না।

তার বাঁ কাঁধের উপর ঘাস, লতাপাতা, ঔষধি গাছের শিকড় এবং বাকলের একটা বড়ো বস্তা নিয়ে ওকোনকুয়ো ঝোপ থেকে ফিরে আসে। সে ইকওয়েফির কুটিরে গিয়ে তার কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে বলল, "আমাকে একটা পাত্র এনে দাও, আর মেয়েটা এখানে একা থাকুক।"

ইকওয়েফি পাত্র আনতে যায়। ওকোনকুয়ো তার বস্তা থেকে পরিমাণমতো লতাপাতা-শিকড়বাকল বের করে এনে কুচিকুচি করে কাটে। সেগুলো সে পাত্রের মধ্যে ফেলে দেয়, ইকওয়েফি সেখানে জল ঢালে।

গামলায় অর্ধেক পরিমাণ জল ঢালার পর ইকওয়েফি জিজ্ঞাসা করল, "হয়েছে?"

"অল্প আরেকটু... আরে, তুমি কি কালা নাকি? আমি বলেছি অল্প আরেকটু!" ওকোনকুয়ো ইকওয়েফির দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইকওয়েফি পাত্রটি আগুনের উপর চাপিয়ে দেয়। ওকোনকুয়ো তার কুঠার হাত তুলে নিয়ে নিজের 'ওবি'-তে ফিরে যায়। যেতে যেতে সে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল, "পাত্রটির দিকে সারাক্ষণ চোখ রাখবে, দেখবে যেন জল ফুটে উঠে বাইরে উপচে না পড়ে। তাহলে আর এর ক্ষমতা অটুট থাকবে না।" ওকোনকুয়ো নিজের কুটিরে চলে যায় আর ইকওয়েফি ওষুধের পাত্রটির প্রতি এমন সযত্ন মনোযোগ দেয় যেন সেটা নিজেই একটি রোগাক্রান্ত শিশু। তার দুচোখ ক্রমাগত ফুটন্ত পাত্র আর ইজিনমার মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

ওকোনকুয়োর যখন মনে হয় যে ঔষধটা ঠিকমতো জ্বাল দেয়া হয়েছে তখন সে ফিরে আসে, পাত্রের ভেতরটা দেখে, এবং তারপর বলে যে ঠিক হয়েছে।

সে ইকওয়েফিকে বলল, "ইজনিমার জন্য একটা নিচু টুল আর একটা মোটা মাদুর নিয়ে এসো।"

সে আগুনের উপর থেকে গামলাটা তুলে এনে টুলের সামনে রাখল। তারপর সে ইজিনমাকে জাগিয়ে, তাকে টুলে বসিয়ে, তার দুই পা বাষ্পপূর্ণ পাত্রটির দুপাশে ছড়িয়ে দিল। এরপর ওদের দুজনকেই মোটা মাদুরটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা ভীষণ জোরালো বাষ্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইজিনমা হাত-পা ছোড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে ধরে চেপে রাখা হয়। সে কাঁদতে শুরু করে।

অবশেষে মাদুর যখন সরানো হলো তখন দেখা গেল যে তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ইকওয়েফি একটা কাপড় দিয়ে তার গা মুছিয়ে দেয়। তখন সে একটা শুকনো মাদুরের উপর শোয় এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১০

সূর্যের উত্তাপ একটু কমে এলে এবং শরীরের উপর তার যন্ত্রনা নমনীয় হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের 'আইলো'-তে লোকজন ভিড় করে জমায়েত হতে শুরু করে। বেশির ভাগ সামাজিক উৎসবাদি এই সময়েই অনুষ্ঠিত হতো। তাই 'দুপুরের খাওয়ার পর উৎসব শুরু হবে' এই ঘোষণা দেয়া হলেও সবাই বুঝতো যে তার অনেক পরে, সূর্যের উত্তাপ কোমল হয়ে ওঠার পর, তা অনুষ্ঠিত হবে।

জনতা যেভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এই উৎসব মূলত পুরুষদের জন্য। অনেক নারী উপস্থিত থাকলেও তারা প্রান্তীয় অবস্থান নেয়, বহিরাগতদের মতো। খেতাবধারী এবং প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠরা নিজেদের টুলে বসে পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান শুরুর জন্য অপেক্ষা করে। তাদের সামনে এক সারি টুল দেখা যায়। সেখানে কেউ আসীন নয়। ওই রকম নয়টি টুল আছে। টুলগুলোর ওপাশে, সম্মানজনক দূরত্বে, দুই দলে বিভক্ত কয়েকজন লোককে দেখা যায়। তাদের মুখ প্রবীণদের দিকে ফেরানো। এক দলে আছে তিনজন পুরুষ। অন্য দলে তিনজন পুরুষ এবং একজন রমণী। রমণীটি হলো মগ্‌বাফো, তার সঙ্গের লোক তিনজন তার ভাই। অন্য দলে আছে তার স্বামী, উজোউলু, এবং উজোউলুর আত্মীয়রা। মন্‌বাফো এবং তার ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। শিল্পী তাদের মুখে ঔদ্ধত্যের রেখা এঁকে দিয়েছে। অন্যদিকে উজোউলু এবং তার আত্মীয়রা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ভঙ্গিটা ফিসফিস করার মতো হলেও বাস্তবে তারা কথা বলছিল অত্যন্ত উচ্চস্বরে। জনতার প্রত্যেকে কথা বলতে থাকে। সমস্ত জমায়েত হাট-বাজারের মতো হয়ে ওঠে। দূর থেকে এই গোলমালের ধ্বনি হাওয়ায় ভেসে আসে গুমগুম করে।

এক সময় একটা লোহার ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্য দিয়ে প্রত্যাশার একটা তরঙ্গ বয়ে যায়। সবাই 'ইগউয়ুগউয়ু' ভবনের দিকে তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘণ্টা বেজে চলে: গুম, গুম, গুম, গুম। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে খুব উঁচুমাত্রার একটা জোরাল বংশীধ্বনি। তারপরই শোনা গেল 'ইগউয়ুগউয়ু'দের কণ্ঠস্বর, সেই স্বর একেবারে কণ্ঠের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সেই স্বর ভীতিপ্রদ। ধ্বনির ওই তরঙ্গ মেয়ে ও শিশুদের গায়ে এসে ধাক্কা দেয়, পেছনে সরে যাবার জন্য একটা হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু তা ছিল সাময়িক। এমনিতেই তারা বেশ পেছনে দাঁড়িয়েছিল এবং কোনো 'ইগউয়ুগউয়ু' তাদের দিকে এগিয়ে এলে তাদের সামনে পালিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল।

আবার ঢোলের শব্দ হয়, আবার বাঁশি বাজে। 'ইগইয়ুগউয়ু' ভবনে এখন চরম হৈচৈ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। কাঁপা কাঁপা বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়: "অরু অয়িম ডি ডি ডি ডি ডেঈ!" সেই শব্দে আকাশ বাতাস পূর্ণ হয়ে যায়। এদের পূর্বপুরুষের আত্মারা মাটির ভেতর থেকে সদ্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে পরস্পরকে নিজেদের দুর্বোধ্য ভাষায় স্বাগত জানায়। 'ইগউয়ুগউয়ু' ভবনের মুখ অরণ্যের দিকে। জনতা শুধু তার পেছন দিকটা দেখতে পায়। বিশেষভাবে নির্বাচিত মেয়েরা নিয়মিত বিরতি দিয়ে ভবনটির দেয়ালে নানা রঙের নকশা ও ছবি অঙ্কন করে। এই মেয়েরা কখনোই ভবনের ভেতরটা দেখে নি। কোনো মেয়েই দেখে নি। পুরুষের তত্ত্বাবধানে তারা শুধু বাইরের দেয়ালগুলো ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে ও তার গায়ে ছবি আঁকে। ভেতরে কী আছে সে-সম্পর্কে তারা যদি কিছু কল্পনা করেও থাকে তাহলে সে-কল্পনাকে তারা নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখে। গোত্রের সব চাইতে শক্তিশালী এবং গোপন ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা সম্পর্কে কোনো মেয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন করে না।

"অরু অয়িম ডি ডি ডি ডি ডেঈ" ধ্বনি অন্ধকার রুদ্ধ কুটিরের মধ্যে আগুনের শিখার মতো চারিদিকে উড়ে বেড়ায়। গোত্রের পূর্বপুরুষদের আত্মারা এসে উপস্থিত হয়েছে। ধাতব ঘণ্টা এখন অব্যাহতভাবে বাজতে থাকে। বাঁশির তীক্ষ্ণ জোরাল সুর সকল নৈরাজ্যের উপর ভাসতে থাকে।

আর তারপর 'ইগউয়ুগইয়ু'রা এসে দেখা দেয়। মেয়েরা আর শিশুরা চিৎকার করে ছুটে পালায়। এটা ছিল সহজাত প্রতিক্রিয়া। কোনো 'ইগউয়ুগইয়ু'-কে দেখামাত্র মেয়েরা ছুটে পালিয়ে যায়। আর সেদিন যখন গোত্রের নয় জন সর্বশ্রেষ্ঠ মুখোশধারী আত্মা একসঙ্গে দেখা দেয় তখন তা হয়ে ওঠে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কজাগানিয়া দৃশ্য। ম্গ্বাফো পর্যন্ত পালাবার উপক্রম করে, তবে তার ভাইরা তাকে নিবৃত্ত করে।

নয় 'ইগউয়ুগইয়ু'-দের প্রত্যেকে গোত্রের একটি করে গ্রামের প্রতিনিধিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। তাদের নেতার নাম "অশুভ অরণ্য"। তার শাখার উপর থেকে ধুঁয়ো নির্গত হয়।

গোত্রের প্রথম পিতার নয় সন্তান গড়ে তোলে উমুওফিয়ার নয় গ্রাম। অশুভ অরণ্য প্রতিনিধিত্ব করে ইমেরু অথবা উরুর সন্তানদের। ইরু ছিল নয় পুত্রদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ।

তার তালপাতা মোড়া দু'বাহু হাওয়ায় নাড়াতে নাড়াতে প্রধান 'ইগউয়ুগইয়ু' চিৎকার করে উঠল, 'উমুওফিয়া ক্যুয়েনু!" গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠরা জবাব দিল, "ইয়াও!"

"উমুওফিয়া ক্যুয়েনু!"

"ইয়াও!"

"উমুওফিয়া ক্যুয়েনু!"

"ইয়াও!"

অশুভ অরণ্য এবার তার ঝনঝন করা লাঠির সূঁচলো প্রান্ত মাটির বুকে গেঁথে দিল। লাঠিটা তখন যেন একটা ধাতব জীবন লাভ করে সবেগে কাঁপতে আর ঝনঝন শব্দ করতে থাকে। অশুভ অরণ্য এর পর খালি টুলগুলোর প্রথমটিতে গিয়ে বসল এবং তারপর বাকি আটজন 'ইগউয়ুগইয়ু' জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে গিয়ে আসন গ্রহণ করল।

ওকোনকুয়োর স্ত্রীরা এবং হয়তো অন্য রমণীরাও, একটা জিনিস লক্ষ করে। দ্বিতীয় 'ইগউয়ুগইয়ু'র প্রাণবন্ত চঞ্চল হাঁটার ভঙ্গি একেবারে ওকোনকুয়োর মতো। তারা হয়তো আরো একটা জিনিস লক্ষ করে। 'ইগউয়ুগইয়ু'-দের সারির পেছনে যেখানে খেতাবধারী এবং প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠরা বসে ছিল ওকোনকুয়ো সেখানে নেই। কিন্তু তারা এসব জিনিস যদি ভেবেও থাকে তাহলেও তারা এগুলো নিজেদের মধ্যেই চাপা দিয়ে রাখে। প্রাণবন্ত চঞ্চল পদক্ষেপের 'ইগউয়ুগইয়ু' ছিল গোত্রের প্রয়াত পিতাদের একজন। তালপাতা মোড়া ধোঁয়া উদ্গীরণ করা দেহ নিয়ে তাকে ভয়ঙ্কর দেখায়। তার বিশাল কাঠের মুখ সাদা রঙে চিত্রিত, শুধু তার গোল গোল শূন্যগর্ভ চোখ দুটিতে কোনো রঙের ছোঁয়া নেই, আর তার কালো কালো দাঁতগুলো একটা মানুষের আঙুলের মতো বিশালাকার। তার মাথায় দুটি জবরদস্ত শিং।

'ইগউয়ুগইয়ু'রা সবাই আসন গ্রহণ করে। তাদের শরীরে যে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘণ্টা এবং ঝুমঝুমি বাঁধা ছিল তাদের শব্দ থেমে যায়। অশুভ অরণ্য তখন তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো দল দুটিকে লক্ষ করে কথা বলতে শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"উজোউলুর শরীর, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।" আত্মারা সব সময় মানুষদের শরীর বলে সম্বোধন করে। উজুউলু তার আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ নিচু হয়ে ডান হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে বলল, "আমাদের পিতা, আমার হাত ভূমি স্পর্শ করেছে।"

"উজোউলুর শরীর, তুমি কি আমাকে চেনো?"

"আমি কেমন করে আপনাকে চিনব, পিতা? আপনারা আমাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে।"

অশুভ অরণ্য তখন অন্য দলটির দিকে তাকিয়ে তিন ভাই-এর মধ্যে জ্যেষ্ঠতমকে সম্বোধন করে বলল, "ওডুকউইর শরীর, আমি তোমাকে সুসম্ভাষণ জানাই।" ওডুকউই নিচু হয়ে ভূমি স্পর্শ করল। এরপর শুনানি শুরু হলো।

উজোউলু সামনে এসে তার পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

"ওই যে মেয়েটি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, মগ্‌বাফো, ও আমার স্ত্রী। আমি আমার টাকা আর আমার ইয়্যাম দিয়ে ওকে বিয়ে করি। আমার কাছে আমার শ্যালকদের কোনো কিছু পাওনা নেই। আমার কাছ থেকে তাদের কোনো ইয়্যাম কিংবা কোকো-ইয়্যাম পাওনা নেই। একদিন সকালে ওরা তিনজন আমার বাড়িতে এসে আমাকে মারধর করে, তারপর আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায়। এটা ছিল বর্ষা ঋতুর সময়। আমার স্ত্রীর ফিরে আসার জন্য আমি ব্যর্থ প্রতীক্ষা করি। অবশেষে আমি একদিন আমার শ্যালকদের বাড়ি গিয়ে তাদের উদ্দেশ করে বলি, "তোমরা তোমাদের বোনকে নিয়ে এসেছ, আমি নিজে ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই নি। তোমরা নিজেরা তাকে নিয়ে এসেছ। গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী এখন ওর যৌতুকের টাকা তোমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। আমার কথার উত্তরে ওরা বলল যে এ বিষয়ে ওদের কিছু বলার নেই। তাই আমি এখন বিষয়টি গোত্রের পিতাদের কাছে নিয়ে এসেছি। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ হলো। আমি আপনাদের অভিবাদন করি।"

'ইগউয়ুগইয়ু'-দের নেতা বলল, "তোমার বক্তব্য ভালো। এবার ওডুকউইর বক্তব্য শোনা যাক। সেটাও ভালো হতে পারে।"

ওডুকউই ছিল বেঁটে এবং গাট্টাগোট্টা। সে সামনে এগিয়ে এসে আত্মাদের অভিবাদন করে তার কথা বলতে শুরু করল: "আমার ভগ্নিপতি বলেছে যে আমরা ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে মারধর করেছি এবং আমাদের বোন ও বোনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছি। এই সবই সত্য। ও আপনাদের বলেছে যে ও তার স্ত্রীর যৌতুকের টাকা ফেরত নেবার জন্য আমাদের বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে এবং আমরা ওকে সে টাকা দিতে অস্বীকার করি। এটাও সত্য। আমার ভগ্নিপতি, উজোউলু, একটা পশু। আমাদের বোন ওর সঙ্গে নয় বছর কাটিয়েছে। এই নয় বছরের মধ্যে আকাশের নিচে এমন একটি দিন যায় নি যেদিন সে ওকে প্রহার করে নি। আমরা ওদের দুজনের ঝগড়া মিটাবার জন্য অসংখ্যবার চেষ্টা করেছি, আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখেছি যে দোষটা উজোউলুর..."

উজোউলু চেঁচিয়ে ওঠে, "মিথ্যা কথা!"

ওডুকউই বলতে থাকে, "দু'বছর আগে আমাদের বোন যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন ও তাকে বেদম প্রহার করে এবং তার গর্ভপাত হয়।"

"মিথ্যা কথা। ও তার প্রেমিকের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে যায়, তখন তার গর্ভপাত হয়।"

অশুভ অরণ্য তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "উজোউলুর শরীর, আমি তোমাকে অভিবাদন করি। কোন প্রেমিক এক অন্তঃসত্ত্বা রমণীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে চায়?" জনতার মধ্য থেকে অনুমোদনের উচ্চ গুঞ্জন ওঠে। উডুউই বলে চলে, "গত বছর আমার বোন যখন অসুখ থেকে সেরে উঠেছিল তখন সে ওকে আবার প্রচণ্ড প্রহার করে। প্রতিবেশীরা গিয়ে ওকে না রক্ষা করলে সেদিন উজোউলু ওকে মেরে ফেলত। আমরা একথা শুনতে পাই এবং তখন আপনি যেমন শুনেছেন আমরা সেই রকম কাজ করেছি। উমুওফিয়ার বিধান অনুযায়ী কোনো মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গেলে স্বামীকে যৌতুকের টাকা ফেরত দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ও পালিয়ে আসে আত্মরক্ষা করার জন্য। ওর দুই সন্তানের দাবিদার উজোউলু, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওরা এখনো খুব ছোট। মাকে ছাড়া ওরা থাকতে পারবে না। অন্য দিকে, উজোউলু যদি তার পাগলামি থেকে আরোগ্য লাভ করে এবং ভদ্রভাবে এসে তার স্ত্রীকে ফিরে যেতে অনুরোধ করে তাহলে ও ফিরে যাবে, কিন্তু এই শর্তে যে আর কখনো ওকে মারধর করবে না, যদি করে তাহলে আমরা ওর যৌনাঙ্গ কেটে ফেলব।"

জনতা হো হো করে হেসে ওঠে। অশুভ অরণ্য উঠে দাঁড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তার মাথার উপর থেকে অব্যাহতভাবে ধোঁয়া উঠতে থাকে। সে আবার আসন গ্রহণ করে, তারপর দুজন সাক্ষীকে ডাকে। ওরা উভয়েই ছিল উজোউলুর প্রতিবেশী। তারা মারধরের কথা স্বীকার করে। অশুভ অরণ্য তখন উঠে দাঁড়িয়ে তার লাঠি বের করে সেটা আবার মাটিতে প্রোথিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল। সে মেয়েদের দিকে কয়েক পা ছুটে গেলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে নিজেদের জায়গায় দাঁড়ায়। নয় 'ইগউয়ুগইয়ু' তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য তাদের বাড়িতে ফিরে যায়। অনেকক্ষণ তাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তারপর ধাতব ঘণ্টাটি বেজে ওঠে, আর বাঁশির শব্দ শোনা যায়। 'ইগউয়ুগইয়ু'-রা আবার তাদের ভূগর্ভস্থ বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। তারা পরস্পরকে অভিবাদন করে এবং পুনর্বার 'আইলো'-তে গিয়ে উপস্থিত হয়।

"উমুওফিয়া ক্যুয়েনো!" প্রবীণ এবং অভিজাতবর্গের দিকে তাকিয়ে অশুভ অরণ্য গর্জে উঠল।

জনতাও বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "ইয়া!" তারপর আকাশ থেকে নীরবতা নেমে এসে সব গোলমাল গিলে ফেলল।

এবার অশুভ অরণ্য কথা বলতে শুরু করে। সবাই চুপ করে তার কথা শোনে। অন্য আট 'ইগউয়ুগইয়ু' মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে থাকে।

অশুভ অরণ্য বলল, "আমরা উভয় পক্ষের কথা শুনেছি। কাউকে দোষ দেয়া কিংবা কারো প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য নয়। আমাদের কর্তব্য হলো বিরোধের নিষ্পত্তি করা।" সে উজোউলুর লোকজনের দিকে তাকিয়ে, সামান্য একটু বিরতি দিয়ে, জিজ্ঞাসা করল, "উজোউলুর শরীর, তুমি কি আমাকে চেনো?"

"আমি কেমন করে আপনাকে চিনব, পিতা? আপনি আমাদের জ্ঞানের সীমানার ঊর্ধ্বে।"

উজোউলুর উত্তর শুনে অশুভ অরণ্য বলল, "আমি অশুভ অরণ্য। একজন মানুষের জীবন যেদিন মধুরতম সেদিন আমি তাকে হত্যা করি।"

উজোউলু উত্তর দিল, "একথা সত্য।"

অশুভ অরণ্য বলল, "উজোউলু, তোমার শ্যালকদের বাড়িতে এক পাত্র সুরা নিয়ে যাও এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে ফিরে আসতে অনুরোধ করো। কোনো নারীর গায়ে হাত তোলার মধ্যে সাহসিকতা নেই।" সে এবার ওডুকউইর দিকে তাকায় এবং অল্প একটু বিরতি দিয়ে বলে, "ওডুকউইর শরীর, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।"

ওডুকউই জবাব দিল, "আমার হাত ভূমির উপর।"

"তুমি কি আমাকে চেনো?"

ওডুকউই জবাব দিল, "কোনো মানুষের পক্ষে তোমাকে চেনা সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়।"

"আমি অশুভ অরণ্য। আমি সেই শুকনো মাংস, যা মুখকে পূর্ণ করে দেয়। আমি সেই অগ্নি, যা জ্বালানি কাঠ ছাড়া জ্বলে ওঠে। তোমার ভগ্নিপতি যদি তোমাদের জন্য সুরা নিয়ে আসে তাহলে তোমাদের বোনকে তার সঙ্গে যেতে দিও। আমি তোমাকে অভিবাদন করি।" সে মাটির ভেতর থেকে টান দিয়ে তার লাঠি তুলে এনে তার নিজের জায়গায় ঢুকিয়ে রাখল।

"উমুওফিয়া ক্যুয়েনু," সে গর্জে উঠল, জনতাও বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিল।

একজন প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ আরেকজনকে বলল, "আমি বুঝতে পারি না এইরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেন 'ইগউয়ুগইয়ু'-দের কাছে আসতে হবে?"

অপর জন উত্তর দিল, "উজোউলু কী প্রকৃতির লোক তা কি তুমি জানো না? অন্য কারো সিদ্ধান্ত সে মেনে নিত না।"

ওরা যখন কথা বলে তখন প্রথম দল দু'টির জায়গায় অন্য দুটি দল এসে তাদের অবস্থান নেয়। তারপর শুরু হলো জমি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১১

রাত্রি এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। প্রতি রাতেই চাঁদ ক্রমান্বয়ে দেরিতে ওঠে এবং এখন তার দেখা পাওয়া যায় প্রায় ঊষা লগ্নে। আর যখনই রাত সাঁঝবেলাকে পরিত্যাগ করে মোরগ-ডাকা প্রত্যুষে উদয় হয় তখন রাতগুলো হয়ে ওঠে কাঠ-কয়লার মতো কালো।

ইয়্যাম ফু-ফু আর পাতার তেতো স্যুপ দিয়ে নৈশাহার শেষ করার পর ইজিনমা আর তার মা তাদের ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছিল। তাল-তেলের একটা প্রদীপ হলদেটে আলো ছড়াচ্ছিল। ওই আলো ব্যতীত আহারপর্ব সমাধা করা ছিল সাধ্যাতীত, ওই রাতের গাঢ় অন্ধকারে নিজের মুখ কোথায় তা বোঝা অসম্ভব ছিল। ওকোনকুয়োর প্রাঙ্গণের চারটি কুটিরেই ওই রকম প্রদীপ জ্বলছিল, আর রাতের নিরেট বিশাল পুঞ্জের মধ্যে প্রতিটি কুটিরকে অন্য কুটির থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন হলুদ আবছা আলোর একটা কোমল আঁখি।

বিশ্ব চরাচর নীরব নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যায় পতঙ্গকুলের তীক্ষ্ণ ঝিঁঝিঁ শব্দ। সেটাও রাতেরই একটা অংশ। আর শোনা যায় ন্ওয়াইকির কাঠের উদুখলে নোড়া দিয়ে ফু-ফু গুঁড়ো করার শব্দ। ন্ওয়াইকির কুটির ছিল চারটি উঠানের পরে, আর তার দেরিতে রান্না করার কথা ছিল সবার সুবিদিত। পাড়া-প্রতিবেশীদের সবার কাছে তার উদুখল আর নোড়ার শব্দ ছিল বিশেষ পরিচিত। তাও ছিল রাতের একটা অংশ।

ওকোনকুয়ো তার স্ত্রীদের পাঠানো আহার্যের সদ্ব্যবহার করে এখন দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে। সে তার ঝোলা হাতড়ে তার নস্যির কৌটা বের করে আনল। তার বাঁ করতলের উপর কৌটাটা উপুড় করে ধরল সে কিন্তু কিছুই বেরুল না। ভেতরের তামাকটুকু নাড়া দেবার জন্য সে কৌটাটা তার হাঁটুর উপর ঠুকল। ওকোনকুয়োর নস্যি নিয়ে এই হাঙ্গামা সব সময় ঘটত। তার নস্যি বড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াতাড়ি স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়, তার মধ্যে ওই লোকটি বড়ো বেশি যবক্ষার মেশায়। ওকোনকুয়ো অনেক দিন ওর কাছ থেকে তার নস্যি কেনে নি। কী করে সুন্দরভাবে গুঁড়ো করে ভালো নস্যি বানাতে হয় সেটা জানে ইডিগো। কিন্তু কিছুদিন হলো ইডিগো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মহিলারা সবাই তাদের ছোট ছোট সন্তানদের লোক-কাহিনী শোনায়। তাদের কুটির থেকে নিচু কণ্ঠের স্বর, মাঝে মাঝে গানের ধ্বনি, ওকোনকুয়োর কানে ভেসে আসে। ইকওয়েফি যার আর মেয়ে ইজিনমা মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছিল। এবার ইকওয়েফির গল্প বলার পালা।

ইকওয়েফি শুরু করে। অনেক দিন আগে পক্ষীকুল আকাশের বুকে একটা ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়। পাখিরা ভীষণ খুশি হয়। তারা ওই বড়ো দিনটির জন্য তৈরি হতে শুরু করে। নিজেদের শরীর ওরা লাল ক্যাম কাঠের গুঁড়ো দিয়ে সুসজ্জিত করে, আর তার উপর 'উলি' দিয়ে নানা রকম সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকে।

কচ্ছপ এই সব প্রস্তুতি লক্ষ করে। এর অর্থ কী তা সে অল্প সময়ের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলে। পশু-পাখির জগতে এমন কোনো ঘটনা ঘটত না যা তার নজর এড়িয়ে যেত। আর ও ছিল অসম্ভব চতুর। সে যখনই আকাশের বুকে ওই বিশাল ভোজ অনুষ্ঠানের কথা শুনল তখনই তার জিভে জল এসে গেল। ওই সময় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, আর কচ্ছপ দুই চাঁদের কাল ব্যাপী পেট ভরে এক বেলাও খেতে পায় নি। শূন্য খোলের মধ্যে তার শরীর একটা কাঠির মতো ঝমঝম আওয়াজ তোলে। তাই সে এখন কীভাবে আকাশে উড়ে যাবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করে।

ইজিনমা বলল, "কিন্তু তার তো ডানা নেই।"

ইজিনমার মা বলল, ধৈর্য ধরো। সেটাই তো গল্প। কচ্ছপের ডানা ছিল না। কচ্ছপ তখন পাখিদের কাছে গিয়ে বলল তাকে যেন তাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দেয়া হয়।

পাখিরা বলল, আমরা তোমাকে খুব ভালো করে চিনি। তুমি ভীষণ চতুর আর অকৃতজ্ঞ। আমরা যদি তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিই তাহলে তুমি অচিরেই তোমার পেজোমি শুরু করবে।

কচ্ছপ বলল, তোমরা আমাকে চেনো না। আমি আর আগের মানুষ নেই। আমি বদলে গেছি। আমি এখন শিখেছি, যে অন্যের জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করে সে নিজেই তার শিকার হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কচ্ছপ খুব মধুর কথা বলতে জানত। অল্পক্ষণের মধ্যে সব পাখি একমত হলো যে কচ্ছপ এখন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে গেছে। তারা সবাই তাকে একটা করে পালক দিল আর কচ্ছপ সেগুলোর সাহায্যে দুটি ডানা তৈরি করে নিল।

অবশেষে সেই গুরুত্বপূর্ণ দিন উপস্থিত হলো। সকলের আগে কচ্ছপ সবার মিলিত হবার জায়গায় গিয়ে হাজির হলো। তারপর অন্য পাখিরা একত্র হয়ে সদলবলে একসঙ্গে যাত্রা শুরু করল। পাখিদের মধ্যে কচ্ছপ মহানন্দে উড়ে চলে, সারাক্ষণ সে কলকল করে কথা বলে। তার বাগ্মিতার বিবেচনায় পক্ষীকুল কচ্ছপকে তাদের মুখপাত্র নির্বাচন করে।

পাখিদের সঙ্গে উড়ে যেতে যেতে কচ্ছপ বলল, একটা কথা আমাদের কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না। মানুষ যখন এই রকম বিশাল ভোজে আমন্ত্রিত হয় তখন তারা সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য নতুন নাম গ্রহণ করে। আমাদের আতিথ্যকর্তারা নিশ্চয়ই আশা করবেন যে আমরা ওই প্রাচীন প্রথাকে সম্মান করব।

পাখিদের কেউ এই প্রথার কথা আগে শোনে নি, কিন্তু তারা জানত যে কচ্ছপের নানা দোষ থাকলেও সে দেশ-বিদেশ প্রচুর ভ্রমণ করেছে এবং নানা দেশের বিভিন্ন রীতি ও প্রথা তার ভালো করে জানা আছে। আর তাই পাখিরা প্রত্যেকে একটা করে নতুন নাম নিল। সকলের নাম নেয়া হয়ে গেলে কচ্ছপ তার নাম গ্রহণ করল। তার নাম হলো : 'তোমাদের সবাই।

তারপর দলটি আকাশে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়। তাদের দেখে আতিথ্যকর্তারা বিশেষ আনন্দিত হলো নানা বর্ণের পালকে সজ্জিত কচ্ছপ উঠে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দেয়। তার বাচনভঙ্গি এত সুন্দর ও তার বক্তব্য এত উদাত্ত হয় যে পাখিরা তাকে সঙ্গে আনার জন্য খুব খুশি হয়। তার সকল বক্তব্যে পক্ষীকুল মাথা দুলিয়ে তাদের অনুমোদন জানায়। আতিথ্যকর্তারা কচ্ছপকে পাখিদের রাজা বলে ধরে নেয়। অন্য পাখিদের চাইতে তাকে কিছুটা ভিন্ন রকম দেখাবার ফলেও তারা সহজেই অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে।

প্রথমে কোলাবাদাম দেয়া হলো, তা খাওয়া হলো, তারপর আকাশের অধিবাসীরা তাদের অতিথিদের সামনে এমন রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য পরিবেশন করল যা কচ্ছপ তার সারা জীবনে দেখে নি, স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করে নি। উনুনের উপর থেকে স্যুপ নিয়ে আসা হয়, যে পাত্রে গরম করা হয়েছে সেই পাত্রেই তা পরিবেশিত হয়। স্যুপে অনেক মাছ আর মাংস দেখা যায়। কচ্ছপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সশব্দে তার নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকতে থাকে। গুঁড়ো করা ইয়্যাম এবং তাজা মাছ আর তালের তেল দিয়ে রান্না করা ইয়্যামের ঝোলও পরিবেশিত হয়। তাছাড়া দেখা যায় তাড়ির পাত্র। অতিথিদের সামনে সব খাবার সাজিয়ে দেবার পর আকাশের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে একজন এসে প্রতিটি পাত্রের খাবার চেখে দেখে। তারপর সে পাখিদের খাদ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। এই সময় কচ্ছপ লাফ দিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল, "ভোজ অনুষ্ঠানের জন্য এইসব খাবার আপনারা কার জন্য প্রস্তুত করেছেন?"

লোকটি জবাব দিল, "তোমাদের সবাইর জন্য।"

কচ্ছপ পাখিদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমার নাম 'তোমাদের সবাই।' এখানে প্রথা হলো মুখপাত্রকে সর্বাগ্রে খেতে দিতে হয়, তারপর অন্যরা। আমার খাওয়া শেষ হলে তোমাদের খাবার দেয়া হবে।"

কচ্ছপ খেতে শুরু করে। পাখিরা রাগে গজগজ করতে থাকে। আকাশের বাসিন্দারা মনে মনে ভাবল সকল খাবার রাজাকে দেয়াই বোধ হয় এদের রীতি। কচ্ছপ খাদ্যদ্রব্যের সিংহভাগ উদরস্থ করার পর দুই পাত্র তাড়ি পান করল। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার পর তার খোলার মধ্যে তার শরীর ভরে যায়।

যে সামান্য খাদ্য অবশিষ্ট ছিল তা খাবার জন্য পাখিরা তার চারপাশে ঘিরে বসে। কচ্ছপ মেঝেতে সর্বত্র যেসব হাড়গোড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছিল সেগুলো কিছু কিছু খুঁটে খুঁটে খায় তারা। কেউ কেউ এত রেগে গিয়েছিল যে তারা কিছুই মুখে দেয় না। তারা খালি পেটেই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু যাবার আগে তারা প্রত্যেকে কচ্ছপকে যে পালক ধার দিয়েছিল তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এখন খাদ্য আর পানীয়ে পূর্ণ কচ্ছপ তার শক্ত খোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু উড়ে উড়ে বাড়ি ফেরার জন্য তার কোনো ডানা নেই। সে তার স্ত্রীর কাছে একটা বার্তা নিয়ে যেতে পাখিদের বলে কিন্তু সবাই তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তোতাপাখি, যে সবার চাইতে বেশি রেগে গিয়েছিল এবং প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সেই হঠাৎ তার বার্তা নিয়ে যেতে রাজি হলো।

কচ্ছপ বলল, আমার স্ত্রীকে বলবে সে যেন আমার বাড়ির সব নরম জিনিসগুলো নিয়ে এসে মাঠের উপর বিছিয়ে দেয়, এবং তখন বড়ো কোনো বিপদ ঘটার আশঙ্কা ছাড়াই আমি আকাশ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোতাপাখি তার এই বার্তা পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তারপর উড়াল দেয়, কিন্তু কচ্ছপের বাড়ি পৌঁছে সে তার স্ত্রীকে নরম জিনিসের পরিবর্তে বাড়ির শক্ত জিনিসগুলো বাইরে এনে বিছিয়ে দিতে বলে। তখন স্ত্রী তার স্বামীর কোদাল, কুঠার, বর্শা, বন্দুক, এমনকি তার কামান পর্যন্ত বাইরে বয়ে নিয়ে আসে। কচ্ছপ আকাশ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে তার স্ত্রীকে জিনিসপত্র বাইরে নিয়ে আসতে দেখে, কিন্তু এত দূর থেকে সেগুলো কী তা চিনতে পারে না। যখন তার মনে হলো যে সব ঠিকমতো প্রস্তুত হয়েছে তখন সে লাফ দিল। সে পড়তে থাকে, পড়তে থাকে, পড়তে থাকে, তার ভয় হয় এই পতন বুঝি আর থামবে না। আর তখনই কামানের মতো গর্জন করে সে মাঠের বুকে আছড়ে পড়ল।

ইজিনমা জিজ্ঞাসা করল, ও কি মরে যায়?

ইকওয়েফি বলল, না মরে নি কিন্তু তার খোল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব বড়ো একজন বৈদ্য ছিল। কচ্ছপের স্ত্রী তাকে ডেকে পাঠায়। বৈদ্য কচ্ছপের ভাঙা খোলের টুকরোগুলো জড়ো করে কোনো রকমে একসঙ্গে লাগিয়ে দেয়। সে জন্যই তার খোল আর মসৃণ নয়।

ইজিনমা মন্তব্য করল, এই গল্পে কোনো গান নেই।

ইকওয়েফি বলল, না, তা নেই। আমি আরেকটা গল্প মনে করব, সেখানে গান থাকবে, কিন্তু এবার তোমার পালা।

ইজিনমা শুরু করে, একদা কচ্ছপ আর বেড়াল ইয়্যামের বিরুদ্ধে কুস্তি লড়তে গিয়েছিল– না, না, এটা শুরু নয়। একদা প্রাণীজগতে খুব বড়ো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সবাই রোগা হয়ে যায়, একমাত্র বেড়াল ছাড়া। সে দিব্যি মোটাসোটা থাকে, তার সারা শরীর চকচক করে, যেন কেউ সেখানে তেল মাখিয়ে দিয়েছে..."

গল্পের এই সময় একটা উচ্চকণ্ঠ তীক্ষ্ণ চিৎকার বাইরে রাত্রির নীরবতাকে খানখান করে ভেঙে দিতেই ইজিনমা চুপ করে যায়। আগবালার যাজিকা কিয়েলো ভবিষ্যদ্বাণী করছে। এটা অভিনব কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে তার দেবতা কিয়েলোর উপর ভর করে এবং তখন সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে। কিন্তু আজ রাতে সে সম্ভাষণ করছে ওকোনকুয়োকে এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী করছে তার উদ্দেশে। আর তাই তার পরিবারের সবাই মন দিয়ে যাজিকার কথা শুনছে। রূপকথার গল্প বলা বন্ধ হয়ে যায়।

"আগবালা ডু-উ-উ-উ-উ! আগবালা ইকেননিও-ও-ও-ও-ও!" ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিৎকার রাতের অন্ধকার নীরবতাকে ফালিফালি করে কেটে দেয়। "ওকোনকুয়ো! আগবালা ইকেনে গিও-ও-ও! আগবালা চোলু ইফু আদা ইয়া ইজিনমাও-ও-ও-ও!"

ইজিনমার নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ পাওয়া একটা পশুর মতো ইকওয়েফি নড়ে উঠে তার মাথা খাড়া করে। বুকের ভেতর তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করে ওঠে।

যাজিকা এবার ওকোনকুয়োর উঠানে এসে পৌঁছেছে। সে তার কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে ওকোনকুয়োর সঙ্গে কথা বলছে। বারবার সে বলতে থাকে যে আগবালা তার কন্যা ইজিনমাকে দেখতে চায়। ওকোনকুয়ো ওর কাছে মিনতি করে, ইজিনমা এখন ঘুমিয়ে আছে, ও যেন সকালে আসে। কিন্তু কিয়েলো তার কথায় কোনো কান দেয় না, সে চিৎকার করে বলতেই থাকে যে আগবালা তার মেয়েকে দেখতে চায়। তার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ধাতুর মতো বাজে। ওকোনকুয়োর স্ত্রী ও সন্তানরা নিজেদের কুটির থেকে তার কথা শুনতে পায়। ওকোনকুয়ো অনুনয় করে, তার মেয়ে সম্প্রতি রোগে ভুগেছে, এখন ঘুমাচ্ছে। ইকওয়েফি দ্রুত ইজিনমাকে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাদের উঁচু বাঁশের খাটে শুইয়ে দেয়।

যাজিকা হঠাৎ প্রচণ্ড তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে এবং ওকোনকুয়োকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, "সাবধান, ওকোনকুয়ো। আগবালার সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থেকো। দেবতা যখন কথা বলেন কোনো মানুষ কি তখন কথা বলে? সাবধান!"

সে ওকোনকুয়োর কুটিরের মধ্য দিয়ে বাইরের গোলাকার উঠানে বেরিয়ে আসে, তারপর সোজা ইকওয়েফির কুটিরের দিকে এগিয়ে যায়। ওকোনকুয়ো তাকে অনুসরণ করে।

যাজিকা ডেকে বলে, "ইকওয়েফি, আগবালা তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছে। তোমার মেয়ে ইজিনমা কোথায়? আগবালা তাকে দেখতে চায়।"

ইকওয়েফি তার বাঁ হাতে একটা তেলের প্রদীপ ধরে নিজের কুটির থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে হাল্কা বাতাস বইছিল, তাই সে ডান হাত দিয়ে প্রদীপের শিখাকে আড়াল করে রাখে। প্রদীপ হাতে নিয়ে নওইর মাও তার কুটির থেকে বেরিয়ে আসে। তার ছেলেমেয়েরা তাদের কুটিরের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওই বিচিত্র দৃশ্য দেখতে থাকে। ওকোনকুয়োর সব চাইতে ছোট বউও বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়।

ইকওয়েফি জিজ্ঞাসা করল, "আগবালা কোথায় ওকে দেখতে চান?"

যাজিকা উত্তর দেয়, "পর্বত আয় গুহায় তাঁর বাড়ি ছাড়া কোথায় আবার?"

ইকওয়েফি দৃঢ় দলায় বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

যাজিকা তাকে শাপ-শাপান্ত করে, "তুফিয়া-আ!" শুষ্ক মৌসুমে বজ্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো তার কণ্ঠস্বর যেন চিরে যায়। "নারী, কেমন করে তুমি স্বেচ্ছায় মহান আগবালার সামনে যাবার সাহস করছ? সাবধান, নারী, সাবধান হও, পাছে আগবালার ক্রোধ তোমাকে স্পর্শ করে। যাও, তোমার মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

ইকওয়েফি তার কুটিরে যায়, তারপর ইজিনমাকে নিয়ে আবার ফিরে আসে।

যাজিকা বলল, "এসো, আমার মেয়ে, আমি তোমাকে আমার পিঠে করে নিয়ে যাব। পথ যত দীর্ঘ হোক মায়ের পিঠে থাকলে শিশু তা টের পায় না।"

ইজিনমা কাঁদতে শুরু করে। কিয়েলোর কাছ থেকে 'আমার মেয়ে' সম্বোধন শুনতে সে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন হলুদ অর্ধালোকে এক ভিন্ন কিয়োলেকে সে দেখতে পায়।

যাজিকা বলল, "কেঁদো না, আমার মেয়ে, আগবালা হয়তো তোমার উপর রাগ করবেন।"

ইকওয়েফিও বলল, "কেঁদো না। উনি তোমাকে শিগগিরই ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। দাঁড়াও, পথে খাবার জন্য আমি তোমার সঙ্গে একটু মাছ দিচ্ছি।" সে আবার তার কুটিরে ফিরে যায়, তারপর ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া একটা ঝুড়ি নিয়ে ফিরে আসে। স্যুপ বানাবার জন্য শুঁটকি মাছ ও অন্যান্য মাল-মশলা সে ওই ঝুড়িতে রাখে। সে একটা মাছ ভেঙে দু'খণ্ড করে ইজিনমার হাতে দেয়। ইজিনমা তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে।

ইকওয়েফি তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "কিচ্ছু ভয় নেই, মা।" ইজিনমার মাথা জায়গায় জায়গায় কামানো, মাঝে মাঝে সুন্দর নকশা করা চুল। তারা আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। যাজিকা তার এক হাঁটু মুড়ে নিচু হয় আর ইজিনমা তখন তার পিঠে চড়ে বসে। তার বাঁ হাতের মুঠিতে সে তার মাছটা ধরে রাখে, তার দুচোখ অশ্রুজলে চিকচিক করে।

কিয়েলো আবার তার দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করে: "আগবালা ডু-উ-উ-উ! আগবালা ইকেনো-ও-ও-ও-ও!" সে দ্রুত ঘুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে ওকোনকুয়োর কুটিরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে, বেরুবার সময় নিজের মাথা খুব নিচু করে রাখে যেন ঘরের চালের প্রান্তভাগ তার মাথায় না লেগে যায়। ইজিনমা এখন জোরে জোরে তার মাকে ডাকতে এবং কাঁদতে শুরু করে। এক সময় ঘন অন্ধকারের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়।

ইকওয়েফি ওই বিলীয়মান শব্দের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একটা আকস্মিক এবং বিচিত্র দুর্বলতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাকে দেখে মনে হয় সে একটা মুরগি যার একমাত্র ছানাকে এইমাত্র চিল ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। ইজিনমার কণ্ঠস্বর এখন আর শোনা যায় না। কিয়েলো ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, এখন শুধু সেই শব্দ পাওয়া যায়।

ওকোনকুয়ো নিজের কুটিরের দিকে যেতে যেতে ইকওয়েফিকে লক্ষ্য করে বলল, "ওখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? দেখে মনে হয় তোমার মেয়েকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।"

ন্ওইর মা বলল, "দেখো, ও তোমার মেয়েকে শিগগিরই ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।" কিন্তু এই সব সান্ত্বনার বাণী ইকওয়েফির কানে পৌঁছায় না। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরই হঠাৎ মনস্থির করে ফেলে। দ্রুত ওকোনকুয়োর ঘর দিয়ে বেরিয়ে এসে সে বাইরের দিকে যায়।

ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি কিয়েলোর পেছন পেছন যাব," কথাটা বলেই সে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওকোনকুয়ো গলা ঝেড়ে পাশে রাখা ছাগচর্মের ঝোলা থেকে তার নস্যির কৌটাটা বের করে আনল।

যাজিকার কণ্ঠস্বর এর মধ্যে খুব ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। ইকওয়েফি তাড়াতাড়ি করে মূল পথে পৌঁছে, বাঁ দিকে, যাজিকার কণ্ঠস্বরের দিকে মোড় নিল। ওই অন্ধকারে তার চোখ ছিল অসহায়। কিন্তু বালুকাময় সরু পথের দু'পাশের শাখা-প্রশাখা, ঝোপঝাড় আর শুকনো পাতার সহায়তায় সে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে দৌড়াতে শুরু করে। দু'হাতে সে তার স্তন চেপে ধরে রাখে, যেন সরে গিয়ে তারা সশব্দে তার গায়ে না লাগে। উঁচু হয়ে ওঠা একটা শেকড়ের গায়ে তার বাঁ পা ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্ক তাকে ঘিরে ধরে। এটা একটা অশুভ সঙ্কেত। আরো জোরে দৌড়াতে শুরু করে সে। কিন্তু কিয়েলোর কণ্ঠস্বর এখনো অনেক দূরে। সেও কি দৌড়াচ্ছে? ইজিনমাকে পিঠে নিয়ে সে কেমন করে এত দ্রুত বেগে ছুটতে পারছে? রাত ঠাণ্ডা হলেও এভাবে ছোটার কারণে ইকওয়েফির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরম লাগতে শুরু করে। পথকে দেয়ালের মতো ঘিরে রাখা দুপাশের আগাছা আর লতাপাতার উপর ইকওয়েফি ক্রমাগত আছড়ে পড়ে। একবার সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। আর তখনই সে চমকে উঠে লক্ষ করে যে কিয়েলো এখন আর সুর করে তার মন্ত্রোচ্চারণ করছে না। ইকওয়েফির বুক ভীষণভাবে উথালপাতাল করে ওঠে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরই মাত্র কয়েক পা সামনে থেকে কিয়েলো আবার চিৎকার করতে শুরু করে। কিন্তু ইকওয়েফি তাকে দেখতে পায় না। তাকে দেখার চেষ্টায় সে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখে তারপর আবার, খুলল। কিন্তু কোনো ফল হলো না। চোখের সামনে এক হাতও সে দেখতে পায় না।

আকাশে মেঘ, কোনো তারা দেখা যায় না। নিজেদের ক্ষুদে সবুজ প্রদীপ জ্বালিয়ে জোনাকির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই আলো অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তোলে। কিয়েলোর চিৎকারের মধ্যবর্তী বিরতির সময় অরণ্যের কীটপতঙ্গের তীক্ষ্ণ গুঞ্জন রাতকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তারা আঁধারের মধ্যে নানারকম নক্‌শা বুনে দেয়।

"আগবালা ডু-উ-উ-উ! আগবালা ইকেনও ও-ও-ও!" ইকওয়েফি পা টেনে টেনে পেছন পেছন চলে, খুব বেশি কাছে যায় না, খুব বেশি পেছনেও পড়ে থাকে না। সে ভেবেছিল যে তারা পবিত্র গুহার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এখন, ধীরে ধীরে হাঁটার সময়, সে চিন্তা করার সময় পায়। গুহার কাছে পৌঁছবার পর কী করবে সে? ভেতরে প্রবেশ করবার সাহস তার হবে না। গুহার মুখের কাছে, অন্ধকারে একা, ওই ভয়ঙ্কর জায়গায় সে অপেক্ষা করবে। রাতের হাজারো আতঙ্কের কথা তার মনে জাগে। অনেক দিন আগের এক রাতের কথা তার মনে পড়ে। ওই রাতে সে "ওগবু-আগালি-ওডু"-কে দেখেছিল। সুদূর প্রাচীন কালে তাদের গোত্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য কিছু শক্তিশালী ওষুধ বানিয়েছিল এবং সে ওষুধ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ওই অশুভ জিনিসকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তা তারা ভুলে যায়। ওই অশুভ "ওগবু-আগালি-ওডু"-কে ইকওয়েফি একবার দেখেছিল। আজকের মতো এক রাতে সে তার মায়ের সঙ্গে নদী থেকে জল নিয়ে ফিরছিল তখন তারা দেখে যে একটা উজ্জ্বল আভা তাদের দিকে উড়ে আসছে। ওরা তাদের জলের পাত্র ছুড়ে ফেলে রাস্তার এক পাশে শুয়ে পড়েছিল, ভাবছিল যে ওই ভয়ঙ্কর অশুভ আলো এখনই তাদের উপর এসে পড়বে এবং তাদের মেরে ফেলবে। ইকওয়েফি ওই একবা-রই "ওগবু-আগালি-ওডু"-কে দেখেছিল। কিন্তু অনেক কালের আগের ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও ওই রাতের কথা মনে পড়লে এখনো তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

যাজিকার কণ্ঠস্বরের মধ্যবর্তী বিরতির সময় এখন দীর্ঘতর হয় কিন্তু তার শক্তিমত্তা কমে না। বাতাস এখন ঠাণ্ডা, শিশির পড়ার ফলে ভেজা-ভেজা। ইজিনমা হাঁচি দেয়। ইকওয়েফি অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "বেঁচে থাকো।" একই সময়ে যাজিকাও বলে ওঠে, "বেঁচে থাকো, আমার মেয়ে।" অন্ধকারের মধ্য থেকে ভেসে আসা ইজিনমার কণ্ঠস্বর তার মায়ের বুকে স্বস্তি এনে দেয়। সে পা টেনে টেনে এগিয়ে যায়।

আর তখনই যাজিকা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে, "কেউ একজন আমার পেছন পেছন হেঁটে আসছে। যেই হও তুমি, প্রেতাত্মা কিংবা মানুষ, আগবালা একটা ভোঁতা ক্ষুর দিয়ে তোমার মাথা কামিয়ে দেবে। আগবালা এমনভাবে তোমার ঘাড় মটকে দেবে যে তুমি তোমার পায়ের গোড়ালি দেখতে পাবে।"

ইকওয়েফি যেখানে ছিল সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনের একটা অংশ তাকে বলল, "নারী, আগবালা তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করার আগেই বাড়ি ফিরে যাও।" কিন্তু সে পারে না।

কিয়েলো আর তার মধ্যেকার দূরত্ব বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পাবার পর সে আবার তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। সে ইতিমধ্যে এত দীর্ঘপথ হেঁটেছে যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মাথা যেন অসাড় হয়ে যায়। তারপর তার মনে হলো তারা বোধ হয় গুহার দিকে যাচ্ছে না। তারা নিশ্চয়ই অনেক আগে সেটা ছাড়িয়ে এসেছে। তারা নিশ্চয়ই গোষ্ঠীর সব চাইতে দূরের গ্রাম উমুয়াচির দিকে যাচ্ছে। কিয়েলোর কণ্ঠস্বর এখন খুব দীর্ঘ বিরতির পরপর শোনা যাচ্ছে।

ইকওয়েফির মনে হয় রাতের অন্ধকার যেন ঈষৎ ফিকে হয়ে এসেছে। মেঘ সরে গেছে, কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে। বিষন্নতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চাঁদ নিশ্চয়ই এখন উদিত হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাতে চাঁদ যখন দেরি করে ওঠে তখন লোকে বলে যে সে তার খাবার খেতে চায় না, চাঁদকে তখন লোকে বলে বিষণ্ন স্বামীর মতো, যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পর স্ত্রীর দেয়া খাবার খেতে চায় না।

"আগবালা ডু-উ-উ-উ! উমুয়াচি! আগবালা ইকেনে উনুও-ও!" ইকওয়েফি ঠিকই ধরেছিল। যাজিকা এখন উমুয়াচি গ্রামকে অভিবাদন করছে। তারা যে এতটা দূর চলে এসেছে এটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। বনের সরু রাস্তা থেকে গ্রামের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতেই অন্ধকার কোমল হয়ে আসে, গাছগাছালির অস্পষ্ট আকার বোঝা যায়। ইকওয়েফি চোখ কুঁচকে তার মেয়ে আর যাজিকাকে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু যখনই তার মনে হয় সে বুঝি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের দেখতে পাচ্ছে তখনই তারা পুঞ্জিভূত আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সে অবসন্নভাবে হাঁটতে থাকে।

কিয়েলোর কণ্ঠস্বর এখন ক্রমাগত উচ্চমাত্রায় উঠতে থাকে, যাত্রা শুরু করার সময় যেমন ঘটেছিল ঠিক সেই রকম। ইকওয়েফির মনে একটা প্রশস্ত খোলামেলা জায়গার অনুভূতি জেগে ওঠে। সে অনুমান করে যে তারা নিশ্চয়ই এখন গ্রামের "আইলো" বা খেলার মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরই সে একটা ধাক্কা খায়। কিয়েলো আর সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। বস্তুতঃপক্ষে, সে ফিরে যাচ্ছে। ইকওয়েফি তাড়াতাড়ি ওর ফিরে যাবার পথ থেকে সরে যায়। কিয়েলো তার পাশ দিয়ে চলে যায় এবং তারা যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যেতে শুরু করে।

এই ভ্রমণযাত্রা ছিল দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। বেশির ভাগ সময় ইকওয়েফির মনে হয় সে যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। নিঃসন্দেহে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। আকাশের বুকে এখনো দেখা না গেলেও তার আভা অন্ধকারকে অনেকখানি গলিয়ে দিয়েছে। ইকওয়েফি এখন যাজিকা আর তার পিঠের বোঝার আকৃতিটা একটু একটু দেখতে পাচ্ছে। সে তার গতি স্থির করে আনে, সামনের দুজনের সঙ্গে তার ব্যবধান সে বাড়িয়ে দেয়। কিয়েলো যদি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে পায় তাহলে কী হবে ভেবে সে ভয় পায়।

চাঁদ ওঠার জন্য সে প্রার্থনা করেছিল কিন্তু এখন উদীয়মান চাঁদের আধা-আলো তার কাছে অন্ধকারের চাইতেও বেশি ভয়াবহ মনে হলো। সমস্ত জগৎ জুড়ে এখন দেখা যায় উদ্ভট অস্পষ্ট সব প্রাণী, তার স্থির দৃষ্টির সামনে যারা মিলিয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার নতুন নতুন আকার পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়; এক পর্যায়ে ইকওয়েফি এত ভয় পায় যে মানুষের সহানুভূতি ও সাহচর্যের লোভে সে কিয়েলোর উদ্দেশে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। সে মানুষের আকারের একটা কিছু দেখতে পেয়েছিল, সেটা মাথা নিচের দিকে আর পা আকাশের দিকে দিয়ে তালগাছে ঝুলছিল। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে কিয়েলো আবার তার দৈবেপাওয়া সুরে চিৎকার করতে শুরু করে এবং ইকওয়েফি সঙ্গে সঙ্গে পিছু সরে আসে, কারণ ওখানে মানবিক কোনো কিছু ছিল না।

এ সে-কিয়েলো নয় যে বাজারে তার সঙ্গে বসে থাকত, মাঝে মাঝে ইজিনমাকে পিঠা কিনে দিত, তাকে আমার মেয়ে বলে সম্বোধন করত। এ ভিন্ন এক নারী, পর্বত এবং গুহার দৈববাণী আগবালার যাজিকা। দুটি ভয়ের মধ্য দিয়ে ইকওয়েফি পা টেনে টেনে চলে। তার মনে হয় তার অবশ পদক্ষেপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ যেন তার নয়, তার পেছন পেছন হেঁটে আসা আর কারো। তার নগ্ন বুকের উপর তার দু'হাত আড়াআড়ি করে বাঁধা। এখন শিশির ঘন হয়ে পড়তে শুরু করেছে, বাতাস শীতল। সে আর কিছু চিন্তা করতে পারে না, এমনকি রাতের আতঙ্কের কথাও। সে আধা-ঘুমের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। কিয়েলো যখন গান গেয়ে ওঠে শুধু তখনই সে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে যায়।

অবশেষে তারা একটা মোড় নেয়, তারপর গুহাগুলোর উদ্দেশ্যে চলতে থাকে। এই সময় থেকে কিয়েলোর গান আর থামে না। সে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে তার দেবতাকে নানা নামে ডাকে– ভবিষ্যতের অধিকর্তা, ধরনীর বার্তাবাহক, সেই দেবতা যে মানুষকে তার জীবনের মধুরতম মুহূর্তে শেষ করে দেয়। এইসব শুনতে শুনতে ইকওয়েফির নিদ্রাচ্ছন্নতা কেটে যায়, তার অসাড় হয়ে যাওয়া ভীতি নতুন করে জেগে ওঠে।

এখন চাঁদ উঠে গেছে। কিয়েলো আর ইজিনমাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ইজিনমার আকারের একটি শিশুকে কীভাবে একটি নারী এত দীর্ঘ পথ এত সহজে বহন করে নিয়ে আসতে পারে, এটা ছিল অলৌকিক একটা ঘটনা। কিন্তু ইকওয়েফি তখন সেকথা ভাবছিল না। কিয়েলো সে রাতে কোনো মানবী ছিল না।

"আগবালা ডু-উ-উ-উ! আগবালা ইকেনিও-ও-ও! চি নেগবু মাদু উবোসি নডু ইয়া উতো দালুও-ও-ও!"

ইকওয়েফি ইতিমধ্যে চাঁদের আলোয় পাহাড়গুলোকে আবছাভাবে আবির্ভূত হতে দেখতে পাচ্ছে। তাদের অবস্থান একটা গোলাকার বৃত্তের মতো, শুধু একটা জায়গায় একটু ফাঁক, যার মধ্য দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ বৃত্তের কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছে।

যাজিকা পাহাড়গুলোর বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর যে শুধু দ্বিগুণ জোরাল হয়ে ওঠে তাই নয়, তার চারপাশে তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। নিঃসন্দেহে এটা ছিল কোনো মহান দেবতার পুণ্যস্থান। ইকওয়েফি নিঃশব্দে, সতর্কতার সঙ্গে, তার পা ফেলে। এখানে আসার বিচক্ষণতা সম্পর্কে এর মধ্যেই তার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। তার মনে হয় ইজিনমার কিছুই হবে না। আর যদি হয়ও তা কি সে রোধ করতে পারবে? মাটির নিচের গুহাগুলোতে প্রবেশ করবার সাহস তার হবে না। সে মনে মনে ভাবল, তার এখানে আসা একেবারেই নিরর্থক হয়েছে।

এইসব ভাবনায় সে এতই মগ্ন হয়েছিল যে তারা যে গুহার মুখের কতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এসে পড়েছে তা সে বুঝতে পারে নি। আর তাই, যাজিকা যখন ইজিনমাকে পিঠে নিয়ে কোনো রকমে একটা মুরগি ঢোকার মতো ছোট্ট গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সে দৌড়াতে শুরু করে, যেন সে ওদের থামাতে চায়। কিন্তু ততক্ষণে বৃত্তাকার অন্ধকার তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। সে ওই দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার দুচোখে অশ্রু উথলে ওঠে, সে মনে মনে শপথ নেয়, যদি সে ইজিনমার চিৎকার শুনতে পায় তাহলে সে তক্ষুণি গুহার মধ্যে ছুটে যাবে এবং তার মেয়েকে রক্ষা করার জন্য এই দুনিয়ার তাবৎ দেবতাদের বিরুদ্ধে লড়বে। মেয়ের সঙ্গে সেও মৃত্যুবরণ করবে।

ওই শপথটি নেয়ার পর সে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা সরুপাথরের উপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে। তার মন থেকে সব ভয় এখন দূর হয়ে গেছে। সে যাজিকার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। গুহার বিশাল শূন্যতার মধ্যে তার কণ্ঠের ধাতব সুর এখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ইকওয়েফি নিজের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করে।

সে যে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছে তা সে জানে না। খুব দীর্ঘক্ষণ যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে পায়ে চলা পথ পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে তার পিঠ ছিল সেদিকে ফেরানো। সে নিশ্চয়ই কোনো একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। দ্রুত সে মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল। কুড়াল হাতে একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ইকওয়েফি চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

তখন ওকোনকুয়োর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "বোকামি করো না। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় কিয়েলোর সঙ্গে দেবতার পুণ্যস্থানে যাচ্ছিলে।" তার কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের ছোঁয়া লাগে।

ইকওয়েফি কোনো জবাব দেয় না। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে তার দুচোখ ভরে যায়। সে জানে তার মেয়ে নিরাপদ আছে।

ওকোনকুয়ো বলল, "বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে ঘুমাও। আমি এখানে অপেক্ষা করব।"

"আমিও এখানে অপেক্ষা করব। এখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। মোরগ তার প্রথম বাক দিয়েছে।"

ওরা যখন এভাবে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তাদের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে ইকওয়েফির। সে তখন আনেনেকে বিয়ে করেছিল। দারিদ্র্যের কারণে ওকোনকুয়োর তখন বিয়ে করার মতো অবস্থা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনুয়া আচেবের

আনেনের সঙ্গে দু'বছর বিবাহিত জীবন যাপন করার পর ইকওয়েফি আর সহ্য করতে পারে না। সে পালিয়ে ওকোনকুয়োর কাছে চলে আসে। তখন খুব ভোর, আকাশে তখনো চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। সে তার মায়ের সঙ্গে জল আনতে নদীতে যাচ্ছিল। ওকোনকুয়োর বাড়ি ছিল নদীতে যাওয়ার পথে। সে ভেতরে গিয়ে তার দরজায় টোকা দিলে ওকোনকুয়ো বেরিয়ে আসে। তখনো সে বেশি কথার মানুষ ছিল না। সে ইকওয়েফিকে বুকে জড়িয়ে তার শয্যায় নিয়ে যায় এবং অন্ধকারের মধ্যে ইকওয়েফির কোমরের কাছে তার কাপড়ের বাঁধনমুক্ত প্রান্তটি খুঁজতে শুরু করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১২

পরের দিন সকালে সব পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে একটা উৎসবের আমেজ দেখা যায়। ওকোনকুয়োর বন্ধু ওবিরিকা তার কন্যার "উরি" তথা বাগদান অনুষ্ঠান উদযাপন করছে। এই দিন কন্যার পাণিপ্রার্থী (যৌতুকের বেশির ভাগ অর্থ আগেই প্রদানের পর) শুধু ভাবী বধূর পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের জন্য নয়, রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত তার ব্যাপক আত্মীয়পরিজন সবার জন্য, যারা "উমুন্না" নামে অভিহিত, প্রচুর পরিমাণে তাড়ি নিয়ে আসবে। মহিলা, পুরুষ, শিশু সবাই আমন্ত্রিত হয়েছে, তবে এটা ছিল প্রধানত মেয়েদের উৎসব এবং এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল বধূ এবং বধূমাতা।

সকাল হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে মেয়েরা আর শিশুরা ওবিরিকার প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হতে শুরু করে। বধূর মাকে তারা রান্নার কাজে সাহায্য করবে। আনন্দদায়ক হলেও একটা গোটা গ্রামের জন্য রান্নার কাজটা কঠিন ছিল।

পাড়া-পড়শিদের সব পরিবারের মতো ওকোনকুয়োর পরিবারেও কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ন্ওইর মা এবং ওকোনকুয়োর ছোট বউ তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওবিরিকার প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। ন্ওইর মা তার সঙ্গে নিয়েছে এক ঝুড়ি কোকো-ইয়্যাম, লবণ এবং ধোঁয়া দিয়ে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা কিছু মাছ। সে এগুলো ওবিরিকার স্ত্রীকে উপহার দেবে। ওকোনকুয়োর ছোট বউ ওজিউগোও সঙ্গে নিয়েছে কলা আর কোকো-ইয়্যামের একটা ঝুড়ি এবং তালের তেলের একটা ছোট শিশি। তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই বহন করে জলের পাত্র।

আগের রাতের ক্লান্তিদায়ক অভিজ্ঞতার ফলে ইকওয়েফি তখনো ছিল অবসাদক্লিষ্ট এবং নিদ্রাতুর। তারা বাড়ি ফিরেছে যে খুব বেশিক্ষণ হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাজিকা, তার পিঠে ঘুমন্ত ইজিনমাকে নিয়ে, সাপের মতো বুকে হেঁটে পূজামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওকোনকুয়ো এবং ইকওয়েফিকে গুহার মুখের কাছে দেখতে পেয়ে সে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রদর্শন করে না। ওকোনকুয়ো আর তার স্ত্রী একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করে। তারা ভেবেছিল যে যাজিকা বোধ হয় তার গৃহে যাবে কিন্তু সে ওকোনকুয়োর প্রাঙ্গণে যায়, তার 'ওবি' অতিক্রম করে এবং তারপর ইকওয়েফির কুটিরে ঢুকে সোজা তার শোবার ঘরে চলে যায়। সে ইজিনমাকে সযত্নে তার বিছানায় শুইয়ে দেয় এবং তারপর কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে চলে যায়।

সবাই উঠে পড়ে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পরও ইজিনমা ঘুমিয়ে থাকে। ইকওয়েফি ন্ওইর মা ও ওজিউগোকে বলল তারা যেন ওবিরিকার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলে যে তার দেরি হবে। তার মাছ আর কোকো-ইয়্যামের ঝুড়ি সে তৈরি করে রেখেছে, কিন্তু ইজিনমা জেগে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ন্ওইর মা বলল, "তোমার নিজেরও আরো একটু ঘুমানো দরকার। তোমাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

ওরা যখন কথা বলছিল তখন ইজিনমা চোখ ঘষতে ঘষতে তার কুটির থেকে বেরিয়ে আসে। ও তার ক্লান্ত শরীরকে টানটান করে। ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরকে তাদের জলের পাত্রসহ দেখতে পায় এবং তখনই তার মনে পড়ে যে ওরা সবাই ওবেরিকার স্ত্রীর জন্য পাত্র নিয়ে আসে।

ওর মা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ঠিকমতো ঘুম হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ, চলো, যাই আমরা।"

ইকওয়েফি বলল, "আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও।" ইকওয়েফি গত রাতে রান্না করা সব্জির স্যুপ গরম করার জন্য ইজিনমাকে নিয়ে তার কুটিরে ফিরে যায়।

ন্ওইর মা বলল, "আমরা যাচ্ছি। আমি ওবিরিকার স্ত্রীকে বলব যে তুমি পরে আসবে।"

ওরা সবাই ওবিরিকার স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ওখানে যায়। ন্ওইর মা তার চার সন্তানকে আর ওজুউগো তার দুই সন্তানকে সঙ্গে নেয়।

সবাই দল বেঁধে ওকোনকুয়োর 'ওবি'র ভেতর দিয়ে যাবার সময় ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "আমরা বিকেলের খাবার কে রান্না করবে?"

ওজুইগো বলল, "আমি ফিরে এসে করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকোনকুয়োও খুব ক্লান্ত বোধ করে। তারও ঘুম ঘুম পায়। সে যে গতরাতে এক বিন্দুও ঘুমায় নি সেকথা কেউ জানে না। সে চরম উদ্বেগ অনুভব করেছিল কিন্তু বাইরে কিছুই দেখায় নি। ইকওয়েফি যখন যাজিকাকে অনুসরণ করে তখন সে যুক্তিসঙ্গত এবং পুরুষোচিত কিছুটা সময় অতিবাহিত হতে দেয়, তারপর তার কুড়াল হাতে নিয়ে পূজামণ্ডপের দিকে যায়। তার মনে হয় তারা ওখানেই গেছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পর তার মনে হয় যে যাজিকা বোধ হয় আগে সবগুলো গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। ওকোনকুয়ো তখন বাড়ি ফিরে আসে এবং সেখানে বসে অপেক্ষা করে। যখন তার মনে হলো যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হয়েছে তখন সে আবার পূজামণ্ডপে ফিরে গেল। কিন্তু পর্বত আর গুহাগুলো তখন মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ। চতুর্থবারের মতো সেখানে ফিরে যাবার পরই শুধু সে ইকওয়েফির দেখা পেল। ততক্ষণে সে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

ওবিরিকার প্রাঙ্গণে তখন পিঁপড়ার বাসার মতো ব্যস্ততা বিরাজ করছে। যেখানেই একটু জায়গা পাওয়া গিয়েছে সেখানেই জবাই তেপায়া তৈরি করে রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। রোদে শুকানো তিনটা বড়ো নিরেট টুকরো সাজিয়ে তারা সেখানে উনুন বানিয়ে আগুন ধরিয়েছে। রান্নার পাত্র তেপায়ার উপরে ক্রমাগত ওঠে আর নামে। শত শত কাঠের উনুনে ফু-ফু গুঁড়ো করা হতে থাকে। কয়েকজন মহিলা ইয়্যাম আর কাসাভা রান্না করে, কয়েকজন তৈরি করে সজির স্যুপ। যুবকরা ফু-ফু, গুঁড়ো করে কিংবা জ্বালানির জন্য লম্বালম্বিভাবে কাঠ টুকরো করে। ছোটরা জল আনার জন্য অনিঃশেষভাবে নদীতে যাওয়া-আসা করে।

স্যুপের মাংসের জন্য যে দুটি ছাগল ঠিক করা হয়েছে তা জবাই-এর কাজে ওবিরিকাকে সাহায্য করে তিনটি যুবক। ছাগল দুটি ছিল খুব মোটাসোটা কিন্তু সব চাইতে মোটা ছাগলাটি এখনো বাঁধা আছে উঠানের দেয়ালের কাছে একটা খুঁটিতে। সেটা ছিল ছোট একটা গরুর মতো বড়ো। সেটা কেনার জন্য ওবিরিকা তার এক আত্মীয়কে দূরবর্তী উমুইকেতে পাঠিয়েছিল। ওই জ্যান্ত ছাগলটিকেই সে তার কুটুম্বদের উপহার দেবে।

ওই বিশালাকার ছাগলটি কেনার জন্য ওবিরিকা যে যুবককে পাঠিয়েছিল সে বলল, "উমুইকের হাট একটা আশ্চর্য জায়গা। সেটা এত জনাকীর্ণ যে একটা শস্যের দানা আকাশে ছুড়ে দিলে সেটা মাটিতে পড়বার পথ পাবে না।"

ওবিরিকা বলল, "একটা খুব বড়ো ওষুধের ফলে এটা হয়েছে। উমুইকের জনগণ চেয়েছিল যে তাদের হাট বিশাল হয়ে উঠে পাড়াপ্রতিবেশীদের সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাটবাজারকে যেন গিলে ফেলতে পারে। তাই সেজন্য তারা খুব শক্তিশালী একটা ওষুধ বানায়। প্রত্যেক হাটের দিন, প্রথম রাতা মোরগটি ডেকে ওঠার আগে, ওই ওষুধ পাখা হাতে এক বৃদ্ধার অধিকার নিয়ে হাটের জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সে পাখাটা নাড়তে নাড়তে পার্শ্ববর্তী সব গোত্রের মানুষকে এই হাটে ডেকে আনে। সে পাখা নাড়ে তার সামনে, তার পেছনে, তার ডাইনে, আর তার বাঁয়ে।"

এইখানে আরেকজন যোগ করল, "এর ফলে সবাই এই হাটে আসে, সৎ মানুষ আর চোরের দল। ওই হাটে ওরা তোমার পরনের কাপড় পর্যন্ত হাতিয়ে নিতে পারে।"

ওবিরিকা বলল, "হ্যাঁ, আমি নুয়ানকুওকে সাবধান করে দিয়েছিলাম সে যেন তার চোখ-কান খোলা রাখে। একবার একজন তার ছাগল বিক্রি করার জন্য ওই হাটে গিয়েছিল। একটা মোটা দড়িতে ছাগলটা বেঁধে সে ওই দড়ি নিজের কব্জির চারপাশে জড়িয়ে নিয়েছিল। হাটের মধ্য দিয়ে চলতে সে এক সময় বুঝতে পারে যে লোকজন আঙুল দিয়ে তাকে দেখাচ্ছে, যেন সে একটা পাগল। সে কিছুই বুঝতে পারে না। তারপর পেছন দিকে তাকিয়ে সে দেখে যে দড়ি ধরে সে যেটা টেনে নিয়ে চলেছে সেটা ছাগল নয়, একটা ভারি কাঠের গুঁড়ি।"

নুয়ানকুও জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মনে করেন কোনো চোর এককভাবে এ ধরনের কাজ করতে পারে?"

ওবিরিকা বলল, "না, ওরা ওষুধ ব্যবহার করে।"

তারা ছাগলদুটি জবাই করে তার রক্ত একটা গামলায় সংগ্রহ করে। তারপর ওরা প্রাণী দুটিকে একটা খোলা আগুনের উপর ধরে রাখে যেন তাদের সব লোম পুড়ে ঝরে পড়ে। পোড়া চুলের গন্ধ রান্নার গন্ধের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। এর পর তারা জবাই করা ছাগলদুটি ধুয়ে পরিষ্কার করে তার মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে মেয়েদেরকে দেয় যেন তারা তাদের স্যুপ তৈরি করার কাজে তখনই লেগে যেতে পারে।

পিঁপড়ার বাসার মতো এইসব চঞ্চল কাজকর্ম যখন মসৃণভাবে চলছিল তখন হঠাৎ একটা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হলো। দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসতে শোনা গেল : "ওজি ওদু আচুইইইই-ও-ও!" (যে প্রাণী মাছি তাড়াবার জন্য তার লেজ ব্যবহার করে, অর্থাৎ গরু)। মেয়েরা তাদের হাতের কাজ ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ওই চিৎকারের দিকে ছুটে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাজিকা কিয়েলো বলল, "আমাদের রান্না করা জিনিসপত্র এভাবে ফেলে রেখে আমরা সবাই একসঙ্গে এখান থেকে ছুটে যেতে পারি না। আমাদের তিন-চার জনকে অন্তত এখানে থাকতে হবে।"

অন্য একজন মহিলা বলল, "ঠিক কথা। তিন-চার জনকে আমরা এখানে রেখে যাব।"

রান্নার পাত্রগুলো দেখার জন্য পাঁচজন মহিলাকে এখানে রেখে আর সবাই দেখতে গেল কার গরুকে বেঁধে রাখা হয় নি। দেখামাত্র তারা গরুটিকে তাড়িয়ে তার মালিকের কাছে নিয়ে গেল। গরু ছেড়ে দিয়ে পড়শীর ফসল নষ্ট করার দায়ে গ্রামের পক্ষ থেকে গরুর মালিককে মোটা টাকার অঙ্ক জরিমানা করা হলো। মালিক সঙ্গে সঙ্গে ওই টাকা পরিশোধ করে দিল, এবং তখন জরিমানা আদায়কারী মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হিসাব নিতে শুরু করল চিৎকার শোনার পরও কোনো মহিলা ঘরে থেকে গিয়েছে কিনা।

একজন জিজ্ঞাসা করল, "এমগবোগো কোথায়?"

এমগবোগোর পাশের বাড়ির মহিলা জানালো, "ওর 'আইবা' (জ্বর) হয়েছে।"

আরেক মহিলা জানালো, "আর একজন মাত্র আসে নি, উডেনকুয়ো, আর তার বাচ্চার বয়স এখনো আটাশ দিন হয় নি।"

যেসব মহিলাদের ওবিরিকার স্ত্রী রান্নার কাজে সাহায্য করতে বলে নি তারা যার যার বাড়ি ফিরে যায়, আর বাকি সবাই সদল বলে ওবিরিকার প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যায়।

যাদের প্রাঙ্গণে রেখে যাওয়া হয়েছিল তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, "গরুটা কার ছিল?"

ইজেলাগবো জানাল, "আমার স্বামীর। ছোট বাচ্চাদের একজন গোয়ালঘরের দরজা খোলা রেখে দিয়েছিল।"

বিকেলের দিকে, বেশ বেলা থাকতেই, ওবিরিকার কুটুমবাড়ি থেকে তাড়ির প্রথম দুই হাঁড়ি এসে উপস্থিত হয়। মহিলাদের দিকে তা এগিয়ে দেয়া হলে তারা প্রত্যেকেই দু-এক পেয়ালা পান করল। এটা রান্নার কাজে তাদের সাহায্য করবে। বধূ এবং বধূকে যেসব কুমারী কন্যারা সাজাচ্ছিল তাদের দিকেও কিছু তাড়ি এগিয়ে ক্ষুর দিয়ে শেষ সূক্ষ্ম টানগুলো দিচ্ছিল এবং তার সুমসৃণ ত্বকে কাম কাঠের প্রলেপ লাগাচ্ছিল।

সূর্যের তাপ কোমল হয়ে আসতে শুরু করলে ওবিরিকার ছেলে মাদুকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বাবার 'ওবি'র সামনের জায়গাটা একটা লম্বা ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল। ওবিরিকার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা যেন এর জন্যই অপেক্ষা করছিল, কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা কাঁধে তাদের ছাগচর্মের ঝোলা ঝুলিয়ে এবং ছাগচর্মের গুটানো মাদুর বগলে চেপে ধরে সেখানে এসে উপস্থিত হতে শুরু করে। কারো কারো সঙ্গে তাদের পুত্ররা আছে, তাদের হাতে খোদাই করা কাঠের টুল। শেষোক্তদের মধ্যে একজন ছিল ওকোনকুয়ো। তারা অর্ধবৃত্তাকারে আসন গ্রহণ করে নানা বিষয়ে আলাপ করতে থাকে। অচিরেই পাণিপ্রার্থী সদলবলে এসে পড়বে।

ওকোনকুয়োর পাশে বসেছিল ওগবুয়েফি ইজেনওয়া। ওকোনকুয়োর তার নস্যির কৌটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দেয়। ইজেনদেওয়া তা গ্রহণ করে নিজের হাঁটুতে সেটা টোকা দেয়, তারপর একটু নস্যি বাম করতলে ঢেলে সেটা ভালো করে শুকিয়ে নেবার জন্য একটু ঘষে। সে খুব যত্নের সঙ্গে এইসব কাজ করে এবং করতে করতে কথা বলে: "আশা করি আমাদের কুটুমরা যথেষ্ট সংখ্যক তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে আসবে। সে গ্রাম থেকে তারা আসছে কৃপণ বলে তার দুর্নাম থাকলেও আকুয়েকে যে রাজবধূ হওয়ার যোগ্য সে খবর নিশ্চয়ই তারা রাখে।"

ওকোনকুয়ো বলল, "ত্রিশ হাঁড়ির কম আনতে ওদের সাহস হবে না। যদি তার কম আনে তবে আমি ওদের আচ্ছা করে কথা শুনিয়ে দেব।"

এই সময় ওবিরিকার পুত্র মাদুকা তার পিতার আত্মীয়স্বজনকে দেখাবার জন্য ভেতরের উঠান থেকে বিশালাকার খাসিটিকে নিয়ে আসে। তারা সবাই প্রাণীটির প্রশংসা করে বলল যে কাজকর্ম এভাবেই হওয়া উচিত। খাসিটাকে আবার ভেতরের উঠানে নিয়ে যাওয়া হলো।

এর অল্প পরেই নতুন কুটুমরা আসতে শুরু করে। প্রথমেই আসে যুবক আর বালকরা, একজনের পর একজন সারি বেঁধে, প্রত্যেকের মাথায় এক হাঁড়ি তাড়ি। তারা যখন আসতে থাকে তখন ওবিরিকার আত্মীয়রা হাঁড়িগুলোর সংখ্যা গুনতে থাকে। বিশ-পঁচিশটা হবে। বেশ কিছুক্ষণ সবাই নীরব হয়ে থাকে। আমন্ত্রণকর্তারা পরস্পরের দিকে তাকায়, যেন বলছে যে "আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম।" এরপর আরো কয়েকটা হাঁড়ি আসে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ। আমন্ত্রণকর্তারা অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা দোলায়, যেন বলছে, "এখন তারা যথার্থ মানুষের মতো আচরণ করছে।" সর্বমোট পঞ্চাশটি সুরার পাত্র দেখা গেল। এরপর দেখা গেল আনুষ্ঠানিক পাত্রবাহকদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণিপ্রার্থী ইবে এবং তার পরিবারের প্রবীণ গুরুজনরা প্রথমে উপস্থিত হলো। তারা অর্ধচন্দ্রাকারে আসন গ্রহণ করে। এবার আমন্ত্রণকর্তাদের সঙ্গে মিলে বৃত্তটি পূর্ণ হয়। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে সুরার ভাণ্ডগুলো। এর পর বধূ, বধূমাতা এবং জনা ছয়েক অন্য মহিলা ও তরুণী ভেতরের উঠানের দিকে থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে করমর্দন করল। প্রথমে এগিয়ে আসে বধূমাতা, তারপর বধূ এবং অন্য রমণীরা। বিবাহিতা রমণীরা তাদের সর্বোত্তম পোশাক পরে এসেছে, আর তরুণীদের কোমরে দেখা যায় লাল-কালো পুঁতির মালা আর পায়ে পিতলের ঘুঙুর।

মেয়েরা চলে গেলে ওবিরিকা কোলা-বাদাম দিয়ে তার কুটুম্বদের স্বাগত জানায়। প্রথম কোলা-বাদামটি ভাঙে তার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বাদামটি ভাঙতে ভাঙতে সে বলল, "আমাদের সবাই দীর্ঘজীবী হোক, আপনাদের ও আমাদের পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজ করুক।"

জনতা জবাব দেয়, "ইই-ই-ই!"

"আজ আমরা আমাদের কন্যাকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। ও একজন ভালো স্ত্রী হবে। আমাদের নগরমাতার মতো ও নয়টি পুত্র সন্তান উপহার দেবে।"

"ইই-ই-ই!"

আগন্তুক দলের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জবাব দিল : "এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে, আমাদের জন্যও ভালো হবে।"

"ইই-ই-ই!"

"আমাদের লোকরা আপনাদের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য এই প্রথমবার এখানে আসে নি। আমার মা ছিলেন আপনাদের একজন।"

"ইই-ই-ই!"

"এবং এটাই শেষবার নয়, কারণ আমরা আপনাদের বুঝি আর আপনারাও আমাদের বোঝেন। আপনারা খুব বড়ো পরিবার।"

"ইই-ই-ই!"

ওকোনকুয়োর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "সচ্ছল ব্যক্তিবর্গ এবং মহান যোদ্ধারা, আপনাদের কন্যা আমাদেরকে আপনার মতো পুত্র উপহার দেবে।"

"ইই-ই-ই!"

এরপর কোলা ভাঙা হলো এবং শুরু হলো সুরাপান। চার-পাঁচ জনের একটা দল মাঝখানে একটা ভাণ্ড নিয়ে গোল হয়ে বসে। বিকাল গড়িয়ে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলে অতিথিদের খাবার পরিবেশন করা হয়। বড়ো বড়ো গামলায় করে আসে ফু-ফু, আর আসে ধোঁয়া ওঠা গরম স্যুপের বড়ো বড়ো পাত্র। তাছাড়া ইয়্যামের ঝোলও পরিবেশিত হয়। একটি অতি উত্তম ভোজ-অনুষ্ঠান হয় সেদিন।

রাত নামলে কয়েকটা কাঠের তেপায়ার উপর জ্বলন্ত মশাল বসানো হয় এবং যুবকরা তখন গান ধরে। বয়োজ্যেষ্ঠরা গোল হয়ে একটা বড়ো বৃত্ত করে বসে আর গায়করা তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের গুণকীর্তন করে। কেউ খুব ভালো চাষী, কেউ সুবক্তা। ওকোনকুয়ো সব চাইতে বড়ো জীবিত মল্লবীর এবং যোদ্ধা। বৃত্ত পরিক্রমনের পর তারা মাঝখানে আসন গ্রহণ করে, আর তখন দেখা দেয় নৃত্য পরিবেশনকারিনীরা। তারা আসে ভেতরের উঠান থেকে। প্রথমে তাদের মধ্যে নববধূকে দেখা যায় না কিন্তু অবশেষে সে তার ডান হাতে একটা রাতা মোরগ নিয়ে উপস্থিত হয়। তাকে দেখামাত্র জনতার মধ্য থেকে উচ্চ অভিনন্দন ধ্বনি উত্থিত হয়। অন্যসব নৃত্যরতারা তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। সে বাজনদারদেরকে মোরগটা উপহার দিয়ে নাচতে শুরু করে। তার পায়ের পিতলের ঘুঙুর ঝমঝম করে বাজে, কোমল হলুদ আলোয় ক্যামকাঠ চর্চিত তার সারা গা চকচক করে, বাদ্যযন্ত্রীরা তাদের কাঠের, এঁটেলমাটির আর ধাতুর যন্ত্রাদি নিয়ে এক গানের পর আরেক গান বাজিয়ে চলে। তারা গ্রামের সর্বশেষ গানটি পরিবেশন করে:

"আমি যখন তার হাত ধরি তখন সে বলে, ছুঁয়ো না আমাকে। আমি যখন তার পা ধরি
তখন সে বলে, ছুঁয়ো না আমাকে।
কিন্তু আমি যখন তার কোমরের পুঁতির মালায় হাত রাখি
তখন সে ভান করে যেন
কিছুই বুঝতে পারছে না।"

অতিথিরা যখন নববধূকে নিয়ে বাড়ি যাবার জন্য গাত্রোত্থান করে তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বধূ আর বরের পরিবারের সঙ্গে সাতটি হাট সপ্তাহ কাটাবে। যেতে যেতে তারা গান গায়, ওকোনকুয়োর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বল্পকালীন সৌজন্য সাক্ষাৎ করে তারপর তারা নিজেদের গ্রামের উদ্দেশ্যে এই গ্রাম ত্যাগ করে। ওকোনকুয়ো তাদেরকে এক জোড়া রাতা মোরগ উপহার দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৩

"গো-ডি-ডি-গো-গো-ডি-গো। ডি-গো-গো-ডি-গো।" "ইকউই" ঢোল বাজিয়ে গোত্রের কাছে একটা সংবাদ দেয়া হচ্ছে। ভেতরটা ফাঁপা করা ওই বাদ্যযন্ত্রের ভাষা গোত্রের সবাই বুঝতে পারে। কিছু পরপর কামান গর্জন শোনা যায়: ঢিম! ঢিম! ঢিম!

তখনো দিনের প্রথম মোরগ ডাক দেয় নি। "ইকউই"র বাজনা যখন শুরু হয় উমোফিয়া তখনো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তারপর "ইকউই" কথা বলতে শুরু করে, কামান গর্জে ওঠে, আর উমোফিয়াবাসীর নিদ্রা ও নীরবতা খানখান হয়ে ভেঙে যায়। সবাই তাদের বাঁশের শয্যায় নড়েচড়ে ওঠে। "ইকউই" কী বলছে তা উদ্বিগ্ন চিত্তে শোনার চেষ্টা করে। কেউ একজন মারা গেছে। কামান গর্জন যেন আকাশকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। "ডি-গো-গো-ডি-গো-গো-ডি-ডি-গো-গো", রাতের বাতাসে ওই বার্তা ভাসতে থাকে। দূরে মেয়েদের কান্নার ক্ষীণ শব্দ ধরণীর উপর একটা দুঃখের প্রলেপের মতো নেমে আসে। মৃত্যুর ঘটনাস্থলে যখনই একজন পুরুষ এসে উপস্থিত হয় তখনই মেয়েদের কান্না ছাপিয়ে একটা উচ্চগ্রামের পুরুষালি শোকার্ত ধ্বনি জেগে ওঠে। লোকটি বার দুই ওই রকম চিৎকার করার পর অন্য সবার সঙ্গে একপাশে বসে মেয়েদের অন্তহীন বিলাপ এবং "ইকউই"র সাংকেতিক উচ্চারণ শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে কামান গর্জে ওঠে। মেয়েদের বিলাপ গাঁয়ের বাইরে শোনা যায় না, কিন্তু "ইকউই" নয় গ্রামের সর্বত্র, এমনকি তার বাইরেও, খবরটা পৌঁছে দেয়। প্রথমে উচ্চারিত হয় গোত্রের নাম: "উমোফিয়া ওবোডো ডাইক", "বীরদের দেশ।" "উমোফিয়া ওবোডো ডাইক!" "উমোফিয়া ওবোডো ডাইক।" বারবার এটা উচ্চারিত হয় এবং সে-রাতে বাঁশের শয্যায় শুয়ে থাকা সবার মন উদ্বেগে ভরে ওঠে। তারপর "ইকউই" আরো কাছে সরে আসে এবং গ্রামের নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ করে : "হলুদ পাথর চূর্ণ করার ইগুয়েদো।" এটা ওকোনকুয়োর গ্রাম। বারবার ইগুয়েদোর নাম উচ্চারিত হয় আর নয় গ্রামের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকে। তারপর সব শেষে লোকটির নাম উচ্চারিত হয় এবং সবাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, "ই-উ-উ, ইজেউদু মারা গেল।" বৃদ্ধ ইজেউদু শেষবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্য যখন তার কুটিরে এসেছিল ওকোনকুয়োর সেকথা মনে পড়ে এবং তার শরীর দিয়ে একটি শীতল কাঁপুনির স্রোত বয়ে যায়। ইজেউদু তাকে বলেছিল, "ওই ছেলে তোমাকে বাবা ডাকে। তার মৃত্যুতে তুমি কোনো অংশ দিও না।"

ইজেউদু ছিলেন মহান এক ব্যক্তি। তার শেষকৃত্যে গোত্রের সবাই উপস্থিত হয়। মৃত্যুর প্রাচীন ঢোলক বাজতে থাকে, বন্দুক ও কামান গর্জে ওঠে, পাগলের মতো লোকজন ছোটাছুটি করে, সামনে যে পশু বা যে গাছপালা পড়ে তাকেই দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, দেয়ালের উপর দিয়ে লাফ দেয়, ছাদের উপর উঠে নৃত্য করে। এটা ছিল একজন যোদ্ধার শেষকৃত্য, আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যোদ্ধারা তাদের বয়সের ক্রম-অনুসারে দলে বেঁধে আসতে থাকে। তাদের সকলের পরনে তালপাতার তৈরি ঘাগরার মতো পোশাক, তাদের দেহ খড়িমাটি আর কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা নানা চিত্রে বিচিত্রিত। মাঝে মাঝে পাতালপুরী থেকে পূর্বপুরুষের কোনো আত্মা উঠে আসে, এক অপার্থিব কাঁপাকাঁপা গলায় সে কথা বলে, তার সর্বাঙ্গ তালপাতার পোশাকে ঢাকা। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখা যায় ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির। সকালের দিকে এই রকম একজন হাতে একটা কুঠার নিয়ে আবির্ভূত হয়, দুজন লোক তার কোমরে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে না রাখলে সে সাংঘাতিক ক্ষতি সাধন করে ফেলত। এর মধ্যেও সে ঘুরে ঘুরে লোকজনের দিকে ছুটে যেত এবং তখন সবাই প্রাণভয়ে চারদিকে পালাত। তবে সে শেষ পর্যন্ত তার পেছনে গড়াতে থাকা দড়ির বাঁধনের মধ্যে ফিরে আসত। সে তার আতঙ্কজাগানিয়া স্বরে গান করে, বলে যে ইকওয়েনসু তথা অশুভ আত্মা তার চোখের ভেতরে প্রবেশ করেছে।

তবে সব চাইতে ভয়াবহ জিনিসটি তখনো আসে নি। সর্বদা সে এসে উপস্থিত হয় একা, শবাধারের মতো একটা আকৃতি নিয়ে। সে যেখানেই যায় সেখানেই একটা রুগ্ণ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে আর তার পেছন পেছন যায় ভনভন করা মাছির দল। তাকে কাছে দেখামাত্র সব চাইতে বড়ো বৈদ্যরাও দূরে পালিয়ে যেত। অনেক বছর আগে একটি আত্মা না পালিয়ে গিয়ে তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, তখন ওই ভয়াবহ জিনিসটি তাকে দুই দিন এক জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনড় ও স্থাণু করে রেখে দিয়েছিল। আর সেই হাতে সে ধরে রাখে জলভর্তি একটা পাত্র।

কিন্তু পূর্বপুরুষদের আত্মার ভূমিকায় অভিনয় করা অনেকেই ছিল নিরীহ। ওদের একজন ছিল এতই দুর্বল ও অশক্ত যে তাকে তার শরীরের অনেকখানি ভার তার লাঠির উপর ন্যস্ত করে হেঁটে আসতে হয়। যেখানে মৃতদেহ শায়িত ছিল সে সেখানে টলোমলো পায়ে হেঁটে আসে, শবের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার চলে যায়– পাতালপুরীতে।

জীবিতদের জগৎ আর তাদের পূর্বপুরুষদের জগতের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। এবং তাদের মধ্যে প্রায়ই আসা-যাওয়া চলত, বিশেষভাবে উৎসবাদির সময়, আর যখন কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতেন তখন। কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির অবস্থান ছিল তার পূর্বপুরুষদের খুব কাছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের জীবন ছিল ক্রান্তিকালের কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান পালন, যা তাকে ক্রমান্বয়ে তার পূর্বপুরুষদের কাছে নিয়ে যায়।

ইজেউদু ছিলেন তার গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি। তার মৃত্যুর সময় সমগ্র গোত্রের মধ্যে তার চাইতে বয়সে বড়ো ছিলেন মাত্র তিন ব্যক্তি, আর তার সমবয়সী চার জন কিংবা পাঁচ জন। যখনই এই প্রবীণদের একজন নিজেদের উপজাতির শেষকৃত্যের নাচের তালে তালে নাচবার জন্য তার নড়বড়ে পা নিয়ে জনতার মধ্যে এসে উপস্থিত হতেন তখন তরুণরা সরে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দিত এবং সব হট্টগোল থেমে যেত।

এটা খুব বড়ো আকারের শেষকৃত্যানুষ্ঠান হয়, যা ছিল একজন মহান যোদ্ধার জন্য যথাযথ। সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, বন্দুকের গুলির শব্দ, ঢোলকের বাদ্য, কুঠারের আস্ফালন ও সংঘাতের ধ্বনি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইজেউদু তার জীবদ্দশায় তিনটি খেতাব গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল এক বিরাট অর্জন। গোত্রে ছিল সর্বমোট চারটি খেতাব এবং যে কোনো প্রজন্মে মাত্র একজন কি দু'জন চতুর্থ এবং সর্বোচ্চ খেতাবটি গ্রহণ করতে সক্ষম হতেন। এটা যারা করতে পারতেন তারা দেশের প্রভু হয়ে উঠতেন। ইজেউদু একজন খেতাবধারী হওয়ার কারণে তাকে সমাহিত করা হবে রাত নামার পর। পবিত্র অনুষ্ঠানটির সময় একটি জ্বলন্ত মশালের আভা সবকিছু আলোকিত করে রাখবে।

কিন্তু এই শান্ত ও শেষ ধর্মীয় আচারটি অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে হট্টগোল আগের চাইতে দশগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড জোরে ঢোল বাজতে শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকজন পাগলের মতো লাফিয়ে উপরে ওঠে, নিচে নামে। চারিদিকে বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, যোদ্ধারা কুঠার তুলে পরস্পরকে অভিবাদন করে, কুঠারে-কুঠারে সংঘর্ষের শব্দ শোনা যায়। বাতাস ধূলিকণা আর বারুদের গন্ধে পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময় এক হাতবিশিষ্ট আত্মাটি তার জলভর্তি পাত্র নিয়ে দেখা দিল। জনতা চারদিক থেকে সরে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দেয়। সব গোলমাল থেমে যায়। বাতাসে এখন একটা সর্বব্যাপ্ত রুগ্ণ গন্ধ। ওই গন্ধ বারুদের গন্ধকেও মুছে দেয়। সে শেষকৃত্যানুষ্ঠানের ঢোলের তালে তালে কয়েক পা নাচে, তারপর মৃতদেহটি দেখবার জন্য তার কাছে যায়।

ঘড়ঘড়ে গলায় সে বলল, "ইজেউদু, তোমার বিগত জীবনে তুমি যদি দরিদ্র হতে তাহলে আমি বলতাম তুমি যখন আবার আসবে তখন যেন ধনী হয়ে আসো। কিন্তু তুমি ধনী ছিলে। তুমি যদি কাপুরুষ হতে তাহলে আমি বলতাম আবার আসার সময় তুমি সাহস সঙ্গে করে নিয়ে এসো। কিন্তু তুমি ছিলে এক নির্ভীক যোদ্ধা। তুমি যদি অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করতে তাহলে আমি বলতাম জীবন নিয়ে এসো। কিন্তু তুমি পেয়েছিলে দীর্ঘজীবন। তোমার মৃত্যু যদি প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাহলে শান্তিতে প্রস্থান করো। কিন্তু যদি কোনো মানুষ দ্বারা তা সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিও না।" সে আরো কয়েক পাক নাচে, তারপর বিদায় নেয়।

ঢোলের বাদ্য আর নাচ আবার শুরু হয় এবং একটা প্রবল উন্মাদনায় মাত্রা অর্জন করে। শিগগিরই অন্ধকার হয়ে আসবে। সমাধিস্থ করার সময় হয়ে আসছে। বন্দুক থেকে শেষ অভিবাদনের গুলি ছোড়া হয়। কামানের গর্জন আকাশ ফুটো করে দেয়। তারপরই উন্মত্ত এবং অনেক কণ্ঠে, ভীত চিৎকারের শব্দ জেগে ওঠে। কেউ যেন একটা জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করেছে। সব কিছু নীরব-নিথর হয়ে যায়। ভিড়ের মাঝখানে একটি বালক রক্তের স্রোতের মধ্যে পড়ে আছে। ষোল বছরের মৃত বালকটি তার ভাই এবং সৎ-ভাইদের সঙ্গে তার পিতার উদ্দেশে প্রথানুযায়ী নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ ওকোনকুয়োর বন্দুক থেকে গুলি বিস্ফোরিত হয় এবং লোহার একটা টুকরা বালকের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে যায়।

এরপর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা উমুওফিয়ার ইতিহাসে তুলনারহিত। এখানে সহিংস মৃত্যুর ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত, কিন্তু এরকম একটা জিনিস কখনো ঘটে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকোনকুয়োর সামনে একটা পথই খোলা ছিল। তার গোত্রের কাছ থেকে তাকে পালিয়ে যেতে হবে। গোত্রের কাউকে হত্যা করা ছিল ধরণীর দেবীর বিরুদ্ধে মহা অপরাধ। যে লোক এই অপরাধ করে, তাকে স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। দুই রকম অপরাধ ছিল: পুরুষ অপরাধ এবং মেয়ে অপরাধ। ওকোনকুয়ো করেছিল মেয়ে অপরাধ, কারণ তা ছিল অনিচ্ছাকৃত অনবধানতাবশত, অসাবধানতাপ্রসূত। সাত বছর পর সে আবার দেশে ফিরে আসতে পারবে।

ওই রাতেই ওকোনকুয়ো তার সব চাইতে মূল্যবান জিনিসগুলো বস্তায় বেঁধে নিল যেন মাথায় বহন করে নেয়া যায়। তার স্ত্রীরা তিক্ত অশ্রু বিসর্জন করে। তাদের ছেলেমেয়েরা কিছু না বুঝেই তাদের সঙ্গে কান্নায় যোগ দেয়। ওবিরিকা এবং পাঁচ-ছয় জন বন্ধু তাকে সাহায্য করতে এবং সান্ত্বনা দিতে তার কাছে যায়। তার ইয়্যামগুলো ওবিরিকার গুদামঘরে তুলে রাখার জন্য তারা আট-দশ বার যাওয়া-আসা করে। তারপর, প্রত্যূষের মোরগ ডাকার আগেই, ওকোনকুয়ো আর তার পরিবার মাতৃভূমি ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। তাদের গন্তব্য এমবান্তা নামের একটা গ্রাম, এমবাইনোর সীমান্তের ওপারেই যার অবস্থান।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উজেউদুর বাড়ি থেকে একটা বিশাল জনতা এসে ওকোনকুয়োর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়। আক্রমণকারীদের পরনে ছিল যুদ্ধের পোশাক। তারা ওকোনকুয়োর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, তার লাল দেয়ালগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, তার পশুগুলো হত্যা করে, তার গোলাঘর ধ্বংস করে ফেলে। এটা ছিল ধরণীর দেবীর বিচারক্রিয়া আর এই লোকগুলো ছিল শুধু দেবীর দূত। তাদের হৃদয়ে ওকোনকুয়োর বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা ছিল না। তার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ওবিরিকাও ওদের মধ্যে ছিল। গোত্রের একজন সদস্যের রক্ত দ্বারা ওকোনকুয়ো যে ভূমিকে অপবিত্র করেছে তারা শুধু তাকে পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ করছে।

ওবিরিকা সব জিনিস ভেবে-চিন্তে দেখত। দেবীর ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার পর সে নিজের "ওবি"-তে বসে বন্ধুর দুর্দশায় তার জন্য শোক করল। একটা মানুষ অনবধানতাবশত একটা অপরাধ করে ফেললে তাকে কেন এত কঠিন শাস্তি পেতে হবে? সে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে কিন্তু কোনো সদুত্তর পায় না। সে শুধু অধিকতর জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করে। তার স্ত্রীর যমজ শিশু দুটির কথা তার মনে পড়ে, যাদের সে বনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। ওই শিশুদুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী অপরাধ করেছিল? ধরণী বিধান দিয়েছিল যে এটা ভূমির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং তাদের ধ্বংস করতে হবে। এবং মহান দেবীর বিরুদ্ধে ওইরকম অপরাধ সংঘটিত করার জন্য যদি উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা না হয় তাহলে দেবীর ক্রোধ শুধু অপরাধীর উপর নয় সমগ্র দেশের উপর বর্ষিত হবে। প্রবীণরা যেমন বলেন, একটি আঙুলে তেল লাগলে সবগুলো আঙুল নোংরা হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৪

এমবান্তায় ওকোনকুয়োকে তার মাতার আত্মীয়বর্গ সাদরে গ্রহণ করল। যে বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে স্বাগত জানায় সে ছিল তার মাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেই এখন সকলের চাইতে বয়সে বড়ো। তার নাম উচেন্দু। ত্রিশ বছর আগে নিজের মানুষদের মধ্যে সমাহিত করার জন্য ওকোনকুয়োর মায়ের মরদেহ যখন এখানে আনা হয় তখন এই উচেন্দুই তা গ্রহণ করেছিল। ওকোনকুয়ো তখন নিতান্ত বালক। মায়ের উদ্দেশে সে তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রথাগত বিদায়বাণী উচ্চারণ করেছিল: "মা, মা, মা চলে যাচ্ছে।" তার কান্নার কথা উচেন্দুর এখনো মনে আছে।

এটা অনেক বছর আগের কথা। আজ ওকোনকুয়ো তার মাকে তার নিজের লোকদের সঙ্গে সমাধিস্থ করার জন্য এখানে নিয়ে আসে নি। সে তার তিন স্ত্রী ও এগারো সন্তান নিয়ে এখানে এসেছে আজ তার মায়ের জন্মভূমিতে আশ্রয় নেবার জন্য। উচেন্দু তার বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত মুখ দেখামাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারে কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করে না। একটা দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই শুধু ওকোনকুয়ো তাকে সব কিছু খুলে বলে। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি নীরবে তার কথা মন দিয়ে শোনার পর কিছুটা স্বস্তির সঙ্গে বলল, "ওটা একটা মেয়ে 'ওচু', একটা মেয়ে নরহত্যা।" সে প্রয়োজনীয় পূজা উপাচার এবং বলিদানের ব্যবস্থা করে।

ওকোনকুয়োকে একটা জমি দেয়া হলো, সেখানে সে তার উঠান তৈরি করবে এবং ঘরবাড়ি তুলবে। তাছাড়া আগামী শস্য রোপনের মৌসুমে যেন চাষবাস করে একটা খামার গড়তে পারে সেজন্য তাকে আরো দু-তিন খণ্ড জমি দেয়া হয়। তার মায়ের আত্মীয়বর্গের সহায়তায় ওকোনকুয়ো নিজের জন্য একটা "ওবি" এবং তার তিন স্ত্রীর জন্য তিনটি কুটির নির্মাণ করল। তারপর সে তার ব্যক্তিগত দেবতা এবং প্রয়াত পূর্বপুরুষদের প্রতীকসমূহ প্রতিষ্ঠা করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচেন্দুর পাঁচ পুত্রের প্রত্যেকে তাদের মামাত ভাইকে তিনশো বীজ-ইয়্যাম দেয় যেন সে চাষবাস করে একটা খামার গড়তে পারে। প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

অবশেষে বৃষ্টি নামে। সে বৃষ্টি ছিল আকস্মিক এবং প্রচণ্ড। দু-তিন চান্দ্র পক্ষ ধরে সূর্য তার শক্তি সঞ্চয় করছিল, তারপর সে যেন ধরণীর উপর দিয়ে একটু আগুনের নিঃশ্বাস বইয়ে দিল। সব ঘাস অনেক আগেই পুড়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল। পায়ের নিচে বালিকে এখন মনে হয় জ্বলন্ত কয়লা। চিরসবুজ গাছগুলো এখন পরে আছে বাদামি-ধূসর চাদর। বনানীতে পক্ষীকুল নীরব নিস্তব্ধ। বিশ্বচরাচর একটা জীবন্ত কম্পমান উষ্ণতার নিচে শুয়ে হাঁফাচ্ছে। তারপর শোনা গেল বজ্রের গর্জন। একটা ক্রুদ্ধ, ধাতব, তৃষ্ণার্ত শব্দ, বর্ষার গাঢ় তরল গুড়গুড় আওয়াজের মতো নয়। একটা প্রবল হাওয়া উঠে আকাশকে ধুলায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। তালগাছগুলো হাওয়ার বেগে দোলে, হাওয়া যেন তাদের পাতাকে চুলের মতো আঁচড়ে দিয়ে তাদের শীর্ষদেশে অবাস্তব এবং বিচিত্র কেশসজ্জা রচনা করে।

যখন বৃষ্টি নামল তখন দেখা গেল তা বড়ো বড়ো জমাট বাঁধা নিরেট জলের ফোঁটা। সবাই তাকে বলে সুর্যি জলের বাদাম। গায়ের উপর এসে পড়লে ব্যথা লাগে। তা সত্ত্বেও ছোটরা মহানন্দে ছোটাছুটি করে ওই ঠাণ্ডা বাদাম তাদের মুখে পুরে দেয়, মুখের ভেতর গলে যাবার জন্য অপেক্ষা করে।

ধরণী দ্রুত প্রাণ ফিরে পায়। পক্ষীকুল বনানীতে আবার ওড়াউড়ি করে, সানন্দে কিচিরমিচির করে গান গায়। জীবন এবং সবুজ গাছগাছালির একটা অস্পষ্ট গন্ধে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে ওঠে। বৃষ্টি যখন একটু ধীরস্থির হয়ে পড়তে শুরু করে, আরেকটু তরল ছোট ফোঁটার রূপ নেয়, তখন ছোটরা আশ্রয় খোঁজে। সবাইকে দেখা যায় সুখী, উজ্জীবিত, কৃতজ্ঞ।

একটা নতুন খামার গড়ার জন্য ওকোনকুয়ো এবং তার পরিবার কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু তা ছিল যৌবনের শক্তি এবং উৎসাহ বর্জিত একটা নতুন জীবন শুরু করার মতো। যেন বৃদ্ধ বয়সে একটা লোক বাঁ-হাতে তার কাজকর্ম করতে শিখছে। আগে কাজের মধ্যে ওকোনকুয়ো যে আনন্দ পেত এখন আর তা পায় না। কাজ না থাকলে সে চুপচাপ অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বসে থাকে।

ওকোনকুয়োর জীবনের কেন্দ্রমূলে ছিল একটা বিশাল তীব্র অনুভূতি। গোত্রের একজন মহান প্রভু হবে সে। সেটাই ছিল তার প্রাণশক্তির উৎস। এবং সেটা সে প্রায় অর্জন করে ফেলেছিল। তারপরই সবকিছু ভেঙেচুরে খানখান হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। একটা মাছ যেভাবে শুষ্ক বালুকাময় সৈকতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে হাঁফাতে থাকে, সেইভাবে তাকে তার গোত্র থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। স্পষ্টতই তার ব্যক্তিগত দেবতা অথবা "চি"-র মধ্যে বড়ো কিছু অর্জনের শক্তি নেই। নিজের "চি"-র নিয়তির উর্ধ্বে ওঠার সাধ্য কোনো মানুষের নাই। প্রবীণরা বলেন যে একটা মানুষ যখন হ্যাঁ বলে তখন তার চি-ও তাতে সায় দেয়, কিন্তু তারা ঠিক কথা বলেন না। এখানে একজন লোক সব সময় হ্যাঁ বলেছে, কিন্তু তার চি না বলেছে।

বৃদ্ধ উচেন্দু স্পষ্ট দেখতে পায় যে ওকোনকুয়ো হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সে খুব বিচলিত হয়। "ইসাইফি" উৎসবের পর সে তার সঙ্গে কথা বলবে।

উচেন্দুর পাঁচ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠটি, আমিকউ, একটি নতুন বউ বিয়ে করতে যাচ্ছে। যৌতুকের অর্থ পরিশোধ করা হয়ে গেছে, উৎসবের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া আর সবই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওকোনকুয়ো এমবান্তায় এসে উপস্থিত হবার দুই চান্দ্র পক্ষকাল আগে তার আত্মীয়স্বজনরা বধূর আত্মীয়স্বজনদের জন্য তাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু সম্মতিদানের শেষ উৎসবটি বাকি আছে। এবার তার সময় হয়েছে।

পরিবারের সব কন্যারা এসে আজির হয়েছে। অনেকে বহু দূরে তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। উচেন্দুর বড়ো মেয়ে এসেছে ওবোদো থেকে। একটা অর্ধদিবস পাড়ি দিয়ে এসেছে সে। উচেন্দুর ভাইদের কন্যারাও এসে উপস্থিত হয়েছে। পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যু হলে যেমন "উমুয়াদারা" তথা পরিবারের সব মহিলা সদস্যরা একসঙ্গে জমায়েত হয়, এখনো তাই ঘটে। সর্বসমেত বাইশজনকে দেখা যায়।

সবাই গোল হয়ে একটা বড়ো বৃত্ত বানিয়ে মাটিতে বসে। তাদের ঠিক মাঝখানে ডান হাতে একটা মুরগি নিয়ে বসে আছে বধূ। উচেন্দু বসেছে তার পাশে, উচেন্দুর হাতে তার পিতৃপুরুষের পুরুষানুক্রমিক দণ্ড। অন্য সব পুরুষ বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছে। তাদের স্ত্রীরাও দেখছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সূর্য ডুবছে।

উচেন্দুর বড়ো মেয়ে এনজিদে প্রশ্ন করে।

সে শুরু করল এইভাবে: "মনে রেখ, সত্য কথা না বললে তুমি অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করবে, এমনকি সন্তান জন্মদানের সময় মারা পর্যন্ত পড়তে পার। আমার ভাই তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশের পর থেকে তুমি ক'জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছ?"

মেয়েটি বলল, "একজনের সঙ্গেও না।"

অন্য রমণীরা বলে উঠল, "সত্য কথা বলো।"

এন্‌জিদে জিজ্ঞাসা করল, "একজনের সঙ্গেও না?"

মেয়েটি জবাব দিল, "না।"

উচেন্দু বলল, "আমার পূর্বপুরুষদের এই দণ্ডের নামে শপথ করো।"

বধূ বলল, "তাই করলাম।"

উচেন্দু তার হাত থেকে মুরগিটা নিয়ে একটা ধারাল ছুরি দিয়ে সেটা জবাই করল, তারপর কয়েক ফোঁটা রক্ত তার পুরুষানুক্রমিক দণ্ডটির উপর ঝরে পড়তে দিল।

ওই দিনের পর থেকে আমিকউ তার তরুণী বধূকে নিজের কুটিরে নিয়ে যায়, সে তার স্ত্রী হয়। পরিবারের কন্যারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের গৃহে ফিরে যায় না। বাপের বাড়ির আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে তারা আরো দু-তিন দিন কাটায়।

ওকোনকুয়ো এখানে আসার পর দ্বিতীয় দিনে উচেন্দু তার ছেলেমেয়েদের এবং তার ভাগ্নে ওকোনকুয়োকে তার কাছে ডেকে পাঠালো। পুরুষরা তাদের ছাগচর্মের মাদুর সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা ওই মাদুর মেঝেয় পেতে তার উপর বসে। মেয়েরা সিসাল পাতার আঁশ দিয়ে বানানো দড়ির মতো মাদুর বিছিয়ে তার উপর বসে। উচেন্দু তার সাদা দাড়িতে ধীরে ধীরে দু-একটা টান দেয়, একবার দাঁতে দাঁত ঘষে, তারপর ভেবে-ভেবে, সতর্কতার সঙ্গে শব্দ নির্বাচন করে কথা বলতে শুরু করল :

"আমি প্রধানত ওকোনকুয়োর উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই, কিন্তু আমি চাই যে তোমরা সবাই আমার কথা শোনো। আমার অনেক বয়স হয়েছে আর তোমরা সবাই শিশু। এই দুনিয়া সম্পর্কে তোমাদের সবার চাইতে বেশি আমি জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করে যে সে আমার চাইতে বেশি জানে তাহলে সে বলুক সে কথা।" উচেন্দু চুপ করে, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। তখন সে আবার শুরু করল, "কেন ওকোনকুয়ো আজ আমাদের এখানে? এটা তার গোত্র নয়। আমরা শুধু তার মায়ের আত্মীয়স্বজন। সে এখানে নির্বাসিত হয়ে এসেছে, একটা অপরিচিত জায়গায় তাকে সাত বছর বাস করতে হবে। আর তাই সে দুঃখবেদনায় মুহ্যমান। কিন্তু আমি তাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। তুমি কি আমাকে বলতে পার, ওকোনকুয়ো, কেন আমরা আমাদের মেয়েদের বেশির ভাগ সময় এননেকা নাম রাখি, যার অর্থ মা-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশ্রেষ্ঠ? আমরা সবাই জানি যে পুরুষ হলো পরিবারের প্রধান, স্ত্রীরা তার নির্দেশ অনুযায়ী সব কাজ করে। একটি সন্তানের মালিক তার বাবা এবং তার বাবার পরিবার, সেখানে তার মা আর মায়ের পরিবারের কোনো কর্তৃত্ব নেই। একটা মানুষের জায়গা তার পিতৃভূমি, মাতৃভূমি নয়, তবু আমরা নাম রাখি এননেকা, মা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন?"

সবাই চুপ করে থাকে। উচেন্দু বলল, "আমি চাই ওকোনকুয়ো উত্তর দিক।"

ওকোনকুয়ো বলল, "আমি এর উত্তর জানি না।"

"তুমি এর উত্তর জানো না? অতএব দেখতে পাচ্ছ তুমিও একটি শিশু। তোমার অনেক-কজন স্ত্রী, অনেক ছেলেমেয়ে, আমার চাইতেও বেশি। তোমার গোত্রের মধ্যে তুমি একজন খুব বড়ো মাপের মানুষ। তবু তুমি এখনো একটি শিশু, আমার শিশু। এখন আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে বলছি। তবে তার আগে তোমাকে আমি আরো একটা প্রশ্ন করব। একজন মেয়েলোক মারা গেলে কেন তার মরদেহ তার আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করার জন্য তার বাপের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় না? তার স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাকে কবর দেয়া হয় না। কেন? তোমার মাকে মৃত্যুর পর আমার লোকজনের সঙ্গে কবর দেয়ার জন্য এখানে আনা হয়েছিল। কেন?"

ওকোনকুয়ো মাথা নাড়ে।

উচুন্দু বলল, "এ প্রশ্নের উত্তরও ও জানে না, অথচ কয়েক বছরের জন্য ও তার মায়ের দেশে এসেছে সেজন্য সে দুঃখকষ্টে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।" একটা নিরানন্দ হাসি হেসে উচেন্দু তার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কী বল? পারবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে?"

সবাই মাথা নাড়ে।

গলা ঝেড়ে উচেন্দু বলল, "তাহলে আমার কথা শোনো। এটা ঠিক যে একটি শিশুর জায়গা তার পিতার কাছে কিন্তু পিতা যখন শিশুটিকে প্রহার করে তখন সে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির জন্য তার মায়ের কুটিরে ছুটে যায়। যখন সবকিছু ভালোভাবে চলে, জীবন যখন মধুর, তখন একজন মানুষের জায়গা তার পিতৃভূমিতে। কিন্তু যখন তার জীবন ব্যথা ও তিক্ততায় ভরে যায় তখন সে আশ্রয় নেয় তার মায়ের দেশে। সেখানে তোমাকে রক্ষা করার জন্য তোমার মা আছে। সে এখানে শুয়ে আছে তার কবরে। আর এজন্যই আমরা বলি যে মা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা কি ঠিক হচ্ছে, ওকোনকুয়ো, যে তুমি তোমার মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে উপস্থিত হচ্ছো বিষণ্ন মুখ নিয়ে, তার কাছ থেকে তুমি কোনো সান্ত্বনা গ্রহণ করছ না? তোমাকে সাবধান হতে হবে, ওকোনকুয়ো, যেন নিজের উপর তুমি মৃতের অসন্তোষ ডেকে না আনো। তোমার কর্তব্য হচ্ছে তোমার স্ত্রীদের আর তোমার ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দেয়া, তারপর সাত বছর কেটে গেলে তাদেরকে তোমার পিতৃভূমিতে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তুমি যদি দুঃখের ভারে নিঃশেষ হয়ে যাও, যদি নিজের মৃত্যু ডেকে আনো, তাহলে ওরা সবাই এই নির্বাসনে মারা যাবে।" উচেন্দু বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল, "এখন এরাই তোমার আত্মীয়-পরিজন।" সে হাত প্রসারিত করে তার ছেলেমেয়েদের দেখায়। তারপর সে বলল, "তুমি ভাবছ সারা দুনিয়ায়, তুমিই সবার চাইতে বেশি কষ্ট পাচ্ছ। তুমি কি জানো কখনো কখনো একটা লোককে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করা হয়? তুমি কি জানো কখনো কখনো একটা মানুষের সব ইয়্যাম খোয়া যায়, এমনকি তার সব ছেলেমেয়েও? এক সময় আমার ছয় স্ত্রী ছিল, আর এখন ওই অল্প বয়সী মেয়েটি ছাড়া একটিও অবশিষ্ট নেই, আর ওই মেয়ে কোনটা ডান কোনটা বাম তাও জানে না। আমার যৌবনে আমার শক্তিমত্তার সময় আমি যেসব সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম তাদের কজনকে আমি কবর দিয়েছি তুমি জানো? বাইশ জনকে। আমি গলায় দড়ি দিইনি। আমি এখনো বেঁচে আছি। তুমি যদি মনে করো যে তুমিই এই পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি দুঃখী মানুষ তাহলে আমার মেয়ে আকুইনিকে জিজ্ঞাসা করো, সে কটি যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং তাদেকে বনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। একজন রমণী মৃত্যুবরণ করলে ওরা যে-গান গায় তা কি তুমি শোনো নি?

'কার জন্য সব কিছু ভালো?
কার জন্য সব কিছু ভালো?
যার জন্য সব কিছু ভালো
তেমন কেউ নেই, কেউ নেই।'

তোমাকে বলার আমার আর কিছু নাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৫

ওকোনকুয়োর নির্বাসনের দ্বিতীয় বছরে তার বন্ধু ওবিরিকা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওবিরিকা তার সঙ্গে দুটি যুবককে নিয়ে আসে। তাদের মাথায় ভারি দুটি থলে। তাদের মাথা থেকে বোঝা নামাতে ওকোনকুয়ো সাহায্য করে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে থলে দু'টি কড়িতে পূর্ণ।

বন্ধুকে পেয়ে ওকোনকুয়ো খুব খুশি হয়। তার স্ত্রীরা ও ছেলেমেয়েরাও খুব খুশি হয়। ওকোনকুয়ো যখন তার কাজিনদের ও তাদের স্ত্রীদের ডেকে এনে তার অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তখন তারাও আনন্দিত হয়।

মামাত ভাইদের একজন ওকোনকুয়োকে উদ্দেশ করে বলল, "বাবাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া তোমার উচিত।"

ওকোনকুয়ো বলল, "আমরা এখনই তাঁর কাছে যাচ্ছি।" যাবার আগে সে তার প্রথম স্ত্রীকে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। স্ত্রী মাথা নাড়ে, এবং তারপরই দেখা গেল বাচ্চারা উঠানে ছোটাছুটি করে একটা মোরগ ধরছে।

উচেন্দুর এক নাতি তাকে খবর দিয়েছিল যে ওকোনকুয়োর বাড়িতে তিন জন অচেনা মানুষ এসেছে। তাই সে ওদের স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার "ওবি"-তে ঢুকলে সে ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। করমর্দনের পর সে ওকোনকুয়োর কাছে তাদের পরিচয় জানতে চাইল।

ওকোনকুয়ো জানাল, "এ হচ্ছে ওবিরিকা, আমার বিশেষ বন্ধু। এর কথা আমি আগেই আপনাকে বলেছি।"

বৃদ্ধ মানুষটি ওবিরিকার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আমার ছেলে আমাকে তোমার কথা বলেছে। আমি তোমার পিতা ইওয়েকাকে চিনতাম। মহান মানুষ ছিলেন তিনি। এখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল এবং তাদের সঙ্গে দেখা করতে তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন। খুব সুন্দর ছিল সেসব দিন, দূরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোত্রের মধ্যেও একজন মানুষের বন্ধুবান্ধব থাকত। তোমাদের প্রজন্ম সেকথা জানে না। তোমরা নিজেদের গৃহে বসে থাকো, প্রতিবেশীকেও আশঙ্কার চোখে দেখো। আজকাল একজনের মায়ের দেশও তার কাছে মনে হয় অচেনা ভূমি।"

উচেন্দু ওকোনকুয়োর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি, কথা বলতে ভালোবাসি। একমাত্র কথা বলার যোগ্যই আছি আমি এখন।" সে বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়ায়, তারপর পাশের ঘর থেকে একটা কোলা বাদাম নিয়ে ফিরে আসে।

নিজের ছাগচর্মের মাদুরে বসতে বসতে উচেন্দু জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সঙ্গের এই যুবক দু'টি কারা?"

ওকোনকুয়ো তাদের পরিচয় দিলে উচেন্দু বলল, "আমি তোমাদের স্বাগত জানাই।" সে ওদের দিকে কোলা বাদামটি বাড়িয়ে দেয়। তারা বাদামটি দেখে, উচেন্দুকে ধন্যবাদ দেয়, তখন উচেন্দু বাদামটি ভাঙে, সবাই সেটা খায়।

উচেন্দু তার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ওকোনকুয়োকে বলল, "ওই ঘরে যাও, সেখানে এক ভাণ্ড সুরা দেখতে পাবে।"

ওকোনকুয়ো সুরা নিয়ে আসে আর তারা পান করতে শুরু করে। ওই সুরা ছিল খুব কড়া, মাত্র একদিন আগের।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর উচেন্দু বলল, "আগেকার দিনে মানুষ অনেক বেশি ভ্রমণ করত। এই অঞ্চলে এমন একটি গোত্রও নেই যাদের আমি ভালো করে চিনি না। আনিওমা, উমুআজু, ইকেওচা, এলেমেলু, আবামে– সব গোত্রকে আমি চিনতাম।"

ওবিরিকা বলল, "আপনি কি শুনেছেন যে এখন আর আবামে গোত্র বলে কিছু নেই?"

উচেন্দু আর ওকোনকুয়ো দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "তার মানে?"

ওবিরিকা বলল, "আবামেদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। সে এক বিচিত্র এবং ভয়াবহ কাহিনী। আমি যদি বেঁচে যাওয়া গুটি কয়েক সদস্যকে নিজের চোখে না দেখতাম, নিজের কানে তাদের অভিজ্ঞতার কথা না শুনতাম, তাহলে আমি ঘটনাটা বিশ্বাস করতাম না।" সে তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা একটা 'ইকে'র দিনে উমুওফিয়ায় পালিয়ে এসেছিল, তাই না?" তার দুই সঙ্গী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

ওবিরিকা বলল, "তিন চান্দ্রপক্ষ কাল আগে একটা 'ইকে' হাটের দিন অল্প কয়েকজন পলাতক মানুষ আমাদের শহরে এসে হাজির হয়। এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশির ভাগই ছিল আমাদের এই অঞ্চলের সন্তান, যাদের মায়েরা আমাদের সঙ্গে, আমাদের এখানে সমাধিস্থ হয়েছে। তবে কেউ কেউ এই শহরে আসে কারণ এখানে তাদের কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। আর কেউ কেউ আসে, কারণ পালিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে মাথা গুঁজবার মতো কোনো জায়গা তাদের জানা ছিল না। তাই তারা পালিয়ে এসে উম্রুওফিয়ায় আশ্রয় নেয়, সঙ্গে নিয়ে আসে এক মর্মান্তিক করুণ কাহিনী।" ও বিরিকা এক চুমুক তাড়ি পান করে। ওকোনকুয়ো তার শিঙ্গা আবার পূর্ণ করে দিলে ওবিরিকা বলতে শুরু করল :

"গত শস্য রোপনের সময় ওদের গোত্রে একটি শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিল।"

ওকোনকুয়ো বলল, "বোধহয় সাদা চামড়া আর সাদা চুলের একজন আলবিনো।"

তাড়িতে চুমুক দিয়ে ওবিরিকা বলল, "না, আলবিনো নয়। ও ছিল একেবারে অন্য রকম। ও এসেছিল একটা লোহার ঘোড়ায় চেপে। যারা প্রথম ওকে দেখতে পায় তারা ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু লোকটি দাঁড়িয়ে থেকে হাত নেড়ে তাদেরকে তার কাছে আসতে ইঙ্গিত করে। অবশেষে নির্ভীক কয়েকজন তার কাছে এগিয়ে আসে, কেউ কেউ তাকে ছুঁয়েও দেখে। প্রবীণরা তাদের দৈববাণীর সঙ্গে পরামর্শ করলে 'দৈববাণী' জানায় যে এই অচেনা লোকটি তাদের গোত্রকে ভেঙে ফেলবে এবং তাদের মধ্যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাবে।" ওবিরিকা আবার আরেক চুমুক সুরা পান করে বলল, "সে কথা শুনে তারা শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে হত্যা করে এবং তারা লোহার ঘোড়াকে তাদের পবিত্র গাছের গায়ে বেঁধে রাখে, কারণ তাদের মনে হয় যে ঘোড়াটি ছুটে গিয়ে ওই লোকটির বন্ধুবান্ধবদের এখানে ডেকে আনবে। 'দৈববাণী' আরেকটা কথা বলেছিল, তার কথা বলতে আমি ভুলে গেছি। 'দৈববাণী' বলে যে আরো সাদা চামড়ার মানুষ এদিকে এগিয়ে আসছে। তারা পঙ্গপাল, প্রথম লোকটি ছিল তাদের অগ্রদূত, এই এলাকার অবস্থা ঘুরে দেখবার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল। এজন্যই ওরা তাকে হত্যা করে।"

উচেন্দু প্রশ্ন করল, "ওকে হত্যা করার আগে শ্বেতাঙ্গটি কী বলেছিল?"

ওবিরিকার সঙ্গীদের একজন জবাব দিল, "সে কিছুই বলে নি।"

ওবিরিকা বলল, "সে কিছু একটা বলেছিল কিন্তু ওরা তার কথা বোঝে নি। ওদের মনে হয়েছিল সে নাকী নাকী সুরে কিছু বলেছিল।"

ওবিরিকার অন্য সঙ্গীটি বলল, "বারবার সে একটি শব্দ উচ্চারণ করে যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমবাইনোর মতো শোনায়। বোধহয় সে এমবাইনো যাচ্ছিল, তারপর পথ হারিয়ে ফেলে।"

ওবিরিকা তার নিজের কথার সূত্র ধরে বলল, "যাই হোক, ওরা তাকে হত্যা করে এবং ওর লোহার ঘোড়াটা বেঁধে রাখে। এটা ঘটে শস্য রোপনের মৌসুম শুরু হবার আগে। এরপর অনেক দিন যাবৎ কিছু ঘটে না। তারপর বৃষ্টি নামে, ইয়্যাম বপন করা হয়। তখনো লোহার ঘোড়াটা পবিত্র রেশম তুলার গাছের সঙ্গে বাঁধা। এরপর এক সকালে তিন জন শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে হাজির হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে আমাদের মতো দেখতে কয়েকটি লোক। তারা লোহার ঘোড়াটি দেখল, তারপর আবার চলে গেল। ওই সময় আবামে গোত্রের বেশির ভাগ নারী-পুরুষ তাদের ক্ষেতে চলে গিয়েছিল। মাত্র অল্প কয়েকজন লোক শ্বেতাঙ্গ তিন জন আর তাদের অনুচরদের দেখেছিল। কয়েক হাটের দিন কেটে যায়, কিছুই ঘটে না। একদিন পর পর প্রতিটি "আফো" দিবসে একটা বড়ো বাজার বসে আবামেতে। সেদিন গোত্রের সবাই ওই বাজারে এসে হাজির হয়। ঘটনাটা ঘটে সেদিনই। শ্বেতাঙ্গ তিন জন এবং বিপুল সংখ্যক ভিনদেশী অন্য লোকরা বাজারকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারা নিশ্চয়ই কোনো শক্তিশালী ওষুধ ব্যবহার করে, বাজার লোকজনে সম্পূর্ণ ভর্তি না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজেদের অদৃশ্য করে রেখেছিল। তারপর বাজার ভর্তি হয়ে গেলে তারা গুলি করতে শুরু করে। সবাই নিহত হয়। বয়সের কারণে এবং অসুখের জন্য যারা বাড়িতে ছিল, আর যাদের 'চি' ছিল খুব সজাগ এবং যে 'চি' তাদেরকে যথাসময়ে বাজারের বাইরে নিয়ে এসেছিল শুধু তারা রক্ষা পায়।"

ওবিরিকা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে: "ওই গোত্র এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রহস্যময় হ্রদে ওদের যে পবিত্র মাছটি ছিল সেটাও উধাও হয়ে গেছে এবং ওই হ্রদের জল এখন রক্তের মতো লাল বর্ণ ধারণ করেছে। 'দৈববাণী' ওদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে একটা প্রচণ্ড অশুভ ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। সেটা এসে গেছে।"

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। সবাই শুনতে পায় উচেন্দুর দাঁত কিড়মিড় করে উঠছে। তারপর সে যেন ফেটে পড়ে: "যে লোক কিছুই বলে না তাকে কখনো হত্যা করো না। আবামের ওই লোকগুলো ছিল চরম নির্বোধ। ওই লোকটা সম্পর্কে তারা কি জানত?" উচেন্দু আবার তার দাঁতে দাঁত ঘষে তার কথাটা পরিষ্কার করার জন্য ওদেরকে একটা গল্প বলে: "মা চিল তার মেয়েকে খাবার আনবার জন্য পাঠিয়েছিল। মেয়ে উড়ে গিয়ে একটা হাঁসের ছানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ফিরে আসে। মা চিল মেয়েকে বলল, খুব ভালো করেছ তুমি। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো। তুমি যখন ছোঁ মেরে হাঁসের ছানাটা তুলে নিলে তখন তার মা কী বলেছিল? চিলের মেয়ে জানাল যে ও কিছুই বলে নি। শুধু অন্য দিকে হেঁটে চলে যায়। প্রবীণ মা-চিল তার মেয়েকে বলল, ওই নীরবতা খুব অশুভ একটা সঙ্কেত দিচ্ছে। যাও, হাঁসের ছানাটা ফিরিয়ে দিয়ে এসো। চিলের মেয়ে হাঁসের ছানা ফিরিয়ে দেয়, তার জায়গায় নিয়ে আসে একটা মুরগির বাচ্চা। প্রবীণ চিল জিজ্ঞাসা করল, মুরগির বাচ্চার মা তখন কি করেছিল? চিলের মেয়ে বলল, সে চিৎকার করে ওঠে, আমাকে গালাগালি করে, অভিশাপ দেয়। মা-চিল বলল, তাহলে আমরা এই মুরগির বাচ্চা খেতে পারি। যারা চেঁচামেচি করে তাদেরকে ভয় করার কিছু নেই। আবামের ওই লোকগুলো ছিল মহা বোকা।"

ওকোনকুয়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ওরা ঠিকই বোকা ছিল। ওদের সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে সামনে বিপদ আসছে। সেদিন বাজারে যাওয়ার সময় ওদের বন্দুক আর কুড়াল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

ওবিরিকা বলল, "ওদের বোকামির সাজা ওরা পেয়েছে। কিন্তু আমি খুব ভয়ের মধ্যে আছি। আমরা শ্বেতাঙ্গদের কথা শুনেছি, খুব শক্তিশালী বন্দুক আর কড়া মদ আছে ওদের, ওরা ক্রীতদাসদের সমুদ্র পেরিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু কেউ ওইসব গল্প বিশ্বাস করে নি।"

উচেন্দু বলল, "এমন কোনো গল্প নেই যার মধ্যে সত্য নেই। পৃথিবী সীমাহীন, আর এক দেশের মানুষের কাছে যা ভালো অন্য আরেক দেশের মানুষের কাছে তা জঘন্য। আমাদের মধ্যে আলবিনো আছে। তোমাদের কি মনে হয় না যে ওরা ভুল করে আমাদের গোত্রের মধ্যে এসে পড়েছে?"

ওকোনকুয়োর প্রথম স্ত্রী তার রান্না শেষ করেছিল। সে গুঁড়ো করা ইয়্যাম আর তেতো-পাতার স্যুপ বড়ো বড়ো পাত্রে সাজিয়ে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করে। ওকোনকুয়োর ছেলে ন্ওই একটা ভাণ্ডে করে তালের রসের মিষ্টি মদ নিয়ে আসে।

ওবিরিকা ন্ওইকে উদ্দেশ করে বলল, "তুমি তো এখন রীতিমতো বড়ো হয়ে গেছ। তোমার বন্ধু আনেনে আমাকে বলে দিয়েছে আমি যেন তোমাকে তার শুভেচ্ছা জানাই।"

ন্ওই জিজ্ঞাসা করল, "ও ভালো আছে?"

ওবিরিকা বলল, "আমরা সবাই ভালো আছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথিদের হাত ধোয়ার জন্য ইজিনমা একটা গামলায় জল নিয়ে আসে। সবাই তাদের হাত ধুয়ে খেতে এবং সুরা পান করতে শুরু করে।

ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছ কখন?"

ওবিরিকা জানাল, "আমরা মোরগ ডেকে ওঠার আগেই আমার বাড়ি থেকে রওয়ানা হতে চেয়েছিলাম কিন্তু বেশ আলো হয়ে যাওয়ার আগে একওয়েকে এসে হাজির হতে পারে নি। সদ্য ঘরে নতুন বউ এনেছে এমন কারো সঙ্গে তোমরা কখনো ভোরের কোনো সাক্ষাৎ-সূচি ঠিক করো না।" সবাই হেসে ওঠে।

ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "এনওয়েকে কি বিয়ে করেছে?"

ওবিরিকা বলল, "ওকাডিগবোর দ্বিতীয় মেয়েটিকে ও বিয়ে করেছে।"

ওকোনকুয়ো বলল, "খুব ভালো। মোরগের ডাক না শুনতে পারার জন্য ওকে আমি দোষ দিই না।"

খাওয়া শেষ হবার পর ওবিরিকা ভারি থলে দেখিয়ে ওকোনকুয়োকে জানাল, "এখানে আছে তোমার ইয়্যামের টাকা। তুমি চলে আসার পরপরই আমি বড়ো ইয়্যামগুলো বিক্রি করে দিই। পরে আমি কিছু বীজ-ইয়্যাম বিক্রি করি, আর কিছু বীজ-ইয়্যাম ভাগচাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিই। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি প্রতি বছর তাই করব। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন এখানে তোমার কিছু টাকার দরকার হতে পারে, তাই এই টাকা নিয়ে এসেছি। আগামী কাল কী হবে, তা কে বলতে পারে? হয়তো সবুজ চামড়ার মানুষরা এসে আমাদের গোত্রের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলবে।" ওকোনকুয়ো বলল, "ঈশ্বর তা হতে দেবেন না। ওবিরিকা, তোমাকে আমি কীভাবে ধন্যবাদ দেব জানি না।"

ওবিরিকা বলল, "আমি তোমাকে বলে দিতে পারি। আমার জন্য তোমার একটা ছেলেকে হত্যা করো।"

ওকোনকুয়ো বলল, "তাও যথেষ্ট হবে না।"

ওবিরিকা বলল, "তাহলে আত্মহত্যা করো।"

ওকোনকুয়ো হাসতে হাসতে বলল, "আমাকে মাপ করে দাও। আমি আর কখনো তোমাকে ধন্যবাদ দেবার কথা বলব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৬

প্রায় দুই বছর পর ওবিরিকা যখন তার নির্বাসিত বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা করতে আসে তখন পরিবেশ-পরিস্থিতি আগের মতো আনন্দময় ছিল না। খ্রিষ্ট-ধর্মপ্রচারকরা উমুওফিয়ায় এসে গিয়েছিল। তারা সেখানে তাদের গির্জা বানিয়েছে, গুটি কয়েক মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে এবং আশে-পাশের শহর ও গ্রামগুলোতে তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য নিবেদিতচিত্ত ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছে। গোত্রের নেতারা এসব দেখে গভীর দুঃখ পান কিন্তু তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই অদ্ভুত ধর্ম এবং শ্বেতাঙ্গদের ঈশ্বর বেশিদিন টিকে থাকবে না। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না সমাজে যার কথার বিন্দুমাত্র মূল্য আছে। তাদের মধ্যে একজনও খেতাবধারী ছিল না। তাদের বেশির ভাগই ছিল সেইসব মানুষ যাদের "ইফুলেফু" বলা হয়, নিতান্ত অযোগ্য এবং ফাঁপা মানুষ। গোত্রের ভাষায় "ইফুলেফু"-র প্রতীক হলো সেই ব্যক্তি যে তার কুঠার বিক্রি করে দিয়ে তার খাপটা নিয়ে মেতে যায়। আগবালার যাজিকা কিয়েলো ধর্মান্তরিতদের বলে গোত্রের গু-মূত, আর নতুন ধর্মকে বলে একটা পাগলা কুকুর যে ওই বর্জ্য চেটেপুটে খাবার জন্য এসেছে।

ওবিরিকা একটা বিশেষ কারণে ওকোনকুয়োর সঙ্গে দেখা করতে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সে উমুওফিয়ায় খ্রিষ্ট-ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে একদিন ওকোনকুয়োর ছেলে ন্ওইকে দেখতে পেয়েছে।

অনেক কষ্টের পর ধর্মপ্রচারকরা ওবিরিকাকে যখন ন্ওইর সঙ্গে কথা বলতে দেয় তখন ওবিরিকা তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি এখানে কী করছ?"

ন্ওই জবাব দেয়, "আমি এদের একজন।"

আর কী বলবে বুঝতে না পেরে ওবিরিকা তখন জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার বাবা কেমন আছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্ওই বিষণ্ন গলায় উত্তর দিয়েছিল, "আমি জানি না। উনি আমার পিতা নন।"

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ওবিরিকা তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এমবান্তায় আসে। সে দেখল যে ওকোনকুয়ো ন্ওই সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে চায় না। ন্ওইর মায়ের কাছ থেকে সে টুকরো টুকরো কিছু খবর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

এমবান্তা গ্রামে খ্রিষ্টিয় ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাবে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। ওরা দলে ছিল ছয় জন। তাদের মধ্যে একজন ছিল শ্বেতাঙ্গ। গ্রামের সব নারী-পুরুষ শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে দেখার জন্য এসে জড়ো হয়। আবামেতে এদের একজনকে হত্যা করার এবং তার লোহার ঘোড়াকে পবিত্র রেশম-তুলার গাছে বেঁধে রাখার ঘটনার পর থেকে এই বিচিত্র মানুষগুলো সম্পর্কে নানা গল্প-কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সবাই ওই শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে দেখার জন্য ভিড় করে আসে। বছরের এই সময় সবাই বাড়িতে থাকে। ফসল তোলার কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সবাই জড়ো হবার পর শ্বেতাঙ্গ লোকটি তাদের উদ্দেশ করে কথা বলতে শুরু করে। সে কথা বলে একজন দোভাষীর মাধ্যমে। দোভাষী ছিল "আইবো"র লোক, তার আঞ্চলিক ভাষা ছিল ভিন্ন রকমের, এমবান্তোর অধিবাসীদের কানে তা কর্কশ শোনায়। অনেকে তার ভাষা শুনে হেসে ওঠে। বিচিত্র সব শব্দ সে ব্যবহার করে। যখনই তার "আমার নিজের" এই কথাটি বলার দরকার হয় তখনই সে বলে, "আমার পাছা।" কিন্তু লোকটি দেখতে ছিল খুব ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। সবাই তার কথা মন দিয়ে শোনে। সে তাদেরই একজন। তার গায়ের রঙ ও ভাষা থেকে তারা নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছে। বাকি চার কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও তাদের ভাই, যদিও তাদের মধ্যে একজন "আইবো" ভাষা জানে না। শ্বেতাঙ্গ লোকটিও তাদের ভাই, কারণ তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। সে ওদেরকে এই নতুন ঈশ্বরের কথা বলল, যে-ঈশ্বর সমস্ত জগৎ এবং সকল নারী-পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। সে ওদেরকে বলল যে ওরা মিথ্যা দেবতাদের পূজা করছে, ওরা কাঠ আর পাথরের দেবতার উপাসনা করছে। সে যখন একথা বলে তখন জনতার মধ্য থেকে একটা গভীর গুঞ্জন ওঠে। সে ওদেরকে বলল যে প্রকৃত ঈশ্বর ঊর্ধ্বে বাস করেন এবং মৃত্যুর পর ওদের সবাইকে বিচারের জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে। পাপী এবং সকল বিধর্মী পৌত্তলিকরা, যারা অন্ধ হয়ে কাঠ আর পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নত করেছে, তারা সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাউদাউ করা তালের তেলের আগুনের কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু ভালো লোকরা, যারা প্রকৃত ঈশ্বরকে পূজা করেছে, তারা অনন্ত জীবন লাভ করে তাঁর সুখী রাজ্যে বাস করবে। সে কথা শেষ করল এইভাবে: "আমরা ওই মহান ঈশ্বর কর্তৃক তোমাদেরকে এই কথা বলার জন্য প্রেরিত হয়েছি, তোমরা যেন তোমাদের পাপী পথ এবং কপট দেবতাদের পরিত্যাগ করে তাঁর দিকে মুখ ফেরাও, যেন মরবার সময় তোমরা ত্রাণ লাভ করতে পার।"

কে একজন হাল্কা সুরে বলল, "তোমার পাছা আমাদের ভাষা বোঝে।" জনতা হো হো করে হেসে ওঠে।

শ্বেতাঙ্গ মানুষটা তার দোভাষীর কাছে জানতে চায় লোকটা কী বলল, কিন্তু দোভাষী কিছু বলবার আগেই অন্য আরেকজন আরেকটা প্রশ্ন করল। সে জানতে চাইল, "এই শ্বেতাঙ্গ লোকটির ঘোড়া কোথায়?"

"আইবো" ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে ঠিক করল যে লোকটি বোধহয় বাইসাইকেলের কথা বলছে। তারা শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে বলতেই তার মুখে একটা সহৃদয় হাসি ফুটে ওঠে।

সে বলল, "ওকে বলো যে আমরা এখানে একটু ভালোভাবে গুছিয়ে বসার পর অনেক লোহার ঘোড়া নিয়ে আসব। এদের কেউ কেউ হয়তো নিজেরাও সেই ঘোড়ায় চড়তে পারবে।" কথাটা দোভাষীর মাধ্যমে ওদের জানানো হলো, কিন্তু খুব কম লোকের কানেই তা গেল। শ্বেতাঙ্গ লোকটি বলল যে তারা এইখানে এদের মাঝখানে বাস করবে। এই তথ্যটি তারা নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে থাকে। এটা তারা আগে ভেবে দেখে নি।

এই সময় জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলল যে তার একটা প্রশ্ন আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের ঈশ্বর কে? তিনি কি ধরণীর দেবী, নাকি আকাশের দেবতা? তিনি কি বজ্রের আমাডিওরা? তিনি কী?"

দোভাষী শ্বেতাঙ্গকে বুঝিয়ে বলতেই তৎক্ষণাৎ তার উত্তর পাওয়া গেল : "তুমি যে দেবতাদের নাম করলে তারা কেউই ঈশ্বর নয়। তারা সব প্রতারণার দেবতা। তারা তোমাদেরকে স্বজনদের হত্যা করতে বলে, নিষ্পাপ শিশুদের ধ্বংস করে ফেলে। প্রকৃত ঈশ্বর শুধু একজনই আছেন। তিনি আকাশ, ধরণী, তুমি, আমি সকলের অধিপতি।"

অন্য আরেকটি লোক জিজ্ঞাসা করল, "আমরা যদি আমাদের দেবতাকে ত্যাগ করে তোমাদের দেবতা পূজা করি তাহলে আমাদের অবহেলিত দেবতাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্রোধ থেকে থেকে কে আমাদের রক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে?"

শ্বেতাঙ্গ লোকটি জবাব দিল, "তোমাদের দেবতারা প্রাণহীন কাঠ আর পাথরের বস্তু। ওরা তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।"

দোভাষীর মাধ্যমে এটা যখন জানানো হলো তখন এমবান্তার সকল মানুষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করল যে এই লোকগুলো নিশ্চয়ই পাগল, তা না হলে কেমন করে বলে যে আনি আর আমাডিওরা কোনো রকম ক্ষতি সাধনে অপারগ? আর ইডেমিলি আর ওগউয়গুই? জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন চলে যেতে শুরু করে।

আর তখন মিশনারিরা, ধর্মপ্রচারকরা, উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে শুরু করে। ধর্মকথা শোনাবার সময় তারা অনেক সময় মনমাতানো আনন্দোচ্ছল সঙ্গীত বেছে নিত। "ইবো" মানুষের নীরব ধূলিধূসরিত অন্তরের বীণায় তা একটা ঝঙ্কার তোলে। দোভাষী প্রতিটি শ্লোক জনতাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। এখন জনতার মধ্যে কয়েকজনকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ কাহিনী ভ্রাতৃকুলের, যারা ভয় আর অন্ধকারের মধ্যে বাস করছে, যারা ঈশ্বরের প্রেমের কথা কিছুই জানে না। এ কাহিনী একটি মেষের কথা বলে, যে-মেষ ঈশ্বরের তোরণের বাইরে ছিটকে পড়েছে, মেষপালকের স্নেহশীল যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে একা পাহাড়ে ঘুরে মরছে।

গান শেষ হলে দোভাষী ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে বলতে শুরু করে। তাঁর নাম যিশুখ্রিষ্ট। ওকোনকুয়ো একটা আশা নিয়ে জনতার মধ্যে বসে ছিল, কখন জনতা ওদের গায়ে চাবুক মারবে, কখন ওদেরকে গ্রাম থেকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাড়িয়ে দেবে। এবার সে প্রশ্ন করল, "তুমি তোমার নিজের মুখে বলেছ যে মাত্র একজন ঈশ্বর আছেন, এখন তুমি তার পুত্রের কথা বলছ। তাহলে তাঁর নিশ্চয়ই একজন পত্নীও আছেন।" জনতা ওকোনকুয়োর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে।

দোভাষী আমতা আমতা করে বলল, "আমি বলি নি যে তাঁর পত্নী আছে।"

জনতার মধ্য থেকে ভাঁড়ের মতো লোকটি বলে উঠল, "তোমার পাছা বলেছে যে তাঁর একটি পুত্র আছে। কাজেই তাঁর নিশ্চয়ই একজন স্ত্রী আছে এবং তাদের সকলের নিশ্চয়ই পাছাও আছে।"

ধর্মপ্রচারকটি ওর মন্তব্য উপেক্ষা করে হোলি ট্রিনিটির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে থাকে। সব শোনার পর ওকোনকুয়ো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। সে নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ে, তারপর বিকেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়ির জন্য তালগাছে টোকা দিতে চলে যায়।

কিন্তু সেখানে একটি অল্পবয়েসী ছেলে ছিল যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তার নাম ন্ওই, ওকোনকুয়োর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ট্রিনিটির পাগলামিভরা যুক্তি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নি। তা ছিল তার বুদ্ধির অগম্য। তাকে মুগ্ধ করে নতুন ধর্মের কাব্যময়তা, একটা জিনিস যা সে তার মজ্জার মধ্যে অনুভব করে। ভ্রাতৃকুল সম্পর্কে ওই স্তোত্রগীতি, যারা অন্ধকারের মধ্যে ভয়ার্ত চিত্তে বসে আছে, তাদের মতো ওই গীত যেন তার করুণ চিত্তে সর্বদা চেপে বসে থাকা একটা অস্পষ্ট এবং নাছোড়বান্দা প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলে– ঝোপের মধ্যে ক্রন্দনরত বাচ্চা দুটি সম্পর্কে প্রশ্ন, যে ইকেমেফুনাকে হত্যা করা হয়েছে তার সম্পর্কে প্রশ্ন। ওই স্তোত্রগীতি তার বিশুষ্ক অন্তরে প্রবেশ করে। সে একটা গভীর তৃপ্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। গানের কথাগুলো যেন জমাটবাঁধা বৃষ্টির ফোঁটা, ধরণীর ব্যাকুল চিত্তে, আকাঙ্ক্ষিত শুকনো জিভে পড়ে গলে যাচ্ছে। ন্ওইর অর্বাচীন মানস প্রচণ্ড বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৭

মিশনারিরা প্রথম চার-পাঁচ রাত বাজারে কাটায়, তারপর বাইবেলের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে সকালের দিকে গ্রামের ভেতরে যায়। ওরা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে, এই গ্রামের রাজা কে। গ্রামবাসীরা জানায় যে এখানে কোনো রাজা নেই। তারা ওদেরকে বলে, "আমাদের উচ্চ মর্যাদার খেতাবধারীরা আছেন, প্রধান পুরোহিতবর্গ আছেন, আর বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণরা আছেন।"

প্রথম দিনের উত্তেজনার পর উচ্চ মর্যাদার খেতাবধারীদের এবং বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয় না। কিন্তু মিশনারিদের চেষ্টায় ভাঁটা পড়ে না। অবশেষে এমমন্তার শাসককুল তাদের সাক্ষাৎ প্রদান করলেন। ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের গির্জা বানাবার জন্য এক খণ্ড জমির জন্য আবেদন করল।

প্রতি গোত্র এবং গ্রামের নিজস্ব "অশুভ অরণ্য" ছিল। সেখানে সমাধিস্থ করা হতো যারা কুষ্ঠ বা বসন্তের মতো যথার্থ কু-ব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারীদের। বড়ো মাপের কোনো বৈদ্য মারা গেলে তার অসীম ক্ষমতাধর পৌত্তলিক জিনিসপত্রও সেখানে ছুড়ে ফেলা হতো। তাই অশুভ অরণ্য ছিল চরম অপরাধী শক্তি এবং অন্ধকারের ক্ষমতায় ভরপুর। এমতাবস্থায় শাসকরা মিশনারিদের ওইরকম এক খণ্ড জমি দান করলেন। তারা ওদেরকে নিজেদের গোত্রের মধ্যে চান না, তাই ওই রকম একটা জমি দিলেন তাদের। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তা গ্রহণ করত না।

উচেন্দু তার সমমর্যাদার সঙ্গীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময় বলল, "ওরা তাদের প্রার্থনালয় বানাবার জন্য এক খণ্ড জমি চায়। আমরা ওদের জমি দেব।" সে একটু থামে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় এবং অমতের একটা গুঞ্জন ওঠে। উচেন্দু বলল, "আমরা ওদের অশুভ অরণ্যে জমি দেব। ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুকে জয় করবার কথা গর্ব করে বলে। আমরা ওদেরকে একটা যথার্থ রণক্ষেত্রে দেব। সেখানে ওরা ওদের বিজয়ের পরিচয় দিক।" সবার মুখে তখন হাসি দেখা দেয়। সবাই এ প্রস্তাবে রাজি হয়। এর আগে তারা ওদেরকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল যে তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা ও পরামর্শ আছে। এখন ওদের আবার ভেতরে ডেকে আনা হলো। ওদের বলা হলো যে অশুভ অরণ্যে তারা যতটুকু নিতে চায় ততটুকু জমিই পাবে। এরপর তারা সবিস্ময়ে দেখল যে খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রচারকরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে গান ধরল।

কতিপয় প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, "ওরা বুঝতে পারছে না, কিন্তু আগামীকাল সকালে যখন ওরা ওদের জমিতে যাবে তখন বুঝবে।" এরপর সভা ভেঙে যায়।

পরদিন সকালে পাগল লোকগুলো অরণ্যের একটা অংশ পরিষ্কার করে তাদের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। এমবান্তোর অধিবাসীরা ভেবেছিল যে চার দিনের মধ্যে ওই ধর্মপ্রচারকদের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এক এক করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন পার হয়ে যায়, কেউ মারা পড়ে না। সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপর সবাই বুঝল যে, এই শ্বেতাঙ্গদের যে পৌত্তলিক পূজার জিনিস আছে তা অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর। সে তার চোখে কাচ এঁটে রাখে যেন সে অশুভ আত্মাদের দেখতে পায় এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। এরপরই তার কাছে তিন জন গ্রামবাসী নতুন ধর্ম গ্রহণ করে।

ন্ওই প্রথম দিন থেকেই নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সে তা গোপন রাখে। তার বাবার ভয়ে সে মিশনারিদের খুব কাছে যাবার সাহস পায় না। কিন্তু যখনই তারা বাজারের খোলা জায়গায় কিংবা গ্রামের খেলার মাঠে তাদের প্রচারকার্য চালাবার জন্য আসত তখনই ন্ওই সেখানে গিয়ে হাজির হতো। আর তারা যেসব সরল কাহিনী বলত সে ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি আয়ত্ত করে ফেলতে শুরু করেছিল।

এর মধ্যেই তাদের গির্জায় স্বল্পসংখ্যক নিয়মিত উপাসকবৃন্দ উপস্থিত হতে শুরু করেছিল। এই কাজের ভার নিলেন দোভাষী মি. কিয়াগা। তিনি তাদের উদ্দেশ করে বললেন, "আমরা এবার আমাদের গির্জা নির্মাণ করেছি।" ইতোমধ্যে শ্বেতাঙ্গ লোকটি উমুওফিয়ায় ফিরে গিয়েছিল। সেখানে সে তার প্রধান দপ্তর স্থাপন করে এমবান্তোতে মিস্টার কিয়াগার গির্জার উপাসকদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে মিলিত হয়।

মিস্টার কিয়াগা বললেন, "আমরা এখন আমাদের গির্জা নির্মাণ করেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমরা চাই যে তোমরা সবাই প্রতি সপ্তাহের সপ্তম দিনে এখানে এসে প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করবে।"

পরের রবিবার ন্ওই লাল মাটি আর খড়ে ছাওয়া ছোট ভবনটির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। সে গানের ধ্বনি শুনতে পায় এবং ওরা অল্প কয়েকজন লোক হলেও ওই সঙ্গীত ছিল উচ্চগ্রামের এবং প্রত্যয়ী। ওদের গির্জা নির্মিত হয়েছিল একটা গোলাকার উন্মুক্ত জায়গায়। জায়গাটাকে অশুভ অরণ্যের ব্যাদিত মুখের মতো দেখায়। তার দাঁত চেপে ধরে ওদের আটকে ফেলার জন্যই কি অরণ্য অপেক্ষা করছে? গির্জার সামনে দিয়ে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করার পর ন্ওই বাড়ি ফিরে আসে।

এমবান্তার জনগণ জানত যে তাদের দেবতারা এবং পূর্বপুরুষরা অনেক সময় চুপ করে থাকে, ইচ্ছা করেই একজন মানুষকে তাদের নির্দেশ অমান্য করতে দেয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তারা আকেটা সময়সীমা ঠিক করে দেয়। তা হলো সাতটি হাটের দিন অথবা সর্বমোট অষ্টাদশ দিবস। এর বাইরে গেলে কারো পরিত্রাণ নেই। আর তাই, ধৃষ্ট মিশনারিরা অশুভ অরণ্যে তাদের গির্জা নির্মাণের পর যখন সপ্তম সপ্তাহ প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে তখন গ্রামের সর্বত্র উত্তেজনা চরমে ওঠে। গ্রামবাসীরা মিশনারিদের ধ্বংস সম্পর্কে এতটা সুনিশ্চিত ছিল যে দু-একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নতুন ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে।

অবশেষে যে দিনটির মধ্যে মিশনারিদের মরে যাওয়ার কথা সে দিনটি এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু দেখা যায় যে তারা তখনো বেঁচে আছে। তারা তাদের গুরু মি. কিয়াগার জন্য লাল মাটি আর খড় দিয়ে একটা নতুন বাড়ি তুলছে। ওই সপ্তাহে আরো কয়েকজন লোক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হলো। আর এই প্রথমবারের মতো একজন মহিলা নতুন ধর্ম গ্রহণ করল। তার নাম এননেকা। সে ছিল সচ্ছল চাষী আমাদির স্ত্রী। তার পেট তখন খুব বড়ো ও ভারি হয়ে উঠেছিল।

এর আগে এননেকা চার বার গর্ভবতী হয়েছিল এবং সে চার বার সন্তান প্রসব করে। প্রতিবারই সে জন্ম দেয় যমজ সন্তানের এবং ওই নবজাতকদের সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয় ঝোপের ভেতর। তার স্বামী এবং স্বামীর পরিবার এননেকা সম্পর্কে খুবই সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং সেজন্য তাকে পালিয়ে গিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে দেখে তারা অহেতুক বিচলিত হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তারা বরং ভাবল যে আপদ বিদায় হয়েছে।

এক সকালে ওকোনকুয়োর জ্ঞাতি ভাই আমিকউ পাশের গ্রাম থেকে ফেরার সময় গির্জার পাশ দিয়ে আসছিল। তখন সে ন্ওইকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখতে পায়। সে খুব অবাক হয়ে যায়। সে বাড়ি ফিরেই সোজা ওকোনকুয়োর কুটিরে যায় এবং কী দেখেছে তা তাকে জানায়। বাড়ির মেয়েরা উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে কিন্তু ওকোনকুয়ো নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

ন্ওই যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন অপরাহ্ণ অনেকক্ষণ গড়িয়ে গিয়েছিল। সে তার বাবার "ওবি"-তে গিয়ে তাকে অভিবাদন করে কিন্তু ওকোনকুয়ো কোনো সাড়া দিল না। ন্ওই ঘুরে ভেতরে উঠানের দিকে যাবার উপক্রম করতেই ওকোনকুয়ো হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে লাফিয়ে ওঠে এবং তার টুঁটি চেপে ধরে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গিয়েছিলি তুই?"

ন্ওই তার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করে।

ওকোনকুয়ো গর্জে উঠে বলল, "তোমাকে খুন করে ফেলার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।" সে বেঁটে দেয়ালের উপরে রাখা একটা ভারি লাঠি হাতে তুলে নিয়ে তাকে প্রচণ্ড জোরে দু-তিনটা আঘাত করে।

সে আবার গর্জন করে ওঠে, "আমার প্রশ্নের জবাব দে!" ন্ওই বাবার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না। মেয়েরা ভয়ে ভেতরে ঢোকে না, বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে।

এমন সময় বাইরের উঠান থেকে একটা গলার স্বর শোনা যায় : "আহ্, কী হচ্ছে? ছেলেটাকে এক্ষুনি ছেড়ে দাও। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?" কথাটা বলে ওকোনকুয়োর মামা উচেন্দু।

ওকোনকুয়ো কোনো কথা বলে না, কিন্তু ন্ওইকে ছেড়ে দেয়। নওই সেখান থেকে চলে যায়, তারপর আর সে বাড়ি ফিরে আসে নি।

সে গির্জায় ফিরে গিয়ে মি. কিয়াগাকে জানাল যে সে উমুওফিয়ায় যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। সেখানে ধর্মযাজকরা তরুণ খ্রিষ্টানদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মি. কিয়াগা ভীষণ উল্লসিত হন। তিনি সুর করে বললেন, "সেই আশীষধন্য যে আমার জন্য তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে। যারা আমার কথা শোনে তারাই আমার পিতা ও মাতা।"

ন্ওই পুরোপুরি সব বুঝতে পারে না, কিন্তু বাবার কাছ থেকে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে পেরে সে খুশি হয়। পরে সে একদিন তার মা ও ভাইবোনদের কাছে ফিরে যাবে এবং তাদেরকে তার নতুন ধর্মে দীক্ষিত করবে।

ওকোনকুয়ো সে-রাত্রে কাঠের আগুনের চুল্লির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে পর্যালোচনা করে। একটা প্রচণ্ড ক্রোধ তার মধ্যে জেগে ওঠে। তার ইচ্ছা করে এই মুহূর্তে কুঠার হাতে নিয়ে সে ওই গির্জার কাছে ছুটে যায়, ওই কুৎসিত এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকগুলোকে সদলবলে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু একটু চিন্তা করার পর তার মনে হলো, নওই এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, তার কারণে একটা কঠিন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তার মনের মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার জেগে ওঠে: এত লোক থাকতে কেন ওকোনকুয়োর কপালেই ওই রকম একটা অভিশপ্ত পুত্র জুটল? সে এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে তার নিজস্ব দেবতা অথবা "চি"র হাত দেখতে পায়। তা না হলে সে কীভাবে প্রথমে তার চরম দুর্ভাগ্যের এবং নির্বাসনের আর তারপর তার পুত্রের এই জঘন্য আচরণের ব্যাখ্যা করবে? এখন ভালো করে ভেবে দেখার সময় পাবার পর তার পুত্রের অপরাধের বিশালতা তার চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পিতৃপুরুষদের দেবতাদের ত্যাগ করা, তারপর কয়েকজন মেয়েলি স্বভাবের মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, যারা সারাক্ষণ মুরগির মতো কিচকিচ করে, এর চাইতে ঘৃণ্য আর কী হতে পারে? তার মৃত্যুর পর তার সকল পুরুষ সন্তান যদি নওইর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের দেবতাদের ত্যাগ করে তা হলে কী হবে? এই সাংঘাতিক সম্ভাবনার কথা ভাবতেই ওকোনকুয়োর সারা শরীর কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। সে কল্পনায় নিজেকে ও তার বাবাকে দেখতে পায়, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পবিত্র উপাসনালয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কখন তাদের উদ্দেশে পূজা ও বলিদান হবে তার জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু বৃথা অপেক্ষা, তারা দেখতে পায় শুধু অতীত দিনের ভস্মরাশি, আর তার নিজের সন্তানরা তখন শ্বেতাঙ্গ মানুষটির ঈশ্বরের উপাসনায় মগ্ন রয়েছে। যদি এই রকম কিছু সত্যিই ঘটে তাহলে ওকোনকুয়ো নিঃসন্দেহে তাদেরকে এই ধরণীর বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ওকোনকুয়োর একটা জনপ্রিয় নাম ছিল। অনেকেই তাকে ডাকত "আগুনের শিখা" বলে। কাঠের চুল্লির দিকে তাকিয়ে তার ওই নামের কথা মনে পড়ল। সে আগুনের শিখা। তাই যদি হয় তাহলে কেমন করে সে নওইর মতো একটা অধঃপতিত এবং মেয়েলি পুত্রের জন্ম দিল? হয়তো ও তার ছেলে নয়। না! ও তার ছেলে হতেই পারে না। তার বউ তাকে ঠকিয়েছে। ওকে সে উচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা দেবে! কিন্তু ন্ওইর সঙ্গে ওকোনকুয়ো তার পিতা উনোকার, ন্ওইর দাদার, সুস্পষ্ট মিল দেখতে পায়। তখন তার আগের চিন্তা সে তার মন থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। কিন্তু সে, ওকোনকুয়ো, যাকে সবাই বলত আগুনের শিখা, কেমন করে সে ওই রকম মেয়েলি স্বভাবের একটি ছেলেকে জন্ম দিল? ন্ওইর বয়সে সে তার নির্ভীক স্বভাব ও মল্লক্রীড়ায় নৈপুণ্যের জন্য সমগ্র উমুওফিয়ায় বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল।

সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। তাকে সহানুভূতি জানাবার জন্যই যেন ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা আগুনের মধ্যে থেকে একটা নিঃশ্বাস নির্গত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওকোনকুয়োর চোখ খুলে যায়। সে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। জ্বলন্ত আগুন থেকেই জন্ম নেয় শীতল অক্ষম ভস্ম। সে আরেকবার একটা গাঢ় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৮

এমবান্তার তরুণ গির্জাটি তার জীবনকালের প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। গোত্র প্রথমে নিশ্চিত ছিল যে এটা টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু এটা টিকে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গোত্র কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, কিন্তু খুব বেশি না। কিছু "এফুলেফু", অতি তুচ্ছ লোকজন, যদি অশুভ অরণ্যে বাস করতে চায় তো করুক, সেটা ওদের ব্যাপার। সত্যি বলতে কি, ওই ধরনের অবাঞ্ছিত লোকদের জন্য অশুভ অরণ্যই তাদের যথার্থ বাসস্থান। একথা সত্য যে ওরা যমজ সন্তানদের ঝোপের ভেতর থেকে উদ্ধার করে এসেছে, কিন্তু তাদেরকে ওরা কখনো গ্রামের ভেতরে নিয়ে আসে নি। গ্রামবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ওদের যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল ওরা এখনো সেখানেই আছে। ধরণীর দেবী নিশ্চয়ই খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের পাপের জন্য নিরপরাধ গ্রামবাসীদের শাস্তি দেবেন না?

কিন্তু একটি ব্যাপারে ধর্মপ্রচারকরা তাদের সীমা লঙ্ঘনের প্রয়াস পায়। তিন জন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে গিয়ে সগর্বে ঘোষণা করে যে গ্রামবাসীদের দেবতারা প্রাণহীন এবং নির্বীর্য, এবং ওরা তাদের পূজাবেদিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের প্রকাশ্য বিরোধিতা প্রদর্শন করতে প্রস্তুত।

একজন পুরোহিত বলল, "যাও, তোমার মায়ের যৌনাঙ্গ পুড়িয়ে দাও গিয়ে।" গ্রামবাসীরা ওই তিন ব্যক্তিকে ধরে মারতে মারতে রক্তে ভাসিয়ে দেয়। এরপর অনেক দিন যাবৎ গির্জা আর গোত্রের মধ্যে কিছু ঘটে না।

কিন্তু নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্বেতাঙ্গ লোকরা নাকি শুধু একটা ধর্ম নয়, একটা সরকারও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। শোনা যায়, নিজেদের ধর্মের অনুসারীদের রক্ষা করার জন্য তারা নাকি উমুওফিয়ায় একটি বিচারালয় স্থাপন করছে। এটাও শোনা যায়, জনৈক ধর্মপ্রচারককে হত্যা করার জন্য ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি লোককে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে।

এসব কাহিনী মানুষ প্রায়ই বলাবলি করলেও এমবান্তার জনগণের কাছে রূপকথার গল্প বলেই মনে হতো এবং নতুন গির্জা এবং গোত্রের সম্পর্কের উপর এর তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না। আর এখানে ধর্মপ্রচারকদের হত্যা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর পাগলামি সত্ত্বেও মি. কিয়াগা ছিলেন অতিশয় নিরীহ এক ব্যক্তি। আর তিনি যাদের ধর্মান্তরিত করেছেন তাদের হত্যা করলেও হত্যাকারীকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে, কারণ যত অপদার্থই হোক তারা তখনো ছিল গোত্রের সদস্য। আর তাই, শ্বেতাঙ্গদের সরকার কিংবা কোনো খ্রিষ্টানকে হত্যা করার পরিণাম সম্পর্কে তারা যেসব কাহিনী শোনে তারা তাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। ওরা বেশি ঝামেলা করলে ওদেরকে গ্রাম থেকে খেদিয়ে দেয়া হবে।

আর এই সময়ে ছোট গির্জাটিও তার নিজের কিছু সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, গোত্রকে বিরক্ত করার সময় তার তখন ছিল না। সমস্যাটা শুরু হয় জাতিচ্যুতদের নতুন ধর্মে দীক্ষিত করার প্রশ্ন নিয়ে।

এই জাতিচ্যুতরা, "ওসু"রা যখন দেখল যে নতুন ধর্মটি যমজ সন্তান এবং ওই রকম চরম ঘৃণ্য জিনিসকেও সাদরে বরণ করে নিচ্ছে তখন তাদের মনে হলো যে তারাও হয়তো সেখানে জায়গা পাবে। আর তাই এক রবিবার ওদের দুজন গির্জায় গিয়ে হাজির হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়, কিন্তু ধর্মান্তরিতদের মধ্যে নতুন ধর্মটি এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তারা সঙ্গে সঙ্গে গির্জা ত্যাগ করে না। শুধু যারা ওই দুজনের কাছে বসেছিল তারা দূরে সরে যায়। এটা ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার, তবে এর স্থায়িত্ব ছিল শুধু প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত। গির্জার সবাই প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং ওই লোক দুটিকে বের করে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু মি. কিয়াগা ওদের নিরস্ত করেন এবং বিষয়টা ওদেরকে ব্যাখ্যা করে বলেন।

তিনি বললেন, "ঈশ্বরের কাছে কোনো ক্রীতদাস নেই, কোনো মুক্ত মানুষ নেই। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান এবং আমাদের এই ভাইদেরকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করতেই হবে।"

ধর্মান্তরিত একজন বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না। আমরা 'ওসু'কে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছি এটা শুনলে পৌত্তলিকরা আমাদের সম্পর্কে কী বলবে? তারা হাসবে।"

মি. কিয়াগা বললেন, "তাদের হাসতে দাও। বিচারের দিন ঈশ্বর তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েই ঠাট্টাতামাশা করবেন। কেন বিভিন্ন জাতি আর জনগণ একটা তুচ্ছ জিনিস এভাবে কল্পনা করে? তিনি, যিনি স্বর্গে বসে আছেন, হাসবেন। ঈশ্বরের চোখে এরা ঘৃণ্য বস্তু বলে গণ্য হবে।"

ধর্মান্তরিত লোকটি তবু বলে, "আপনি মোটেই বুঝতে পারছেন না। আপনি আমাদের শিক্ষক এবং নতুন ধর্ম সম্পর্কে নানা কিছু আপনি আমাদের শেখাতে পারেন। কিন্তু এটা এমন একটা বিষয় যা আমরা ভালো করে জানি।" এর পর "ওসু" কী লোকটি মি. কিয়াগাকো তা ব্যাখ্যা করে বোঝায়।

ওসু হলো দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক ব্যক্তি, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, সে টাবু, চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ, সে এবং তার সন্তানরা। তার জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ, জন্ম-স্বাধীন কেউ তাকে বিয়ে করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে সে একজন অচ্ছুৎ, বৃহৎ পূজাবেদির কাছে গ্রামের এক বিশেষ এলাকায় সে বাস করে। সে যেখানেই যায় সেখানেই সঙ্গে নিয়ে যায় তার নিষিদ্ধ জাতের চিহ্ন, তার দীর্ঘ জটপাকানো নোংরা চুল। ক্ষুর তার জন্য টাবু। জন্ম-স্বাধীনদের কোনো জনসমাগমে একজন ওসু কখনো যোগ দিতে পারে না। জন্ম-স্বাধীন কেউ একজন ওসুর ছাদের নিচে কখনো আশ্রয় নিতে পারে না। গোত্রের চার খেতাবের মধ্যে একজন ওসু একটি খেতাবও গ্রহণ করতে পারে না। আর মারা যাবার পর তাকে তার সমগোত্রীয়দের সঙ্গে সমাহিত করা হয় অশুভ অরণ্যে। এই রকম একটি লোক কীভাবে যিশু খ্রিষ্টের অনুগামী হতে পারে?

মিস্টার কিয়াগা বললেন, "তোমার-আমার চাইতে তার খ্রিষ্টের দরকার বেশি।"

ধর্মান্তরিত লোকটি এবার বলল, "তাহলে আমি আবার গোত্রে ফিরে যাব।" এবং তাই যায় সে।

এই সময় মি. কিয়াগা তাঁর অবস্থানে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ওই দৃঢ়তাই ন গির্জাটিকে রক্ষা করে। দোদুলচিত্ত নবদীক্ষিতরা তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস থেকে প্রেরণা এবং আস্থা লাভ করে। মি. কিয়াগা জাতিচ্যুত দুজনকে তাদের দীর্ঘ জটপাকানো চুল কামিয়ে ফেলতে বললেন। প্রথমে তারা ভয় পায়। এর ফলে তারা হয়তো মরে যাবে।

মি. কিয়াগা বললেন, "তোমরা চুল কামিয়ে না ফেললে আমি তোমাদের আমার গির্জায় গ্রহণ করব না। তোমাদের ভয় হচ্ছে যে তাহলে তোমরা মরে যাবে। কেন তা হবে? যারা তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলে তোমরা তাদের চাইতে কোন দিকে থেকে আলাদা? একই ঈশ্বর তোমাদের এবং তাদের সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। অথচ তারা তোমাদেরকে কুষ্ঠরোগীর মতো ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। যে-ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যারা তাঁর পূত নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের তিনি অনন্ত জীবন দান করবেন। তোমাদের এই ধরনের কাজ ঈশ্বর-বিরোধী। পৌত্তলিকরা বলে যে তোমরা যদি এটা করো কিংবা ওটা করো তাহলে তোমাদের মৃত্যু হবে। ওদের কথা শুনে তোমরা ভয় পাও। ওরা তো বলেছিল যে এই জমিতে আমার গির্জা বানালে আমার মৃত্যু হবে। আমি কি মরে গেছি? ওরা বলেছিল যে যমজ বাচ্চাদের যত্ন নিলে আমি মারা পড়ব। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি। পৌত্তলিকরা যা বলে সবই মিথ্যা কথা। একমাত্র ঈশ্বরের বাণীই সত্য।"

জাতিচ্যুত দু'জন তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলে এবং অল্প কালের মধ্যে ওই দুজনের একজন নতুন ধর্মের সব চাইতে শক্তিশালী অনুগামী হয়ে ওঠে। তার চাইতেও বড়ো কথা, এমবান্তার প্রায় সব "ওচু" ওই দুই ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বস্তুতপক্ষে ওদেরই একজন তার অতিউৎসাহের ফলে, বছরখানেক পরে, গির্জাকে গোত্রের সঙ্গে একটা গুরুতর দ্বন্দ্বের সামনে ফেলে দেয়। সে জলের দেবতার উৎস পবিত্র অজগরকে হত্যা করে।

এমবান্তায় এবং তার চারপাশের গোত্রসমূহের কাছে রাজকীয় অজগর ছিল প্রাণীকুলের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত প্রাণী। তাকে সম্বোধন করা হতো "আমাদের পিতা" বলে। ওই অজগর যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারত, এমনকি সে মানুষের বিছানায় পর্যন্ত উঠে যেতে পারত। ওই অজগর বাড়িঘরের ইঁদুর খেত, মাঝে মাঝে মুরগির ডিমও গিলে ফেলত। গোত্রের কোনো ব্যক্তি ঘটনাক্রমে, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, রাজকীয় অজগরকে হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে পশু বলিদান করতে হতো, এবং একজন মহান ব্যক্তির মৃত্যুর পর যেরকম ব্যয়বহুল শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করা হয় অজগরের জন্যও সেই রকম শেষ কৃত্যানুষ্ঠান করতে হতো। জেনেশুনে তাকে হত্যা করলে অপরাধীর কী শাস্তি হবে তা কোথাও নির্ধারিত ছিল না। ওই রকম কাণ্ড যে ঘটতে পারে সে-কথা কেউ চিন্তাও করে নি।

ব্যাপারটা হয়তো সত্যি সত্যি ঘটেই নি। গোত্র প্রথমে এটাকে সেইভাবে দেখে। কেউ নিজের চোখে লোকটিকে অজগরকে হত্যা করতে দেখে নি। কাহিনীটার উদ্ভব হয়েছে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে।

তবু, এমবান্তার শাসককুল এবং প্রবীণ ব্যক্তিরা তাদের করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি সভায় মিলিত হয়। অনেকেই দীর্ঘ বক্তৃতা করে এবং তীব্র ক্রুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষণ দেয়। তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা জেগে ওঠে। ওকোনকুয়ো ততদিনে তার মায়ের দেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। সে বলল, ওই চরম ঘৃণ্য লোকগুলোকে চাবুক দিয়ে মারতে মারতে গ্রাম থেকে বের করে না দেয়া পর্যন্ত এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কিন্তু অনেকে ব্যাপারটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরামর্শই বলবৎ হয়।

একজন বলল, "নিজেদের দেবতাদের হয়ে লড়াই করা আমাদের রীতি নয়। এখন তা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। কেউ যদি তার নিজের কুটিরে সবার চোখের আড়ালে পবিত্র অজগরকে হত্যা করে, তাহলে সেটা তার আর তার দেবতার ব্যাপার। আমরা সে হত্যাকাণ্ড দেখি নি। আমরা যদি দেবতা আর তার বলির মধ্যে নিজেদের স্থাপন করি তাহলে অপরাধীর জন্য নির্ধারিত সাজা হয়তো আমাদের উপরই এসে পড়বে। একটা মানুষ যখন দেবতাদের নিন্দা করে তখন আমরা কী করি? আমরা কি ছুটে গিয়ে তার মুখে হাত চাপা দিই? না। আমরা আমাদের নিজেদের কানে আঙুল দিই, যেন কিছু শুনতে না হয়। সেটাই প্রাজ্ঞ পদক্ষেপ।"

ওকোনকুয়ো বলল, "এরকম কাপুরুষের মতো যুক্তি দেখিও না। একটা লোক যদি আমার ঘরে এসে আমার মেঝের উপর মলমূত্র ত্যাগ করে তখন আমি কী করব? আমি কি আমার চোখ বন্ধ করে রাখব? না। আমি লাঠি তুলে নিয়ে তার মাথা ভেঙে দেব। ওই লোকগুলো নিত্যদিন আমাদের মাথার উপর নোংরা ঢালছে, আর ওকেকে বলছে যে আমরা কিছুই না দেখার ভান করব।" তার মুখ দিয়ে একটা তীব্র অবজ্ঞার ধ্বনি নির্গত হয়। সে মনে মনে ভাবে, এটা একটা মেয়েদের গোত্র। তার পিতৃভূমি উমুওফিয়ায় এরকম কাণ্ড কখনোই ঘটত না।

আরেকজন বলল, "ওকোনকুয়ো ঠিক কথাই বলেছে। আমাদের একটা কিছু করা দরকার। আমরা ওদের একঘরে করি। তাহলে আর ওদের ঘৃণ্য কার্যাবলীর জন্য আমরা দায়ী হব না।"

সভায় উপস্থিত সকলেই কিছু না কিছু বলে। অবশেষে খ্রিষ্টানদের একঘরে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। রাগে ও ঘৃণায় ওকোনকুয়ো দাঁত কিড়মিড় করে।

সে-রাতে ঘণ্টাবাদক এমবান্তার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করল যে এখন থেকে নতুন ধর্মগ্রহণকারীদের সবাইকে গোত্রের জীবন এবং সুবিধাদি থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিষ্কৃত করা হলো।

ইতোমধ্যে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেছিল। তারা এখন নারী, পুরুষ ও শিশুদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী ও নিশ্চিত দেখায়। শ্বেতাঙ্গ ধর্মপ্রচারক মিস্টার ব্রাউন তাদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, "আমি যখন চিন্তা করি যে মাত্র আঠারো মাস আগে তোমাদের মধ্যে 'বীজ' বপন করা হয়েছিল তখন প্রভু যে কী সম্পাদন করেছেন তা দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই।"

এখন পবিত্র সপ্তাহ চলছে। আজ বুধবার। ইস্টারের জন্য গির্জা ঘষে-মেজে সুন্দর করতে হবে। মিস্টার কিয়াগা মেয়েদের লাল মাটি, সাদা চক ও জল নিয়ে আসতে বললেন। মেয়েরা এই কাজের জন্য নিজেদের তিনটি দলে ভাগ করে নেয়। সেদিন সকালে তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। জলের পাত্র নিয়ে একদল গেল নদীতে, নিড়ানি আর ঝুড়ি নিয়ে একদল গেল গ্রামের লাল মাটির গর্তের দিকে, আর বাকিরা গেল চকখড়ির জায়গার দিকে।

মি. কিয়াগা যখন গির্জায় প্রার্থনা করছিলেন তখন হঠাৎ মেয়েদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি প্রার্থনা শেষ করে কী ঘটেছে তার খোঁজ করতে গেলেন। মেয়েরা শূন্য জলের পাত্র নিয়ে গির্জায় ফিরে এসেছে। ওরা বলল যে কয়েকটি যুবক চাবুক হাতে নিয়ে ওদেরকে নদীর কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। একটু পরে যারা লাল মাটি আনতে গিয়েছিল তারাও তাদের শূন্য ঝুড়ি নিয়ে ফিরে আসে। তাদের কয়েকজনকে চাবুক দিয়ে বেদম প্রহার করা হয়েছে। একটু পরে চকখড়ি সংগ্রহ করতে যাওয়া মেয়েরাও ফিরে এসে একই কাহিনী বর্ণনা করে।

মিস্টার কিয়াগা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন : "এসবের অর্থ কী?"

একটি স্ত্রীলোক বলল, "গ্রাম আমাদের একঘরে করেছে। ঘণ্টাবাদক গতরাতে এই ঘোষণা দেয়, কিন্তু কাউকে নদী কিংবা চকখড়ির জায়গা থেকে নিষিদ্ধ করার প্রথা আমাদের মধ্যে কোনোদিন ছিল না।"

আরেকটি স্ত্রীলোক বলল, "ওরা আমাদের ধ্বংস করে দিতে চায়। আমাদেরকে ওরা বাজারে ঢুকতে দেবে না। স্পষ্ট করেই সেকথা ওরা বলেছে।"

মি. কিয়াগা তাঁর ধর্মান্তরিত পুরুষ সদস্যদের গ্রামে খবর দিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তখনই তিনি তাদেরকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তারাও ঘণ্টাবাদকের ঘোষণা শুনেছিল, কিন্তু তাদের সারা জীবনে তারা কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের জন্য নদীকে নিষিদ্ধ করার কথা শোনে নি।

তারা মেয়েদের বলল, "চলো, এবার আমরা তোমাদের সঙ্গে গিয়ে ওই কাপুরুষদের মোকাবেলা করব।" ওদের কারো কারো হাতে বড়ো লাঠি, কারো কারো হাতে কুড়াল।

কিন্তু মিস্টার কিয়াগা তাদের নিরস্ত করলেন। ওদেরকে কেন একঘরে করা হয়েছে আগে তিনি সেটা জানতে চান।

একজন বলল, "ওরা বলে যে ওকোলি পবিত্র অজগরকে হত্যা করেছে।"

আরেকজন বলল, "এটা একটা মিথ্যা কথা। ওকোলি নিজে আমাকে বলেছে যে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

এর উত্তর দেবার জন্য ওকোলিকে সেখানে দেখা যায় না। আগের রাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরের দিন অতিক্রান্ত হবার আগেই সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যু একটা জিনিস স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়। দেবতারা এখনো নিজেদের লড়াই নিজেরা চালিয়ে যেতে সক্ষম। তাই গোত্র খ্রিষ্টানদের নিগৃহীত করার কোনো কারণ দেখতে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৯

এখন বছরের সর্বশেষ ভারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। প্রাচীর নির্মাণের জন্য লাল মাটিতে পা চাপাবার এখনই সময়। আগে এটা করা যায় নি কারণ তখন প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল, পায়ে মাড়ানো মাটির স্তূপ জলের তোড়ে ভেসে যেত। আর এই কাজটা পরে করার সুযোগ ছিল না, কারণ কিছুদিনের মধ্যে প্রথম ফসল তোলার সময় এসে যাবে এবং তারপর শুরু হবে শুষ্ক মৌসুম।

এমবান্তায় এটাই হবে ওকোনকুয়োর শেষ ফসল তোলা। সাতটি অপচয়িত এবং ক্লান্ত বছর শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হতে চলেছে। তার মায়ের দেশে ওকোনকুয়ো সচ্ছলতা অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু সে জানত যে তার পিতৃভূমি উমুওফিয়ায় সে আরো বেশি সফল হতে পারত। সেখানকার জনগণ খুব সাহসী এবং যুদ্ধমনোভাবসম্পন্ন। সেখানে থাকলে এই সাত বছরে সে একেবারে সর্বোচ্চ শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারত। তাই তার নির্বাসিত জীবনের সাত বছরের প্রতিদিন সে আক্ষেপ করত। তার মায়ের আত্মীয়বর্গ তার প্রতি প্রচুর সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছে, এজন্য সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার জন্য তো বাস্তবতা বদলে যায় না। নির্বাসনে থাকাকালীন তার প্রথম যে সন্তান জন্ম নেয় সে তার নাম রাখে এননেকা– "মাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ।" নিজের মাতৃকূলের প্রতি সৌজন্যবশত সে এই নামকরণ করে। কিন্তু দু'বছর পর যখন তার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন ওকোনকুয়ো তার নাম রাখে এমওফিয়া, যার অর্থ "তেপান্তরে জন্ম নেয়া।"

নির্বাসনের শেষ বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে ওবিরিকাকে প্রয়োজনীয় টাকা পাঠিয়ে দেয়। ওবিরিকা তার পুরনো প্রাঙ্গণে তার জন্য দুটি ঘর তুলবে। সে আরো নতুন ঘর এবং তার প্রাঙ্গণের বহির্প্রাচীর নির্মাণ করার আগে তার পরিবার নিয়ে ওই দুই ঘরে থাকবে। নিজের "ওবি" বানাবার জন্য অন্য কাউকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা যায় না, প্রাঙ্গণের প্রাচীর নির্মাণের জন্যও বলা যায় না। এসব কাজ নিজেকে করতে হয় কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে হয় নিজের পিতার কাছ থেকে।

বছরের শেষ ভারি বর্ষণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওবিরিকা ওকোনকুয়োকে খবর দেয় যে ঘর দুটি তোলা হয়েছে। ওকোনকুয়ো বর্ষা শেষ হলেই ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আরো আগে ফিরতে পারলেই সে খুশি হতো, তাহলে বর্ষা শেষ হবার আগেই সে তার প্রাঙ্গণের প্রাচীর নির্মাণ করে ফেলতে পারত, কিন্তু তা সম্ভব হয় না। সে-ক্ষেত্রে তার নির্বাসন দণ্ডের সাত বছরের শাস্তি পূর্ণ হতো না, এবং সেটা কিছুতেই করা যায় না। সেই কারণেই ওকোনকুয়ো শুষ্ক মৌসুমের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করে।

সেটা আসে ধীরে ধীরে। প্রথমে বৃষ্টিপাত ক্রমান্বয়ে হালকা হতে থাকে, তারপর বৃষ্টির ধারা পড়ে বাঁকা হয়ে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির মধ্যেই সূর্য দেখা যায় এবং একটা মৃদু হাওয়া প্রবাহিত হয়। আনন্দোচ্ছল বাতাসের মতো হালকা একটা বৃষ্টি। আকাশে রামধনু দেখা যায়, কখনো কখনো একসঙ্গে দুটি রামধনু, মা আর তা মেয়ের মতো, একটা তারুণ্যদীপ্ত ও রূপসী, অন্যটা একটু বয়স্ক এবং আবছা ছায়ার মতো। এখানে রামধনুকে বলা হয় আকাশের অজগর।

ওকোনকুয়ো তার তিন স্ত্রীকে ডেকে একটা বড়ো ভোজের আয়োজন করার নির্দেশ দিল। সে ওদেরকে উদ্দেশ করে বলল, "এখান থেকে চলে যাবার আগে আমি আমার মায়ের আত্মীয়বর্গকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিতে চাই।"

ইকওয়েফির সঞ্চয়ে তখনো গত বছরের চাষ করা কিছু কাসাভা উদ্বৃত্ত ছিল। অন্য স্ত্রীদের কাছে কিছুই ছিল না। তারা যে অলস ছিল তা নয়, তাদেরকে তাদের অনেক কটি ছেলেমেয়ের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হতো। তাই সবাই ধরে নেয় যে আসন্ন ভোজ উৎসবে ইকওয়েফি-ই কাসাভার যোগান দেবে। ন্ওইর মা এং ওজিউগো অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করবে, যেমন ভাজা মাছ, স্যুপের জন্য তালের তেল ও মরিচ ইত্যাদি। মাংস আর ইয়্যামের দিকটা দেখবে ওকোনকুয়ো নিজে।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে ইকওয়েফি। সে তার মেয়ে ইজিনমা এবং ওজিউগোর মেয়ে ওবিয়াগেলিকে নিয়ে কাসাভায় কন্দ তোলার জন্য ক্ষেতে চলে যায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে দেখা যায় লম্বা বেতের ঝুড়ি, কাসাভার কোমল কাণ্ড কাটার জন্য ছোট কুঠার, আর মাটির ভেতর থেকে কন্দ খুঁড়ে বের করার জন্য ছোট নিড়ানি। সৌভাগ্যক্রমে রাতে হাল্কা বৃষ্টি হয়; সেজন্য জমি খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্ত ছিল না।

ইকওয়েফি বলল, "আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যত চাই তত কাসাভা-কন্দ তুলতে পারব।"

ইজিনমা বলল, "কিন্তু পাতা ভেজা থাকবে।"

ইজিনমা তার শাখার উপর সুন্দরভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে তার ঝুড়িটি ধরে আছে, তার দু'হাত তার বুকের উপর ভাঁজ করে বাঁধা। তার শীত-শীত করে। "আমার পিঠে টিপটিপ করে ঠাণ্ডা জল পড়ছে। খারাপ লাগছে আমার। রোদ উঠে পাতাগুলো শুকানো পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

জল অপছন্দ করে বলে ওবিয়াগোলি ওকে "লবণ" বলে ডাকত। ওকে লক্ষ্য করে ওবিয়াগোলি বলল, "তোমার কি ভয় হচ্ছে যে তুমি গলে যাবে?"

ইকওয়েফির কথাই যথার্থ প্রতিপন্ন হয়। কাসাভা সংগ্রহের কাজ সহজেই সম্পন্ন হলো। ইজিনমা নিচু হয়ে কাসাভার কাণ্ড কেটে মাটি খুঁড়ে কন্দ বের করবার আগে প্রতিবারই তার হাতের লম্বা লাঠি দিয়ে প্রতিটি গাছ খুব ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়বারও দরকার হয় না। তারা গোড়া ধরে টান দেয়, শেকড় ভেঙে যায়, মাটিসহ গোড়া উঠে আসে, আর ওরা কন্দগুলো টেনে বের করে আনে।

উপযুক্ত পরিমাণে কাসাভা-কন্দ সংগৃহীত হবার পর ওরা দুই দফায় সেগুলো নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে নিজের নিজের কাসাভা গাজিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেক মহিলার নিজস্ব অগভীর জলাধার আছে।

ওবিয়াগোলি বলল, "চার দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। তিন দিনের মধ্যেও হতে পারে। কন্দগুলো খুব কচি আছে।"

ইকওয়েফি বলল, "সবগুলো খুব কচি নয়। আমি প্রায় দু'বছর আগে এই ক্ষেতে এগুলো বপন করেছি। জমিটা মোটেই ভালো নয়, তাই কন্দ এত ছোট হয়েছে।"

ওকোনকুয়ো কোনো কাজ কখনো আধা-আধি করত না। যখন ইকওয়েফি আপত্তি জানিয়ে বলল যে ভোজ-উৎসবের জন্য দুটি খাসিই যথেষ্ট তখন সে তাকে বলল যে এটা তার ব্যাপার নয়। "আমি এই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করছি কারণ এটা করার সামর্থ্য আমার আছে। নদীতীরে বাস করে আমি থুতু দিয়ে হাত ধুতে পারব না। আমার মাতৃকুলের লোকেরা আমাকে খুব আদরযত্ন করেছে, তাদেরকে অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব তিনটি খাসিই জবাই করা হলো এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলো মোরগ-মুরগি। ঘটনাটা একটা বিয়ের উৎসবের ভোজের মতো হয়ে ওঠে। ফু-ফু আর ইয়্যামের ঝোল পরিবেশিত হয়, সেই সঙ্গে এগুলো আর তেতো-পাতার স্যুপ আর পাত্রের পর পাত্র তালের সুরা।

সব "উসুন্না" তথা পুরুষ আত্মীয়বর্গকে ভোজ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যারা প্রায় দুশো বছর আগে বেঁচেছিলেন ওকোলোর সেই সব বংশধরদেরও আমন্ত্রণ করা হয়। বিশাল পরিবারটির সব চাইতে বয়স্ক সদস্য ছিলেন ওকোনকুয়োর মাতুল উচেন্দু। কোলা বাদামটি ভাঙবার জন্য তাঁর হাতে দেয়া হয়। তিনি পূর্বপুরুষদের কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি প্রার্থনা জানালেন স্বাস্থ্য ও সন্তানসন্ততির জন্য : "আমরা বিত্তের জন্য প্রার্থনা করছি না, কারণ যার স্বাস্থ্য ও সন্তানসন্ততি আছে বিত্তও সে লাভ করবে। আমরা আরো টাকাপয়সা নয় বরং আরো আত্মীয়স্বজনের জন্য প্রার্থনা জানাই। আমরা পশুকুলের চাইতে ভালো, কারণ আমাদের আত্মীয়স্বজন আছে। একটা পশু তার ব্যথা করা পাঁজর গাছের গায়ে ঘষে, একজন মানুষ তার আত্মীয়কে বলে জায়গাটা চুলকে দিতে।" উচেন্দু বিশেষভাবে প্রার্থনা করে ওকোনকুয়ো এবং তার পরিবারের জন্য। সে কোলা বাদামটা ভেঙে পূর্বপুরুষদের জন্য একটা লতি মাটিতে ছুড়ে দিল।

কোলা বাদামগুলোর ভাঙা অংশ ঘুরে ঘুরে এক হাত থেকে অন্য হাতে যায়, আর সেই সময় ওকোনকুয়োর স্ত্রীরা আর সন্তানরা, আর যারা রান্নায় তাদের সাহায্য করতে এসেছিল তারা, সবাই মিলে খাবারগুলো নিয়ে আসতে শুরু করে। তার ছেলেরা তাড়ির ভাণ্ডগুলো নিয়ে আসে। খাবার আর সুরার প্রাচুর্য দেখে অনেক আত্মীয় বিস্মিত হয়ে শিস দিয়ে ওঠে। সমস্ত খাবার সাজিয়ে দেয়া হলে ওকোনকুয়ো কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াল। সে বলল, "আমি আপনাদের এই সামান্য কোলা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। গত সাত বছর ধরে আপনারা আমার জন্য যা করেছেন তার মূল্য পরিশোধ করার জন্য আমি এটা করছি না। শিশু তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য পরিশোধ করতে পারে না। আমি আপনাদেরকে এখানে একত্র হবার জন্য আমন্ত্রণ করেছি, কারণ আত্মীয়স্বজনদের একত্র হওয়া একটা উত্তম জিনিস।"

প্রথমে সবাইকে পরিবেশন করা হয় ইয়্যামের ঝোল, কারণ তা ছিল ফু-ফুর চাইতে হাল্কা। আর সব সময়ই সকলের আগে আসে ইয়্যাম। ইয়্যামের পর পরিবেশিত হলো ফু-ফু। আত্মীয়বর্গের মধ্যে কয়েকজন সেটা খেলো এগুসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে আর কয়েকজন খেলো তেতো-পাতার স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে। তারপর সবাইকে ভাগ ভাগ করে মাংস পরিবেশন করা হয় যেন উমুন্নাদের প্রত্যেকে তার অংশ পায়। বয়সের ক্রম অনুসরণ করে প্রত্যেকে উঠে এসে নিজ নিজ অংশগ্রহণ করে। যে অল্প কয়েকজন আত্মীয় আসতে পারে নি তাদেরকেও তাদের অংশ পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তালের মদ্য পান চলতে থাকার সময় উমুন্নাদের মধ্য থেকে বয়সে সকলের চাইতে যিনি বড়ো সদস্য ছিলেন তিনি ওকোনকুয়োকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন :

"আমি যদি বলি যে আমরা এই রকম বিশাল একটা ভোজ প্রত্যাশা করি নি, তার অর্থ হবে এই যে আমরা আমাদের সন্তান ওকোনকুয়ো যে কত উদারহস্ত তা জানতাম না। তাকে আমরা সবাই চিনি এবং আমরা একটা বিশাল ভোজের প্রত্যাশা করেছিলাম। তা সত্ত্বেও এখানে এসে যা দেখা গেল তা আমাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। ধন্যবাদ তোমাকে। যা তুমি দিয়েছ তা যেন দশগুণ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে। বর্তমান সময়ে যখন তরুণ প্রজন্ম নিজেদেরকে তাদের পিতাদের চাইতে বেশি জ্ঞানী বলে মনে করে তখন একজন মানুষকে পুরনো দিনের মহিমান্বিত পথায় কিছু করতে দেখা একটা ভালো জিনিস। একজন মানুষ তার আত্মীয়স্বজনকে ভোজ-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে তাদেরকে উপোষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নয়, তাদের সবারই আপন আপন গৃহে খাবার আছে। আমরা যখন গ্রামের চন্দ্রালোকিত মাঠে জড়ো হই তখন তা চাঁদের জন্য করি না। প্রতিটি লোক তার নিজের উঠান থেকেই সেটা দেখতে পায়। আমরা একত্র হই কারণ ওই রকম একত্র হওয়া আত্মীয়স্বজনদের জন্য ভালো। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, কেন আমি এসব কথা বলছি। বলছি কারণ তোমাদের জন্য, তরুণ প্রজন্মের জন্য, আমি শঙ্কিত।" যেদিকে বেশির ভাগ তরুণরা বসেছিল সেদিকে হাত নেড়ে তিনি বললেন, "আমার কথা যদি বলো, আমি তো আর অল্প ক'দিন বেঁচে থাকব। উচেন্দু আর উনাচুকউ আর ইমেফো সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তোমরা, তোমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য আমার ভয় হয়, কারণ আত্মীয়-স্বজন যে কত শক্তিশালী তা তোমরা এখনো উপলব্ধি করতে পার নি। সম্মিলিত কণ্ঠে একটা কথা বলা যে কী জিনিস তা তোমরা এখনো বোঝ না। আর তার ফলে কী হয়েছে? একটা চরম ঘৃণ্য ধর্ম এসে তোমাদের মধ্যে আস্তানা গেড়েছে। একটা লোক এখন সহজেই তার বাবা এবং ভাইদের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে চলে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। শিকারীর কুকুর যেমন হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তার প্রভুকে আক্রমণ করে সেইভাবে একটি লোক এখন তার পিতা এবং পূর্বপুরুষদের দেবতারে অভিশাপ দিতে পারে। তোমাদের জন্য আমার ভয় হয়, গোত্রের জন্য আমার ভয় হয়।" তিনি ওকোনকুয়োর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "আমাদেরকে এইভাবে জড়ো হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য তোমাকে আবারো ধন্যবাদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২০

নিজের গোত্র থেকে দূরে থাকার পক্ষে সাত বছর ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ একটি সময়। একটা মানুষের জন্য তার অবস্থান সেখানে সব সময় অপেক্ষা করে থাকে না। একজন চলে গেলে আরেকজন সেখানে দ্রুত উঠে এসে তার জায়গা অধিকার করে নেয়। গোত্র হলো টিকটিকির মতো, লেজ খসে গেলেই সেখানে নতুন লেজ গজায়।

এসব জিনিস ওকোনকুয়োর জানা ছিল। মুখোশ পরা যে নয় আত্মা গোত্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে তাদের মধ্যে ওকোনকুয়ো যে তার পূর্ব স্থান হারিয়েছে তা সে জানে। সে শুনেছে যে নতুন ধর্ম এখানে বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। তার লড়ুইয়ে গোত্রকে নেতৃত্ব দিয়ে এই ধর্মের বিস্তারের বিরুদ্ধে যোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ সে হারিয়েছে। এই ক বছর এখানে থাকলে সে সম্ভবত গোত্রের সর্বোচ্চ খেতাবগুলো অর্জন করতে পারত। সে সুযোগ সে হারিয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ করা এখনো অসম্ভব নয়। সে ঠিক করেছে তার প্রত্যাবর্তন সকলের চোখে পড়ার মতো ব্যবস্থা সে নেবে। সে জাঁকজমকের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করবে, অর্থাৎ সাতটি বছর সে পুনরুদ্ধার করবে।

নির্বাসনের প্রথম বছর থেকেই সে তার প্রত্যাবর্তনের ছক কাটতে শুরু করেছিল। প্রথমে সে তার প্রাঙ্গণ পুনর্নির্মাণ করবে, আগের চাইতে জমকালোভাবে। আগের গোলাঘরের চাইতে অনেক বড়ো একটা গোলাঘর সে বানাবে। তা ছাড়া নতুন দুই স্ত্রীর জন্য সে নতুন দুটি ঘর তুলবে। তারপর সে তার ছেলেদের "ওজো" সমাজে দীক্ষিত করে তার সম্পদের নির্ভুল প্রমাণ দেবে। গোত্রের যথার্থ বড়ো মাপের মানুষরাই শুধু এটা করতে সক্ষম হতো। সবাই যে তাকে কত উঁচু ও সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে পাবে তা সে নিজ স্পষ্ট দেখতে পায়। সে স্পষ্ট দেখতে পায় যে সে গোত্রের সর্বোচ্চ খেতাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জন করেছে।

নির্বাসনের বছরগুলো একটি একটি করে অতিক্রান্ত হতে থাকে। ওকোনকুয়োর মনে হয় তার "চি" যেন এখন অতীতের বিপর্যয়ের কিছু ক্ষতিপূরণ করছে। তার ইয়্যামের ফলন খুব ভালো হয়, শুধু তার মায়ের দেশেই নয়, উমোফিয়াতেও, যেখানে তার বন্ধু প্রতি বছর ভাগ-চাষীদের দিয়ে তার ইয়্যামের চাষ করায়।

কিন্তু তারপরই তার বড়ো ছেলের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটল। প্রথমে মনে হয়েছিল তার মতো শক্তিশালী ব্যক্তিও এ-আঘাত সহ্য করতে পারবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকোনকুয়ো তার দুঃখবেদনার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়। নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল ওকোনকুয়োর। তার আরো পাঁচটি ছেলে আছে। সে তাদেরকে গোত্রের রীতি-প্রথা অনুযায়ী বড়ো করে তুলবে।

সে তার পাঁচ পুত্রকে ডেকে পাঠাল, তারা এসে তার "ওবি"-তে বসল, সর্বকনিষ্ঠটির বয়স ছিল চার বছর। ওকোনকুয়ো তাদের উদ্দেশ করে বলল :

"তোমরা সবাই তোমাদের ভাই-এর জঘন্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছ। এখন সে আর আমার পুত্র নয়, সে আর তোমাদের ভ্রাতা নয়। আমার ছেলে হতে হলে তাকে পুরুষ মানুষ হতে হবে, তাকে আমার জনগণের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মেয়েলোক হতে বেশি পছন্দ করো তা হলে আমি বেঁচে থাকতেই সে যেন এখনই নওইর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যেন আমি তাকে অভিশাপ দিতে পারি। আমার মৃত্যুর পর যদি তোমরা কেউ আমার মতের বিরুদ্ধে যাও তাহলে আমি মৃত্যুপুরী থেকে উঠে এসে তার ঘাড় মটকে দেব।"

ওকোনকুয়োর কন্যাভাগ্য ছিল খুব ভালো। ইজিনমা যে কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল তার এ ক্ষোভ কখনো যায় নি। সে এখন এমবান্তার অন্যতম সুন্দরী হয়ে উঠেছে। তাকে সবাই ডাকে "রূপের স্ফটিকমণি।" যৌবনে তার মাকেও সবাই ওই নামে ডাকত। ইজিনমা ছোটবেলায় নানা অসুখে ভুগেছে, সারাক্ষণ তার মাকে চরম দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় রেখেছে, কিন্তু এখন, প্রায় রাতারাতি, সে একটি স্বাস্থ্যবতী প্রাণোচ্ছল তরুণীতে পরিণত হয়েছে। তবে এখনো, তার মন খারাপ থাকলে, সে রাগী কুকুরের মতো সবার বিরুদ্ধে খ্যাকখ্যাক করে ওঠে। হঠাৎ করেই এবং কোনো আপাতবোধগম্য কারণ ছাড়াই সে তার মনের ওই রকম অবস্থার শিকার হয়। তবে সৌভাগ্যবশত এটা অনেক দিন পরপর ঘটে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব স্বল্পস্থায়ী হয়। তার মনের ওই অবস্থায় বাবা ছাড়া সে সে আর কাউকেই সহ্য করতে পারত না।

এমবান্তার অনেক যুবক এবং মধ্যবয়স্ক সচ্ছল ব্যক্তি তার পাণিপ্রার্থী হয়ে আসে কিন্তু সে সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে। এর কারণ, তার বাবা একদিন তাকে কাছে ডেকে এনে বলেছিলেন, "এখানে অনেক ভালো এবং সমৃদ্ধশালী লোক আছে, কিন্তু আমরা দেশে ফেরার পর তুমি যদি উমুওফিয়ার কাউকে বিয়ে করো তাহলে আমি খুব খুশি হব।"

ওকোনকুয়ো এর বেশি কিছু বলে নি, কিন্তু ইজিনমা তার বাবার কথার পশ্চাতে তাঁর সব গোপন অর্থ এবং ইচ্ছার কথা বুঝতে পারে। সে সহজেই বাবার মতে সায় দেয়। ওকোনকুয়ো বলল, "তোমার সৎ-বোন ওবিয়াগেলি আমাকে বুঝবে না, কিন্তু তুমি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।"

ওরা দুই বোন প্রায় এক বয়েসী হলেও ওবিয়াগেলির উপর ইজিনমার বেশ ভালো প্রভাব ছিল। ইজিনমা ওবিয়াগেলিকে বুঝিয়ে বলল কেন তাদের এখনই বিয়ে করা উচিত নয়। তার সৎ বোন রাজি হয়। অতএব এমবান্তায় সকল বিবাহ প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করে।

ওকোনকুয়ো মনে মনে আবারো ভাবে, "ইজিনমা ছেলে হলে কত ভালো হতো।" ও সব কিছু এত ভালোভাবে বুঝতে পারে। তার সন্তানদের মধ্যে আর কে তার মনের ইচ্ছা এত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারত? দুটি সুন্দরী যুবতী কন্যা নিয়ে তার উমুওফিয়ায় প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার ভবিষ্যৎ জামাতারা অবশ্যই গোত্রের কর্তাব্যক্তিদের মধ্য থেকে হবে। দরিদ্র এবং অজ্ঞাতনামা কেউ সামনে এগিয়ে আসার সাহসই পাবে না।

ওকোনকুয়োর সাত বছরের নির্বাসন কালে উমুওফিয়া প্রকৃতপক্ষেই নানা দিক দিয়ে বদলে গিয়েছিল। এখানে গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই গির্জা বহু মানুষকে বিপথে টেনে নিয়ে যায়। শুধু নিচু জাতে জন্ম নেয়া মানুষ এবং অচ্ছুৎরাই নয়, কখনো কখনো মর্যাদাবান মানুষরাও নতুন ধর্মে যোগ দেয়। ওই ধরনের একজন হলেন ওগবুয়েফি উগোন্না। তিনি দুটি খেতাব গ্রহণ করেছিলেন। একজন উন্মাদ ব্যক্তির মতো তিনি তার খেতাব ছুড়ে ফেলে দিয়ে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যোগ দেন। শ্বেতাঙ্গ মিশনারি তাকে নিয়ে খুব গর্ব করে। উমুওফিয়ায় যারা সর্বপ্রথম হোলি কমিউনিয়নের দীক্ষা লাভ করে, আইবো ভাষায় যাকে পবিত্র ভোজ বলা হতো, ওগবুয়েফি উগোন্না ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ওই ভোজ-অনুষ্ঠানকে খাওয়াদাওয়া এবং সুরাপানের অনুষ্ঠান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপেই বিবেচনা করেন, শুধু গ্রামীণ অনুষ্ঠানগুলোর চাইতে একটু বেশি পবিত্র, এই আর কী। তাই তিনি এই অনুষ্ঠানের জন্য তার ছাগচর্মের ঝোলাতে তার সুরাপানের শিঙাটি পুরে নিয়েছিলেন।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ লোকগুলো শুধু গির্জা নয়, একটা সরকারও সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা একটা আদালত নির্মাণ করে, সেখানে জেলা কমিশনার, কিছুই না বুঝে, বিচারকার্য পরিচালনা করে। তাঁর আদালতের পেয়াদারা আছে, তারা বিচারের সম্মুখীন করার জন্য লোকদের ধরে নিয়ে আসে। এই পেয়াদাদের অনেকেই এসেছে বড়ো নদীর তীরবর্তী উমুরু থেকে। অনেক বছর আগে শ্বেতাঙ্গরা প্রথম সেখানেই এসেছিল, সেখানেই তারা প্রচার করেছিল তাদের ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনের কেন্দ্র। ইমুওফিয়ায় ওই পেয়াদারা ছিল চরম ঘৃণার পাত্র। কারণ, প্রথমত, তারা ছিল ভিনদেশী, তার উপরে তারা ছিল উদ্ধত এবং অহঙ্কারী। ওদের বলা হতো "কোতমা", আর ছাই-রঙের হাফপ্যান্ট পরার জন্য ওরা একটা বাড়তি অভীধাও অর্জন করে, "ধূসর-পাছা।" ওরা কারারক্ষী হিসাবেও কাজ করে। শ্বেতাঙ্গের আইন ভঙ্গ করার অপরাধে অনেক লোক কারাবন্দি হয়েছিল। এদের কেউ কেউ খ্রিষ্টানদের নিপীড়ন-নির্যাতন করার অপরাধে, কেউ কেউ তাদের অবৈধ শিশুসন্তানকে বিসর্জন দেয়ার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। এই বন্দিরা কারাগারে কোতমাদের দ্বারা প্রহৃত হতো। প্রতিদিন সকালে তাদের সরকারি প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করতে হতো, শ্বেতাঙ্গ কমিশনার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য কাঠ কেটে এনে দিতে হতো। এই কয়েদিদের কেউ কেউ ছিল খেতাবধারী, তাদের দিয়ে এই জাতীয় হীন কাজ করানো ছিল অত্যন্ত অনুচিত। এই অমর্যাদায় এবং নিজেদের অবহেলিত ক্ষেতখামারের কথা ভেবে তারা খুব শোকার্ত থাকত। সকাল বেলা তরুণ কয়েদিরা তাদের কোদাল-কাঁচি দিয়ে ঘাস কাটার সময় তাদের হাতিয়ারের তালে তাল মিলিয়ে গান গাইত :

"ধূসরপাছার কোতমা যোগ্য ছিল
শুধু ক্রীতদাস হবার।
শ্বেতাঙ্গ মানুষটার মাথায় কোনো বুদ্ধি নাই,
ও যোগ্য ছিল শুধু ক্রীতদাস হবার।"

আদালতের পেয়াদাদের যে ধূসরপাছা বলে ডাকা হয় এটা ওরা একটুও পছন্দ করত না। তারা এজন্য লোকগুলোকে প্রহার করত। কিন্তু তবু ওই গান সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উমুওফিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

ওবিরিকার এই সব কথা শুনতে শুনতে ওকোনকুয়োর মাথা দুঃখ ও বেদনায় নুয়ে আসে।

ওকোনকুয়ো বলে ওঠে, প্রায় আপন মনে, "আমি হয়তো বড়ো বেশি দিন বাইরে থেকেছি। কিন্তু তোমার কথা আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের জনগণের কী হয়েছে? লড়াই করার শক্তি তারা কেমন করে হারিয়ে ফেলল ?"

ওবিরিকা বলল, "আবামেদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার কথা কি তুমি শোনো নি?"

ওকোনকুয়ো বলল, "শুনেছি। আমি এটাও শুনেছি যে আবামের জনগণ ছিল দুর্বল এবং নির্বোধ। ওরা পাল্টা লড়াই কেন করে নি? ওদের কি কুঠার আর বন্দুক ছিল না? আমরা যদি আবামেদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি তাহলে তা কাপুরুষতা হবে। ওদের পিতৃপুরুষরা কখনো আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখোমুখি হতে সাহস করে নি। এখন এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে, তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে আমাদের দেশ থেকে।"

দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে ওবিরিকা বলল, "তার জন্য বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের লোকজন, আমাদের নিজেদের সন্তানরা ভিনদেশীর দলে যোগ দিয়েছে। তারা তার পথ গ্রহণ করেছে, তার সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে। আমরা শ্বেতাঙ্গদের উমুওফিয়া থেকে সহজেই বিতাড়িত করতে পারি। তারা সংখ্যায় মাত্র দুজন। কিন্তু আমাদের লোকরা, যারা তাদের পথ গ্রহণ করেছে, যাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তাদের নিয়ে আমরা কী করব? তারা উমুরেতে যাবে, সৈন্য নিয়ে আসবে, এবং আমাদের পরিণতি হতে আবামেদের মতো।" ওবিরিকা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "আমি শেষ বার যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এমবান্তায় যাই তখন আনেতোকে ওরা কীভাবে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিল তার কথা বলেছিলাম।"

ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "যে জমি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল তার কী হলো?"

"শ্বেতাঙ্গদের আদালত রায় দিয়েছে যে ওই জমি এননামার পরিবার পাবে। ওরা শ্বেতাঙ্গদের পেয়াদাদের এবং দোভাষীকে অনেক টাকা দিয়েছিল।"

"শ্বেতাঙ্গটি কি জমিজমা সম্পর্কে আমাদের প্রথার কথা কিছু জানে?"

"কেমন করে জানবে? ও তো আমাদের ভাষায় কথাই বলতে পারে না। কিন্তু ও বলে যে আমাদের প্রথাগুলো খারাপ, আর আমাদের ভাইরা, যারা ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারাও বলে যে আমাদের প্রথাগুলো খারাপ। আমাদের ভাইরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তখন কী করে আমরা লড়াই করব বলো? শ্বেতাঙ্গটি অসম্ভব চতুর। সে তার ধর্ম নিয়ে নিঃশব্দে এবং শান্তিপূর্ণভাবে এসেছে। আমরা তার বোকামি দেখে মজা পেয়েছি, তাকে থাকার অনুমতি দিয়েছি। এখন সে আমাদের ভাইদের তার পক্ষে নিয়ে নিয়েছে, আমাদের গোত্র এখন আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে না। যেসব জিনিস আমাদের এক করে রাখত সে তার মধ্যে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে এবং এখন আমরা ভেঙেচুরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।"

ওকোনকুয়ো জিজ্ঞাসা করল, "ফাঁসি দেবার জন্য আনেতোকে ওরা ধরলো কীভাবে?"

"জমি নিয়ে বিরোধের সময় ওদুচেকে খুন করার পর, ধরণীর দেবীর ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে আনিন্তায় পালিয়ে যায়। এটা মারামারির প্রায় আট দিন পরের ঘটনা। ওদুচে আহত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় নি। ও মারা যায় সপ্তম দিনে, যদিও সবাই জানত যে ও বাঁচবে না। আনেতো আগে থেকেই তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছিল যেন দ্রুত পালাতে পারে। কিন্তু খ্রিষ্টানরা শ্বেতাঙ্গটিকে ঘটনাটার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, আর সে আনেতোকে পাকড়াও করার জন্য তার কোতমাকে প্রেরণ করে। পরিবারের সকল নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে আনেতোকে কারাবন্দি করা হয়। শেষ পর্যন্ত ওদুচে মারা যায়, আর তখন আনেতোকে উমুরুতে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়। অন্যরা মুক্তি পায় কিন্তু তাদের দুঃখকষ্টযন্ত্রণার কথা বলবার মতো মুখ তারা এখনো খুঁজে পায় নি।"

মানুষ দুটি এরপর দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২১

উমুওফিয়ায় অনেক নারী-পুরুষ ছিল যারা বর্তমান পরিস্থিতিকে ওকোনকুয়োর মতো তীব্রভাবে অনুভব করে না। শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলো নিঃসন্দেহে একটা বিকারগ্রস্ত ধর্ম এখানে নিয়ে এসেছে, কিন্তু তারা এখানে একটা বাণিজ্যকেন্দ্রও স্থাপন করেছে। এই প্রথম বারের মতো তালের তেল এবং শাঁস মূল্যবান সামগ্রী রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন বিপুল পরিমাণ অর্থ উমুওফিয়ায় প্রবাহিত হয়ে আসছে।

এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও একটা ক্রমবর্ধমান বোধ জেগে উঠতে থাকে। ওই খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে বোধহয় একটা কিছু আছে, তার সর্বগ্রাসী পাগলামির মধ্যেও যেন একটা পদ্ধতি আছে।

এই ক্রমবর্ধমান বোধের পেছনে ছিলেন শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজক মি. ব্রাউন। তাঁর খ্রিষ্টধর্মানুসারীরা যেন গোত্রকে ক্রুদ্ধ না করে তোলে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ়চেতা। এক্ষেত্রে একজন অতি-উৎসাহী সদস্যকে নিয়ে তিনি বেশ অসুবিধায় পড়েন। তার নাম ইনক। ইনকের বাবা ছিলেন সর্পধর্ম প্রথার পুরোহিত। লোকে বলে যে ইনক পবিত্র অজগরকে হত্যা করেছে এবং তার মাংস ভক্ষণ করেছে। ইনকের বাবা ছেলেকে অভিশাপ দেন।

মি. ব্রাউন এ জাতীয় অতি-উৎসাহের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতেন। তিনি তাঁর উদ্যমী অনুসারীদের বলতেন যে সবই সম্ভব, কিন্তু সব কিছুই উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী নয়। আরেকটি কারণেও মিস্টার ব্রাউন গোত্রের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। গোত্রের ধর্মের উপর তিনি পদচারণ করেন কোমলভাবে। গোত্রের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে প্রায়ই যেতেন। ওই রকম একটি ভ্রমণকালে স্থানীয় জনগণ তাকে একটা খোদাই করা হাতির দাঁত উপহার দেয়। এটা ছিল উচ্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্যাদা ও পদের প্রতীক। ওই গ্রামের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন আকুন্না নামের একজন। তিনি তাঁর এক পুত্রকে মিস্টার ব্রাউনের স্কুলে পাঠান, যেন সে শ্বেতাঙ্গদের জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করতে পারে।

মিস্টার ব্রাউন ওই গ্রামে গেলেই দোভাষীর মাধ্যমে আকুন্নার "ওবি"তে বসে তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। উভয়ের কেউই অন্যজনকে তার ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হতেন না কিন্তু ভিন্ন বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে উভয়ই অনেক কিছু শেখেন।

মি. ব্রাউন একবার আকুন্নার বাড়িতে বেড়াতে গেলে আকুন্না তাকে বলল, "আপনি বলেন, সর্বপ্রধান এবং সর্বোচ্চ এক ঈশ্বর আছেন যিনি স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমরাও এটা বিশ্বাস করি। আমরাও তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করি। আমরা তাঁকে বলি চুকউ। তিনিই সমস্ত বিশ্ব ও অন্যান্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন।"

মিস্টার ব্রাউন বললেন, "আর অন্য কোনো দেবতা নাই। চুকউ-ই একমাত্র ঈশ্বর, অন্যরা সবাই মিথ্যা ও ভ্রান্ত। আপনারা কাঠের গায়ে একটা কিছু খোদাই করেন (মিস্টার ব্রাউন আকুন্নার ঘরের চালের বাতা থেকে ঝুলতে থাকা একটা খোদাই করা 'ইকেঙ্গা'র দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন), এবং তাকে একজন দেবতা আখ্যা দেন। কিন্তু ওটা একখণ্ড কাঠের চাইতে বেশি কিছু নয়।"

আকুন্না বলল, "ওটা অবশ্যই এক খণ্ড কাঠ। যে বৃক্ষ থেকে ওই কাঠ সংগৃহীত হয়েছে তা সৃষ্টি করেছেন চুকউ, যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন সকল ছোট দেবতাদের। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর বার্তাবহ রূপে, যেন তাদের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারি। ব্যাপারটা আপনার মতো। আপনি আপনার গির্জার প্রধান।" মি. ব্রাউন প্রতিবাদ করে বললেন, "না, আমার গির্জার প্রধান স্বয়ং ঈশ্বর।"

আকুন্না বলল, "আমি জানি। কিন্তু এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্য থেকে একজন প্রধান থাকতেই হবে। এখানে আপনার মতো একজনকে প্রধান হিসাবে অবশ্যই থাকতে হবে।"

"সেই অর্থে আমার গির্জার প্রধান থাকেন ইংলন্ডে।"

"আমি তো সে কথাই বলছি। আপনার গির্জার প্রধান থাকেন আপনার দেশে। তিনি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন তাঁর বার্তাবহ রূপে। আর আপনিও নিযুক্ত করেছেন আপনার নিজস্ব বার্তাবহ এবং সেবকদের। কিংবা আরেকটা উদাহরণ দিই আমি। এখানকার জেলা কমিশনার। তাকে পাঠিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের রাজা।"

দোভাষী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলল, "রানী।"

"আপনাদের রানী তাঁর বার্তাবহ জেলা কমিশনারকে পাঠান। জেলা কমিশনার দেখেন যে তিনি একা সব কাজ করতে পারেন না, তাই তিনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য কোতমাদের নিয়োগ দেন। ঈশ্বর অথবা চুকউ-র ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। তাঁর কাজ একজনের জন্য বড়ো বেশি বিশাল হয়ে ওঠে, তাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি ছোট দেবতাদের নিযুক্ত করেন।"

মিস্টার ব্রাউন বললেন, "তাঁকে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা আপনার অনুচিত। তা করেন বলেই আপনার মনে হয় যে ঈশ্বরের সাহায্যকারী প্রয়োজন। আর এর সব চাইতে খারাপ জিনিস হলো, আপনাদের সৃষ্ট মিথ্যা দেবতাদেরকেই আপনারা সব চাইতে বেশি পূজা করেন।"

"না, তা ঠিক নয়। আমরা ছোট দেবতাদের উদ্দেশে বলিদান করি কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে আমরা অনিবার্যভাবে চুকউ-র কাছে যাই। এটাই ঠিক। আমরা একজন মহান মানুষের কাছে তাঁর ভৃত্যদের মাধ্যমে যাই। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থকাম হলে আমরা আমাদের আশা-ভরসার শেষ উৎসের কাছে যাই। বাইরে থেকে মনে হয় আমরা বুঝি ছোট দেবতাদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমরা তাদের বেশি বিরক্ত করি কারণ তাদের প্রভুকে বিরক্ত করতে আমরা ভয় পাই। আমাদের পিতারা জানতেন যে চুকউ হলেন সর্বাধিপতি, তার তাই তারা তাদের সন্তানদের নামকরণ করতেন চুকউকা। চুকউ-ই সর্বোচ্চ।"

মিস্টার ব্রাউন বললেন, "আপনি একটা কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলেছেন। আপনারা চুকউ-র ভয়ে ভীত থাকেন। আমার ধর্মে চুকউ একজন স্নেহময় পিতা। যারা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলে তাদের তাঁকে ভয় করবার কোনো প্রয়োজন হয় না।"

আকুন্না বলল, "কিন্তু আমরা যখন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলি না তখন তো তাঁকে অবশ্যই ভয় করতে হয়।"

এইভাবে মিস্টার ব্রাউন গোত্রের ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গোত্রের ধর্মের উপর সরাসরি আঘাত হানলে তা সফল হবে না। তাই তিনি উমুওফিয়ায় একটা স্কুল ও একটা হাসপাতাল নির্মাণ করলেন, তিনি এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে গিয়ে তাদের বিনীত অনুরোধ করলেন তারা যেন তাদের সন্তানকে তাঁর স্কুলে পাঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রথম তারা শুধু তাদের চাকরবাকরদের এবং কখনো কখনো তাদের নিতান্ত অলস সন্তানদের মিস্টার ব্রাউনের স্কুলে পাঠায়। মিস্টার ব্রাউন বারবার ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, তাদেরকে অনেক যুক্তি দেখান, ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি তাদের বলেন যে, আগামী দিনগুলোতে লেখাপড়া জানা মানুষরাই এদেশের নেতা হবে। উমুওফিয়া যদি তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে না পাঠায় তাহলে অন্য জায়গা থেকে ভিনদেশী লোক এখানে এসে তাদের শাসন করবে। তারা ইতিমধ্যে এর নমুনা দেশীয় আদালতে দেখছে। সেখানে জেলা কমিশনারকে ঘিরে আছে ভিনদেশী মানুষ, যারা তাঁর ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। ওই ভিনদেশীদের বেশির ভাগই এসেছে বড়ো নদীর তীরবর্তী সুদূর উমুরু শহর থেকে, যেখানে শ্বেতাঙ্গরা প্রথম এসেছিল।

অবশেষে মিস্টার ব্রাউনের যুক্তিতর্কের ফল দেখা যায়। তার স্কুলে আরো শিক্ষার্থী আসতে শুরু করে। তিনি তাদের হাতকাটা জামা আর তোয়ালে উপহার দিয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের সবাই অল্পবয়সী ছিল না। কারো কারো বয়স ছিল ত্রিশ বছর অথবা তারও বেশি। তারা সকালে নিজেদের ক্ষেতে-খামারে কাজ করে আর বিকালে স্কুলে যায়। আর অল্পদিনের মধ্যেই মানুষ বলতে শুরু করে যে শ্বেতাঙ্গের দেয়া ওষুধ খুব ভালো, তাড়াতাড়ি ফল দেয়। স্কুলে কয়েক মাস পড়ার পরই একটা লোক আদালতের পেয়াদা বা পিওন হতে পারে, এমনকি কোর্টের কেরানীও হতে পারে। যারা স্কুলে আরো বেশি সময় কাটাতে পারে তারা শিক্ষক হন। আর উমুওফিয়ার শ্রমিককুল প্রবেশ করে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেতে। চারপাশের গ্রামগুলোতে নতুন নতুন গির্জা নির্মিত হয়, সেই সঙ্গে কিছু স্কুলও। প্রথম থেকেই ধর্ম এবং শিক্ষা হাত ধরাধরি করে চলে।

মিস্টার ব্রাউনের প্রচারকার্য উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, এবং নতুন প্রশাসনের সঙ্গে যোগসূত্রের কারণে তা একটা নতুন সামাজিক মর্যাদাও অর্জন করে। কিন্তু মিস্টার ব্রাউনের নিজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। প্রথম দিকে তিনি সতর্ক-সঙ্কেতগুলো উপেক্ষা করেন। কিন্তু অবশেষে ভগ্নমনোরথ হয়ে তাঁকে তাঁর ধর্মীয় তত্ত্বাবধানাধীনদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়।

ওকোনকুয়ো উমুওফিয়ায় ফিরে আসার পর প্রথম বর্ষা ঋতুতে মিস্টার ব্রাউন স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। পাঁচ মাস আগে ওকোনকুয়োর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ব্রাউন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি সদ্য ওকোনকুয়োর পুত্র নওই-কে, এখন যার নাম আইজ্যাক, উমুরুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকদের জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কলেজে পাঠিয়েছেন। মিস্টার ব্রাউন আশা করেছিলেন যে ওকোনকুয়ো এই সংবাদ শুনে খুশি হবে। কিন্তু ওকোনকুয়ো তাঁকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ওকোনকুয়ো তাঁকে এই বলে শাসায় যে তার উঠানে আরেকবার ঢুকলে তাঁকে সেখান থেকে বাইরে বয়ে নিতে যেতে হবে।

তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ওকোনকুয়ো নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্মরণীয় করে তুলতে পারে নি। একথা সত্য যে তার দুই সুন্দরী কন্যা পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার করেছিল এবং বিয়ের নানা কথাবার্তাও শুরু হয়ে যায় কিন্তু ওই বীর যোদ্ধার প্রত্যাবর্তনকে উমুওফিয়া বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিল বলে মনে হয় না। তার নির্বাসন কালের মধ্যে গোত্রে এত গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় যে গোত্রকে প্রায় চেনাই যায় না। নতুন ধর্ম আর সরকার এবং বিপণিকেন্দ্রগুলো লোকজনের দৃষ্টি ও মনকে অধিকার করে রাখে। অনেকে এখনো এইসব প্রতিষ্ঠানকে অশুভ জ্ঞান করে কিন্তু তারাও এসব ছাড়া অন্য বিষয়াদি নিয়ে খুব কমই আলাপ করে, ওকোনকুয়োর প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে তো নয়ই।

আর বছরটাও ছিল ভুল। ওকোনকুয়ো যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী তার দুই ছেলেকে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে গুলো সমাজে দীক্ষিত করতে পারত তাহলে সে একটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হতো। কিন্তু উমুওফিয়াতে ওই রকম দীক্ষাদানের অনুষ্ঠান হবে তিন বছরে একবার। পরবর্তী উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য তাকে আরো প্রায় দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ওকোনকুয়ো গভীর মর্মবেদনা অনুভব করে, এটা শুধু তার ব্যক্তিগত শোক নয়। সে দেখতে পায় যে গোত্র ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যাচ্ছে। সে শোক করে তার গোত্রের জন্য এবং উমুওফিয়ার সমরপ্রবণ লোকদের জন্য, যারা দুর্বোধ্য কোনো কারণে রমণীর মতো কোমল হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২২

মিস্টার ব্রাউনের উত্তরসূরি রেভারেন্ড জেমস স্মিথ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ। তিনি মি. ব্রাউনের আপস ও সহাবস্থানের নীতির খোলাখুলি নিন্দা করলেন। তিনি সব কিছু সাদা-কালোয় বিভাজিত দেখতেন। কালো ছিল পাপ। তিনি পৃথিবীকে দেখতেন একটা রণক্ষেত্রে রূপে, যেখানে আলোর সন্তানগণ অন্ধকারের সন্তানদের সঙ্গে প্রাণঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তিনি গির্জায় তাঁর অভিভাষণে মেষ আর ছাগল এবং গম আর ওজনের বাটখারার কথা বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বাল-এর নবীদের নিধনপ্রক্রিয়ায়।

মি. স্মিথ যখন দেখলেন তাঁর যূথের সদস্যগণ ত্রয়ী এবং অপসুদীক্ষার মতো গুরুতর বিষয় সম্পর্কেও কিছুই জানে না তখন তিনি মর্মাহত হলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তারা ছিল পাথুরে জমিতে বপন করা বীজ। মি. ব্রাউন সংখ্যা ছাড়া আর কোনো কিছুর কথা ভাবেন নি। তাঁর জানা উচিত ছিল যে ঈশ্বরের রাজত্ব শুধু বড়ো বড়ো জনতা দ্বারা গঠিত হয় না। আমাদের প্রভু. স্বয়ং স্বল্পতার উপর জোর দিয়েছিলেন। পথ সঙ্কীর্ণ এবং সংখ্যা স্বল্প। ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরকে পৌত্তলিক জনতার ভিড় দিয়ে পূর্ণ করা, যারা প্রমাণ চিহ্ন দেখার জন্য হৈ চৈ করবে, এ ছিল চরম নির্বুদ্ধিতা এবং এর ফল হবে চিরস্থায়ী। আমাদের প্রভু তাঁর জীবনে শুধু একবার চাবুক ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর গির্জা থেকে জনতাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য।

উমুওফিয়ায় উপস্থিত হবার অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিস্টার স্মিথ যে তরুণী গির্জায় পুরনো বোতলে নতুন মদ ঢালত তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। ওই রমণী তার পৌত্তলিক স্বামীকে তার মৃত শিশুর অঙ্গহানি করতে দেয়। শিশুটিকে "ওগবানজে" ঘোষণা করা হয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে সে পুনর্জন্মগ্রহণের জন্য আবার তার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করবে এবং তাকে যন্ত্রণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে। এই শিশু চার বার ওই দুষ্টকর্মটি করেছিল। আর, তাই, পুনর্বার ফিরে আসার ক্ষেত্রে তাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তার অঙ্গহানি করা হয়।

এটা শুনে মি. স্মিথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেও তিনি এই কাহিনী বিশ্বাস করলেন না। তারা বলল যে কিছু প্রকৃত পাপী শিশু আছে যাদেরকে অঙ্গহানি দ্বারাও প্রতিহত করা যেত না, যারা তাদের দেহে নানা রকম ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পুনরাবির্ভূত হতো। মিস্টার স্মিথ বললেন, মানুষকে বিপথগামী করার জন্য শয়তান পৃথিবীতে এই সব কাহিনী প্রচার করে। যারা এই সব কাহিনী বিশ্বাস করে তারা প্রভুর টেবিলের অযোগ্য।

ইমুওফিয়ায় একটা প্রবাদ আছে। একটা মানুষ যেভাবে নাচে ঢোলক তার জন্য সেইভাবে বাজে। মি. স্মিথ ভয়ঙ্কর নাচ নাচেন, আর তাই ঢোলগুলো পাগল হয়ে যায়। অতি-উৎসাহী ধর্মান্তরিত সদস্যগণ মি. ব্রাউনের সংযত হস্তক্ষেপে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, তারা এখন উপযুক্ত সমর্থন পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠল। এদেরই একজন সর্প-পুরোহিতের পুত্র ইনক, যার সম্পর্কে বিশ্বাস করা হতো যে সে পবিত্র অজগরকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করেছে। নতুন ধর্মের প্রতি ইনকের আনুগত্য মি. ব্রাউনের চাইতেও এত বেশি বলে মনে হতো যে তাকে সবাই নাম দেয় "দি আউটসাইডার," "বাইরের লোক", মৃত্যুর শোকে আচ্ছন্ন ব্যক্তির চাইতে বেশি শোকার্ত একজন।

ইনক ছিল বেঁটে এবং শীর্ণদেহ, আর তাকে দেখে মনে হতো সব সময়ই তার ভীষণ তাড়া আছে। তার পা ছিল ছোট এবং চওড়া, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা হাঁটার সময় তার গোড়ালি প্রায় যুক্ত হয়ে যেত, আর পা দুটি সামনে বাইরের দিকে ছাড়িয়ে থাকত, যেন তারা ঝগড়া করেছে এবং দু'জন দুদিকে যেতে চাইছে। ইনকের ক্ষুদ্র দেহে যে অতিরিক্ত বল অবরুদ্ধ হয়ে ছিল তা সব সময় ঝগড়াঝাটি ও মারামারির মধ্য দিয়ে বিস্ফোরিত হতো। প্রতি রবিবার গির্জায় প্রদত্ত ভাষণগুলো, তার মনে হতো, তার শত্রুদের উদ্দেশেই উচ্চারিত হচ্ছে। আর সে যদি ওই রকম কোনো একজনের পাশে বসা থাকতে দেখত তাহলে সে মাঝে মাঝে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাত, যেন বলছে, "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম।" মি. ব্রাউনের প্রস্থানের পর উমুওফিয়ায় গির্জা এবং গোত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল তা ইনকের একটি আচরণের ফলে বিশাল রূপ ধারণ করে।

ধরণীর দেবীর সম্মানে উদযাপিত বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটি ঘটে। ওই উৎসবে গোত্রের যেসব পূর্বপুরুষকে তাদের মৃত্যুকালে ধরণীর দেবীর কাছে উৎসর্গ করা হয়েছিল, তারা আবার ছোট ছোট পিঁপড়ার গর্তের মধ্য দিয়ে "ইগউগউ"-র রূপ ধরে বেরিয়ে আসত।

কেউ যদি প্রকাশ্যে কোনো "ইগউগউ"-র মুখোশ খুলে ফেলে কিংবা এমন কিছু বলে বা করে যা অদীক্ষিতদের দৃষ্টিতে তার মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রদ্ধা ও সম্মানকে ক্ষুণ্ন করে তাহলে মানুষের পক্ষে করা সম্ভব অপরাধগুলোর মধ্যে সেটা অন্যতম ভয়ঙ্কর ও চরম অপরাধ বলে গণ্য হতো। আর ইনক তাই করে। সেবার ধরণীর দেবীর বার্ষিক পূজার দিন পড়ে এক রবিবারে। মুখোশপরা আত্মাগুলো বেরিয়ে এসেছে। তার ফলে যে খ্রিষ্টান রমণীরা গির্জায় এসেছিল তারা বাড়ি ফিরতে পারে না। তাদের কয়েকজন পুরুষ সঙ্গী "ইগউগউ"দের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানায়, তারা যদি কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র সরে যায় তাহলে মেয়েরা চলে যেতে পারে। ওরা রাজি হয় এবং সরে যেতে শুরু করে, এমন সময় ইনক হঠাৎ উদ্ধত গর্বভরে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে যে ওরা কেউ কোনো খ্রিষ্টানের গায়ে হাত দিতে কখনো সাহস করবে না। একথা শুনে ওরা সবাই আবার ফিরে আসে এবং ওদের একজন তার হাতের বেত দিয়ে ইনকের দেহে সজোরে আঘাত করে। "ইগউগউ"দের প্রত্যেকের হাতে সর্বদাই একটা বেত্রদণ্ড থাকত। ইনক সঙ্গে সঙ্গে ওই "ইগউগ"র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে। অন্য "ইগউগউ"রা সঙ্গে সঙ্গে তাদের অপমান করা সঙ্গীর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়, নারী ও শিশুদের ধর্মদ্বেষী ইহজাগতিক দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করে রাখে, তারপর তাকে নিয়ে তারা সরে যায়। তার এই কাজের মাধ্যমে ইনক পূর্বপুরুষদের এক আত্মাকে হত্যা করেছে। গোটা ইমুওফিয়া একটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে পতিত হয়।

সে-রাতে "আত্মাদের জননী" গোত্রের সর্বত্র তার নিহত পুত্রের জন্য শোক করে বেড়ায়। একটা ভয়ঙ্কর রাত ছিল সেটা। উমুওফিয়ার সব চাইতে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তার সারা জীবনে ওই রকম বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর ধ্বনি কখনো শোনে নি, ভবিষ্যতেও ওই রকম ধ্বনি আর কখনো শোনা যাবে না। মনে হয়, গোত্র যেন অনুভব করছে যে একটা বিশাল অশুভ এগিয়ে আসছে, তার নিজের মৃত্যু এবং সেই শোকে গোত্র ক্রন্দন করছে।

পরদিন মুখোশ পরিহিত সকল "ইগউগউ" উমুওফিয়ার বাজারে সমবেত হয়। তারা আসে গোত্রের সকল এলাকা থেকে, এমনকি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকেও অনেকে আসে। সকলের চরম ভয়ের পাত্র ওতাকাণ্ড আসে ইমো থেকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে একটা সাদা রাতা মোরগ ঝুলিয়ে উলি থেকে আসে ইকওয়েনমু। একটা ভয়ঙ্কর সমাবেশ হয় সেটা। অসংখ্য আত্মার অপার্থিব কণ্ঠস্বর, তাদের কারো কারো পেছনে বেজে চলে ঢংঢং ঘণ্টাধ্বনি, কেউ কেউ কুঠার হাতে অনবরত সামনে পেছনে ছোটাছুটি করে, পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, কুঠারের গায়ে কুঠার লেগে সংঘর্ষের শব্দ হয়, সবার হৃদয়ে তীব্র আতঙ্কের শিহরণ জেগে ওঠে। স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথমবার পূর্ণ দিবালোকে বৃষ-গর্জনকারীর গর্জন শোনা যায়।

উন্মত্ত জনতা বাজার থেকে ইনকের উঠানের দিকে এগিয়ে যায়। গোত্রের কতিপয় প্রবীণ ব্যক্তি তাদের সঙ্গে যায়, নিজেদের সুরক্ষার জন্য তারা পরে আছে নানা মাদুলি ও কবচ। এরা "ওগউ" তথা শক্তিশালী ঔষধপত্রে সশস্ত্র। আর সাধারণ মেয়ে-পুরুষরা তাদের কুটিরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সব কিছু শুনছে।

গত রাতে খ্রিষ্টানদের নেতৃবর্গ মি. স্মিথের যাজকীয় বাসভবনে মিলিত হন। তাদের আলোচনা চলাকালে তারা "আত্মাদের জননী"-কে তার পুত্রের জন্য বিলাপ করতে শোনেন। ওই রক্তজমকরা শব্দ মিস্টার স্মিথকে ভয়ঙ্কর বিচলিত করে। মনে হলো এই প্রথম তিনি ভয় পান।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরা কী করবে ঠিক করেছে?" কেউ জানে না। এরকম কোনো পরিস্থিতি এর আগে কখনো উদ্ভূত হয় নি। মিস্টার স্মিথ জেলা কমিশনার এবং তাঁর আদালতের কর্মকর্তাদের আসতে বলতেন কিন্তু তারা আগের দিন ট্যুরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মিস্টার স্মিথ বললেন, "একটা জিনিস পরিষ্কার। আমরা শারীরিকভাবে ওদের প্রতিহত করতে পারব না। আমাদের শক্তি নিহিত আছে ঈশ্বরের মধ্যে।" তারা সবাই নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে এই বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে।

মি. স্মিথ উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে প্রভু, তোমার জনগণকে রক্ষা করো।"

আর সমবেত লোকরা বলে ওঠে, "এবং তোমার উত্তরাধিকারকে আশীষধন্য করো।"

ওরা ঠিক করে যে আগামী দুই-একদিনের জন্য ইনককে যাজকের গির্জাসংলগ্ন বাসভবনে লুকিয়ে রাখা হবে। এ কথা শোনার পর ইনক নিজে খুব নিরাশ হয়। সে আশা করেছিল যে একটা পবিত্র ধর্মযুদ্ধ অত্যাসন্ন। আরো কয়েকজন খ্রিষ্টান তার সঙ্গে ঐক্যমত্য পোষণ করে। কিন্তু বিশ্বস্তদের শিবিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞা জয়ী হয় এবং বহু প্রাণ রক্ষা পায়।

"ইগউগউ"রা একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মতো ইনকের উঠানে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের কুঠার ও অগ্নি সহযোগে সব কিছু একটা ধ্বংস্তূপে পরিণত করে। তারপর ধ্বংসযজ্ঞ দ্বারা মাতাল হয়ে তারা এগিয়ে যায় গির্জা অভিমুখে।

মি. স্মিথ যখন আত্মাদের আসার শব্দ শুনলেন তখন তিনি তাঁর গির্জায় ছিলেন। তিনি শান্তভাবে গির্জা প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু যখন তিন-চার জন "ইগউগউ"-কে প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখলেন তখন তিনি পালিয়ে যাবার উপক্রম করলেও সে প্রবণতা শেষ পর্যন্ত জয় করলেন। পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তিনি অগ্রসরমান আত্মাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ওরা একটা ঢেউ-এর মতো এগিয়ে আসে। গির্জা প্রাঙ্গণের চারপাশের বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ে। অসম লয়ে ঘণ্টাগুলো বাজে, কুঠারের সংঘাতে এবং ধূলি ও ভূতুড়ে ধ্বনিতে বাতাস পূর্ণ হয়ে যায়। মি. ব্রাউন তাঁর পেছন দিকে একটা পায়ের আওয়াজ পেলেন। তিনি ঘুরে তাকাতেই তাঁর দোভাষী ওকেকে-কে দেখলেন। গতরাতে গির্জার নেতৃবর্গের আলোচনাকালে সে ইনকের আচরণের তীব্র নিন্দা করেছিল, তারপর থেকে মি. স্মিথের সঙ্গে ওকেকের সম্পর্ক খুব ভালো যাচ্ছিল না। ওকেকে এতদূর পর্যন্ত বলেছিল যে ইনককে যাজক-ভবনে লুকিয়ে রাখা ঠিক হবে না। এর ফলে গোত্রের ক্রোধ যাজকের উপর গিয়ে পড়বে। এরজন্য মি. স্মিথ ওকেকে-কে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং তার পরামর্শ উপেক্ষা করেন। কিন্তু এখন সে এগিয়ে এসে মি. স্মিথের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ আত্মাদের মুখোমুখি হলো। মি. স্মিথ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। সে-হাসি ছিল খুব মলিন, তবে তার মধ্যে একটা গভীর কৃতজ্ঞতারও ছাপ ছিল।

ওই দুটি মানুষের অপ্রত্যাশিত ধীরস্থির ভাব দেখে "ইগউগউ"দের প্রবল অগ্রগতি এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। কিন্তু তা ছিল মুহূর্তের জন্যই, বজ্রের গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে যে সুতীব্র নীরবতা নেমে আসে ঠিক তার মতো। ওদের দ্বিতীয় ঢেউটা আসে প্রথমটির চেয়েও প্রবল বেগে। ওই ঢেউ মানুষ দুটিকে গ্রাস করে ফেলে। আর তখন সকল গণ্ডগোল ছাপিয়ে একটা নির্ভুল কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা নেমে আসে। মানুষ দুটির চারপাশে একটা জায়গা খালি করে দেয়া হয়। তখন আজোফিয়া কথা বলতে শুরু করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজোফিয়া ছিলেন উমুওফিয়ার "ইজউগউ"দের নেতা। যে নয় পূর্বপুরুষ গোত্রের সকল বিচারকার্য পরিচালনা করত আজোফিয়া ছিলেন তাদের প্রধান। তাঁর কণ্ঠস্বর ভুল করার উপায় ছিল না। ফলে অস্থির ও চঞ্চল আত্মাদের মধ্যে এক মুহূর্তের ভেতর তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি তখন মি. স্মিথকে উদ্দেশ করে কথা বললেন। কথা বলার সময় তাঁর মাথা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি নির্গত হতে থাকে।

মৃত্যুহীনরা যে ভাষায় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সেই ভাষায় আজোফিয়া বললেন, "সাদা চামড়ার মানুষের দেহ, আপনি কি আমাকে চেনেন?" মি. স্মিথ তাঁর দোভাষীর দিকে তাকালেন, কিন্তু ওকেকে ছিল সুদূর উমুরুর বাসিন্দা, সে কিছুই বুঝতে পারে না।

আজোফিয়া একটা কর্কশ হাস্যধ্বনি করেন। সে-হাসি একটা মরচে পড়া ধাতব বস্তুর হাসির মতো মনে হয়। তিনি বললেন, "ওরা ভিনদেশী আর ওরা মূর্খ। যাক সে কথা।" তিনি তাঁর সতীর্থদের দিকে তাকালেন, তাদের অভিবাদন করলেন, তাঁদের সম্বোধন করলেন উমুওফিয়ার পিতৃবর্গ বলে। তিনি তাঁর ঝনঝন করা বর্শা ভূমিতে প্রোথিত করলেন, একটা ধাতব প্রাণ পেয়ে তা নড়তে থাকে। এরপর তিনি আবার ধর্মযাজক ও তার দোভাষীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি দোভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন,

"সাদা চামড়ার মানুষটিকে বলো যে আমরা তার কোনো অনিষ্ট করব না। সে তার ভবনে চলে যাক, আর আমাদের একা থাকতে দিক। তার আগে তার যে ভাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাকে আমরা পছন্দ করতাম। তিনি নির্বোধ ছিলেন কিন্তু তবু তাকে আমরা পছন্দ করতাম। তার খাতিরেই আমরা তার এই ভাই-এর কোনো ক্ষতিসাধন করব না। কিন্তু যে উপাসনালয় তিনি নির্মাণ করেছেন তা ধ্বংস করতে হবে। আমাদের মাঝখানে আমরা আর সেটা সহ্য করব না। এই গির্জা বর্ণনাতীত ঘৃণ্য কার্যাবলী সংঘটিত করেছে এবং আমরা তার ইতি ঘটাতে এসেছি।" আজোফিয়া তাঁর সঙ্গীদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "উমুওফিয়ার পিতৃবর্গ, আমি আপনাদের অভিবাদন করি।" তারা সবাই একসঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে তার অভিবাদনের জবাব দেয়। তখন তিনি আবার যাজকের দিক মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আমাদের আচার-আচরণ আপনার পছন্দ হলে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। আপনি আপনার নিজস্ব দেবতার পূজা করতে পারবেন। একজন মানুষ তার পিতৃপুরুষদের দেবতা এবং আত্মাদের পূজা করবে, এটা ভালো জিনিস। এখন আপনি আপনার বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতর চলে যান, যেন আহত হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। আমাদের ক্রোধ বিশাল কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা তা দমন করে রেখেছি।"

মি. স্মিথ তাঁর দোভাষীকে বললেন, "এদের এখান থেকে চলে যেতে বলো। এটা ঈশ্বরের গৃহ এবং আমি বেঁচে থাকতে এটাকে অপবিত্র হতে দেব না।"

ওকেকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উমুওফিয়ার আত্মাগণ এর নেতৃবৃন্দের কাছে মি. স্মিথের বক্তব্যকে এইভাবে উপস্থিত করে: "শ্বেতাঙ্গ বলছেন যে আপনারা বন্ধুর মতো আপনাদের অভিযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আসায় তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এখন আপনারা যদি ব্যাপারটা তাঁর হাতে ছেড়ে দেন তাহলে তিনি আরো খুশি হবেন।"

"না। আমরা ব্যাপারটা তার হাতে ছেড়ে দিতে পারি না, কারণ তিনি আমাদের রীতি-প্রথা বোঝেন না। আমরা বলি তিনি নির্বোধ কারণ তিনি আমাদের আচার-আচরণের অর্থ বোঝেন না। হয়তো আমরা যে তাঁর আচার-আচরণের অর্থ বুঝি না সেজন্য তিনিও আমাদের নির্বোধ মনে করেন। তিনি চলে যান এখান থেকে।"

মি. স্মিথ নিজের জায়গায় অনড় হয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর গির্জাকে রক্ষা করতে পারলেন না। "ইগউগউ"রা যখন চলে যায় তখন মি. ব্রাউন লালমাটির যে গির্জাটি বানিয়েছিলেন তা মাটি আর ভস্মের একটা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। সাময়িকভাবে গোত্রের আত্মা প্রশমিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২৩

অনেক বছরের মধ্যে এই প্রথম ওকোনকুয়ো নিজের ভেতর সুখের অনুভূতির মতো একটা অনুভূতি উপলব্ধি করে। তার নির্বাসন কালে ব্যাখ্যাতীতভাবে সব কিছু যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তা যেন আবার ঠিক হয়ে আসছে।

নিজেদের করণীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা যখন বাজারে সমবেত হয় তখন সে তীব্র ভাষায় তার বক্তব্য উপস্থিত করেছিল আর তারা শ্রদ্ধাভরে তার কথা শোনে। তার মনে হয় আবার সুদিন ফিরে এসেছে, যোদ্ধারা সত্যিকার যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। যদিও তারা ধর্মপ্রচারককে হত্যা করতে কিংবা খ্রিষ্টানদের তাড়িয়ে দিতে সম্মত হয় নি, তবু তারা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করতে রাজি হয়। আর সেই কাজটা তারা করে। ওকোনকুয়ো আবার প্রায় সুখী হয়ে ওঠে।

গির্জা-ধ্বংসের দু'দিন কেটে যায়, কিছুই ঘটল না। উমুওফিয়ার প্রতিটি লোক বন্দুক অথবা কুঠার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে। আবামের জনগণের মতো তাদেরকে অপ্রস্তুত পাওয়া যাবে না।

তারপর জেলা কমিশনার তার ট্যুর থেকে ফিরে এলেন। মি. স্মিথ সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করলেন, দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। উমুওফিয়ার জনগণ এটাকে বিশেষ লক্ষ করল না, করলেও এটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করল না। ধর্মযাজক প্রায়ই তার শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করতে যেত। এর মধ্যে বিচিত্র কিছু ছিল না।

তিন দিন পর জেলা কমিশনার তার মিষ্টভাষী বার্তাবহকে উমুওফিয়ার নেতৃবর্গের কাছে পাঠালেন, তিনি তার সদর দফতরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। এটাও কোনো বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। তিনি নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রায়ই তাদের ডেকে পাঠাতেন। যে ছয় জন নেতা আমন্ত্রিত হয় ওকোনকুয়ো ছিল তাদের একজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকোনকুয়ো সবাইকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যেতে বলল। সে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলল, "উমুওফিয়ার কেউ কোনো আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে না। তাকে কিছু করতে বলা হলে সে কাজটা না করতে পারে, কিন্তু ডাক পেলে সে সেখানে যেতে অস্বীকার করে না। তবে সময় বদলে গেছে, তাই আমাদেরকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যেতে হবে।"

অতএব, সঙ্গে তাদের কুঠার নিয়ে ছয় জন লোক জেলা কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তারা বন্দুক বহন করল না, সেটা শোভন হতো না। তাদেরকে জেলা কমিশনারের আদালত ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি সৌজন্যের সঙ্গে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। তারা তাদের ছাগচর্মের ঝোলা এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত কুঠারগুলো মেঝের উপর নামিয়ে রেখে আসন গ্রহণ করল।

জেলা কমিশনার তার কথা শুরু করলেন : "আমার অনুপস্থিতিতে যা ঘটেছে সেই সম্পর্কে কথা বলার জন্য আমি আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমি কিছু কথা শুনেছি যা আপনাদের কথা শোনার আগে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আসুন, আমরা বন্ধুর মতো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি এবং পথ খুঁজে পাই যেন ভবিষ্যতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।"

ওগবুয়েফি ইকউয়েমে উঠে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা বলতে শুরু করতেই কমিশনার বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আমার লোকজনদের এখানে আনতে চাই যেন তারাও আপনাদের অভিযোগের কথা শুনতে পারে এবং সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারে। এরা অনেকে দূরবর্তী স্থানসমূহ থেকে এসেছে এবং আপনাদের ভাষায় কথা বললেও আপনাদের রীতিনীতি সম্পর্কে এরা অজ্ঞ। জেমস, যাও, ওদের এখানে নিয়ে এসো।" দোভাষী আদালত কক্ষ ত্যাগ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বারো জন লোক নিয়ে ফিরে আসে। তারা উমুওফিয়ার ছয় জনের সঙ্গে আসন গ্রহণ করে, এবং তখন ইনক কীভাবে একজন "ইগউগউ"কে খুন করে ওগবুফেফি ইকওয়েমে আবার সেই কাহিনী বলতে শুরু করল।

তারপরই, উমুওফিয়ার ছয় নেতা কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঘটনাটা বিদ্যুদ্বেগে ঘটে যায়। অতি সামান্য একটা হাতাহাতি হয়, এত স্বল্প সময়ের জন্য যে ওরা তাদের কুঠারগুলো কাপড়ের ঢাকনা থেকে বের করবার সময়ও পায় না। ওদেরকে হাতকড়া পরিয়ে কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে জেলা কমিশনার ওদের বললেন, "আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা আপনাদের কোনো অনিষ্ট করব না। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের এখানে একটা শান্তিপূর্ণ প্রশাসন এনেছি যেন আপনাদের জনগণ সুখী হতে পারে। কেউ যদি আপনাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায় তাহলে আমরা আপনাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসব। কিন্তু আপনারা অন্যদের অত্যাচার-নির্যাতন করবেন তা আমরা হতে দেব না। আমাদের এখানে একটা আইনি বিচারালয় আছে, সেখানে আমরা মামলা-মোকদ্দমা ফয়সলা করি, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করি, আমার স্বদেশে এক মহান রানীর অধীনে যেমন করা হয় ঠিক সেইভাবে। আমি আপনাদের এখানে এনেছি কারণ আপনারা জোট বেঁধে অন্যদের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন, লোকজনের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়েছেন, তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আমাদের রানীর রাজ্যে এটা ঘটতে পারে না। আমি স্থির করেছি এর জন্য জরিমানা হিসাবে আপনাদের দুশো বস্তা কড়ি দিতে হবে। এতে রাজি হলে এবং আপনাদের জনগণের কাছ থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করে জমা দিলেই আপনাদের মুক্তি দেয়া হবে। আপনারা এ সম্পর্কে কী বলেন?

লোক ছয় জন বিরস বদনে চুপ করে থাকে। কমিশনার কিছুক্ষণের জন্য ওদের একা রেখে চলে যান। তিনি কারাকক্ষ থেকে চলে যাবার সময় আদালতের পেয়াদাদের বলে গেলেন, ওদের সঙ্গে যেন সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা হয়, কারণ এরা উমুওফিয়ার নেতৃবর্গ। তারা "ইয়েস স্যার" বলে তাঁকে স্যাল্যুট করে।

জেলা কমিশনার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান পেয়াদা, যে ছিল কয়েদিদের নাপিতও, তার ক্ষুর বের করে ওদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলল। ওদের হাতে তখনো হাতকড়া পরানো। তারা চুপ করে বসে থাকে, মনে মনে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

আদালতের পেয়াদারা জিজ্ঞাসা করল, ঠাট্টার সুরে, "আপনাদের মধ্যে নেতা কে? আমরা তো উমুওফিয়াদের প্রত্যেক হাভাতের পায়েই খেতাবের প্রতীক বাঁধা দেখি। সেটা কিনতে কত টাকা লাগে? দশ কড়ি?"

লোক ছয় জন সেদিন কিছুই খায় না। পরের দিনও তারা উপোস করে। পান করার জন্য তাদের কোনো জল দেয়া হয় না। তারা মূত্রত্যাগের জন্যও বাইরে যেতে পারে না, বেগ এলেও ঝোপের মধ্যে ঢুকতে পারে না। রাতে পেয়াদারা আবার এসে তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে, তাদের কামানো মাথাগুলো ঠুকে দেয়।

যখন কেউ উপস্থিত থাকে না তখনো ওই ছয় জন কথা বলার কিছু খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় না। তারপর তৃতীয় দিনে তারা আর ক্ষুধার কষ্ট এবং বিদ্রূপের জ্বালা সহ্য করতে পারে না। তারা আত্মসমর্পণের কথা বলাবলি করে।

ওকোনকুয়ো তীব্র কণ্ঠে বলল, "তোমরা আমার কথা শুনলে ওই সাদা চামড়ার মানুষটাকে আমাদের সেদিনই মেরে ফেলা উচিত ছিল।"

অন্য একজন তাকে লক্ষ্য করে বলল, "আর আমরা এতক্ষণে উমরুতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার জন্য অপেক্ষা করতাম।"

ঠিক ওই সময় একজন পেয়াদা ছুটে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "সাদা চামড়ার মানুষটাকে কে খুন করতে চায়?" কেউ কোনো কথা বলে না।

"ওহ্, তোমরা তোমাদের অপরাধ করেও সন্তুষ্ট নও, এখন তার উপরে শ্বেতাঙ্গকেও হত্যা করতে হবে!" সে তার হাতের মজবুত লাঠি দিয়ে ওদের মাথায় ও পিঠে সজোরে আঘাত করে। ক্ষোভে ও ঘৃণায় ওকোনকুয়োর দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

ছয় নেতাকে কারারুদ্ধ করার পরপরই আদালতের পেয়াদারা উমুওফিয়ায় গিয়ে সবাইকে জানায় যে তারা যদি জরিমানা হিসাবে আড়াইশো বস্তা কড়ি না দেয় তাহলে তাদের নেতাদের মুক্তি দেয়া হবে না। হেড-পেয়াদা বলল, "এখনই জরিমানার অর্থ না দিলে তোমাদের নেতাদের উমুরুতে শ্বেতাঙ্গ বড়ো সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হবে।"

এই বার্তা গ্রামে গ্রামে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আর যেখানেই যায় সেখানেই নতুন কিছু যোগ হয়। কেউ কেউ বলে যে ওদের ইতোমধ্যে উমুরুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আগামীকাল তাদের ফাঁসি হবে। কেউ কেউ বলে যে তাদের পরিবারের সদস্যদেরও ফাঁসি দেয়া হবে। কেউ কেউ বলে যে আবামের মতো এখানেও সবাইকে গুলি করে মারার জন্য সৈন্যরা ইতোমধ্যে উমুওফিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে।

এখন পূর্ণিমা কিন্তু সে-রাতে ছোটদের কলকাকলি শোনা যায় না। চন্দ্র-ক্রীড়ার জন্য এই সময় সবাই গ্রামের যে "আইলো"তে সমবেত হতো তা এখন শূন্য পড়ে আছে। ইগুয়েদোর মেয়েরা একটা নতুন নাচ শেখার জন্য তাদের গোপন আস্তানায় মিলিত হয় না, যে-নাচ পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীদের সামনে পরিবেশিত হবে। যে যুবকরা চাঁদনী রাতে সব সময় বাইরে থাকত তারা আজ স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি। গ্রামের পথেঘাটে বন্ধুবান্ধব এবং প্রেমিকাদের সঙ্গে কথোপকথনরত তাদের পৌরুষভরা কণ্ঠস্বর আজ শোনা যায় না। উমুওফিয়াকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় একটি চমকিত জন্তুর মতো, কান খাড়া করে নাক দিয়ে অশুভ বাতাস শুঁকছে, কোন দিকে ছুটবে তা ঠিক করতে পারছে না।

গ্রামের ঘোষকের "ওগেন"-এর সুললিত ঘণ্টাধ্বনিতে বিরাজমান নীরবতা ভেঙে যায়। আকাকানমা বয়সীদের কাছ থেকে শুরু করে সে উমুওফিয়ার সবাইকে সকালের খাওয়াদাওয়ার পর বাজারে একটা সভায় সমবেত হতে বলে। সে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য পর্যন্ত হেঁটে যেতে যেতে তার ঘোষণা দেয়। সে প্রধান কোনো পথ বাদ দেয় না।

ওকোনকুয়োর উঠানকে একটা পরিত্যক্ত বাসস্থানের মতো মনে হয়। কেউ যেন তার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে। তার পরিবারের সবাই সেখানে আছে কিন্তু তারা কথা বলে ফিসফিস করে। তার মেয়ে ইজিনমা তার ভবিষ্যৎ স্বামীর পরিবারের সঙ্গে অষ্টাদশ দিবস কাটিয়ে ফিরে এসেছে। সে যখনই তার পিতার কারারুদ্ধ হবার খবর শুনল, শুনল যে তাঁকে ফাঁসি দেয়া হবে, তখনই ফিরে আসে। বাড়ি ফিরেই সে ওবিরিকার কুটীরে যায়, তাঁর কাছ থেকে সে জানবে উমুওফিয়ার জনগণ এ ব্যাপার কী করতে যাচ্ছে। কিন্তু সকাল থেকেই তিনি তাঁর বাড়িতে নেই। তার স্ত্রীদের ধারণা তিনি কোনো গোপন সভায় গেছেন। ইজিনমার মনে হয় একটা কিছু ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সে একটু স্বস্তি বোধ করে।

গ্রামের ঘোষকের ঘোষণা শোনার পরের দিন সকালেই উমুওফিয়ার মানুষরা বাজারে জড়ো হয় এবং অবিলম্বে আড়াইশো বস্তা কড়ি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জানত না যে এর মধ্যে থেকে পঞ্চাশ বস্তা যাবে আদালতের পেয়াদাদের পকেটে। সে-উদ্দেশ্যেই তারা জরিমানার অঙ্ক বাড়িয়ে বলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২৪

জরিমানার টাকা প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গেই ওকোনকুয়ো এবং তার সহ-কারাবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। জেলা কমিশনার আবার তাদের কাছে তাঁর মহান রানী এবং শান্তি ও সুশাসনের কথা বলেন। কিন্তু তারা কিছুই শোনে না। তারা চুপ করে বসে থাকে, তাঁর এবং তাঁর দোভাষীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে তাদের ঝোলা এবং কাপড়ে মোড়া কুঠারগুলো তাদের ফেরত দিয়ে তাদেরকে বাড়ি যেতে বলা হয়। তারা উঠে দাঁড়িয়ে আদালত ভবন ত্যাগ করল। তারা অন্য কারো উদ্দেশে কিংবা নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলল না।

গির্জার মতোই আদালতভবনও গ্রামের সামান্য বাইরে তৈরি করা হয়েছিল। দুটোকে যুক্ত করা পথটি ছিল সদ্যোত্ত, কারণ এই পথ দিয়েই আদালতের ওধারে নদীতে যেতে হতো। পথটা ছিল উন্মুক্ত এবং বালুকাময়। শুষ্ক মৌসুমে এইসব পথঘাট উন্মুক্ত এবং বালুকাময় থাকে, কিন্তু বর্ষা নামলেই দুপাশে ঘন ঝোপঝাড় জন্মায় এবং সব পথঘাট প্রায় ঢেকে দেয়। এখন ছিল শুষ্ক মৌসুম।

গ্রামের দিকে এগিয়ে যাবার সময় ওই যে ছয় জন লোক মেয়েদের আর ছোটদের দেখা পায়, তারা পাত্রাদি নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে। কিন্তু ওই ছয় জনের মুখ এত গম্ভীর এবং ভয় জাগানিয়া দেখায় যে তাদের উদ্দেশে "এননো" কিংবা কোনো রকম স্বাগত সম্ভাষণ না জানিয়ে তারা সরে গিয়ে ওদের জন্য পথ করে দেয়। গ্রামে লোকজনের ছোট ছোট কয়েকটি দল তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেশ বড়ো একটা জনতা গড়ে ওঠে। সবাই নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। ছয় নেতা নিজেদের উঠানের কাছে আসতেই যে যার আস্তানার দিকে অগ্রসর হয়, আর প্রত্যেকের সঙ্গেই যায় জনতার এক একটা অংশ। গোটা গ্রামে একটা নীরব চাপা চাঞ্চল্য জেগে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয় বন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইজিনমা তার বাবার জন্য কিছু খাবার তৈরি করে রেখেছিল। এখন সে বাবার "ওবি"-তে তা নিয়ে এল। ওকোনকুয়ো অন্যমনস্কভাবে খাবার মুখে দেয়। তার কোনো ক্ষুধা নেই, শুধু মেয়েকে খুশি করার জন্য সে কিছু খায়। তার পুরুষ আত্মীয়স্বজনরা তার "ওবি"-তে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ওবিরিকা তাকে কিছু খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। কেউ কোনো কথা বলে না, কিন্তু কারা প্রহরীর চাবুক যেখানে ওকোনকুয়োর গায়ের মাংসে কেটে বসে গিয়েছিল সেখানে সবাই লম্বা লম্বা দাগ দেখতে পায়।

ওই রাতে গ্রামের ঘোষক আবার আবির্ভূত হয়। সে তার লোহার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ঘোষণা করে যে সকাল বেলা আবার আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সবাই বোঝে যে চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে এবার উমুওফিয়া তার মতামত প্রদান করবে।

ওই রাতে ওকোনকুয়ো খুব অল্প সময়ই নিদ্রা যায়। তার অন্তরের তিক্ততার সঙ্গে এক ধরনের শিশুসুলভ উত্তেজনা এসে মিশেছে। শয্যা গ্রহণের আগে সে তার যুদ্ধের পোশাক বের করে এনেছিল। নির্বাসন থেকে ফেরার পর সে আর এই পোশাক এ পর্যন্ত স্পর্শ করে নি। সে তার তালপাতার কটিবাস ঝেড়ে সাফ করে, তার লম্বা পালকসজ্জিত শিরস্ত্রান এবং ঢাল পরীক্ষা করে দেখে। তার মনে হয় সব ঠিকঠাক আছে।

তার বাঁশের শয্যায় শুয়ে শুয়ে ওকোনকুয়ো শ্বেতাঙ্গের আদালতে যে ব্যবহার পেয়েছে তার কথা ভাবে। সে শপথ করে যে এর প্রতিশোধ সে নেবে। উমুওফিয়া যদি যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সব কিছু ঠিক চলবে। কিন্তু তারা যদি কাপুরুষতার পথ অনুসরণ করে তাহলে সে একাই এগিয়ে যাবে এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সে অতীতের যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভাবে। তার মনে হয় ইসিকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ছিল সেরা যুদ্ধ। ওকুদো তখনো জীবিত ছিল। ওকুদোর মতো রণ-সঙ্গীত আর কেউ গাইতে পারত না। সে যোদ্ধা ছিল না কিন্তু তার কণ্ঠস্বর প্রতিটি মানুষকে এক-একটা বাঘে পরিণত করত।

পুরনো দিনের কথা স্মরণ করতে করতে ওকোনকুয়ো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, "সত্যিকার মানুষ এখন আর নেই। ওই যুদ্ধে আমরা ওদের কীরকম কচুকাটা করেছিলাম ইসিকে তা কোনোদিন ভুলবে না। আমরা ওদের বারো জনকে হত্যা করি, আর আমাদের মারা যায় মাত্র দুজন। চতুর্থ হাটের দিনের আগেই ওরা শান্তির প্রস্তাব দেয়। সেসব দিনে পুরুষ মানুষরা যথার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ মানুষ ছিল।"

সে যখন এসব কথা ভাবছিল তখন দূর থেকে তার কানে এসে বাজে লৌহ ঘণ্টাধ্বনি। সে মনোযোগ দিয়ে শোনে কিন্তু ঘোষকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না। সে কণ্ঠস্বরও খুব ক্ষীণ। সে তার শয্যায় পাশ ফিরে শোয়, সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠ ব্যথা করে ওঠে। ওকোনকুয়ো দাঁতে দাত ঘষল। ঘোষক কাছে আসতে থাকে এবং এক সময় তার উঠানের পাশ দিয়ে যায়।

তিক্ত অন্তরে ওকোনকুয়ো ভাবে, "উমুওফিয়ার সবচাইতে বড়ো প্রতিবন্ধক হলো ওই কাপুরুষ এগোনওয়াত্মে। তার মিষ্টি কথা আগুনকেও ঠাণ্ডা ছাই করে দিতে পারে। তার কথা শুনতে শুনতে আমাদের পুরুষ মানুষগুলো অক্ষম নিবীর্য হয়ে পড়ে। পাঁচ বছর আগে ওরা যদি তার মেয়েলি প্রজ্ঞা উপেক্ষা করত তাহলে আজ আমাদের এই অবস্থায় পড়তে হতো না।" আবার সে দাঁতে দাঁত ঘষে। "কাল ও আমাদের বলবে যে আমাদের পিতৃপুরুষরা কখনো কোনো 'দোষারোপের যুদ্ধ' লড়ে নি। ওরা যদি তার কথা শোনে, তাহলে আমি ওদের ত্যাগ করে আমার নিজস্ব প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করব।"

ঘোষকের কণ্ঠস্বর আবার ক্ষীণ ও অস্পষ্ট শোনায়। দূরত্বের কারণে তার লৌহ ঘণ্টাধ্বনিও তার কর্কশতা হারিয়েছে। ওকোনকুয়ো পাশ ফেরে, তার পিঠের ব্যথা যেন তাকে এক ধরনের আনন্দ দেয়। "আগামী কাল এগোনওয়ান্নে শুধু একবার 'দোষারোপের যুদ্ধ' কথাটি উচ্চারণ করুক, আমি তখন ওকে আমার পিঠ আর মাথা দেখাব।" সে আরেকবার তার দাঁতে দাঁত ঘষে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাজার লোকে পূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে। ওবিরিকা তার "ওবি"-তে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় ওকোনকুয়ো এসে তাকে ডাক দিল। ওবিরিকা তার ছাগচর্মের ঝোলা এবং কাপড়ে মোড়া কুঠার কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে এসে ওকোনকুয়োর সঙ্গে যোগ দেয়। ওবিরিকার কুটির ছিল রাস্তার কাছে। বাজারের দিকে এগিয়ে যাওয়া সবাইকে সে দেখতে পায়। সেদিন সকালে ইতোমধ্যে বাজারের দিকে চলে যাওয়া অনেকের সঙ্গে সে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছিল।

ওকোনকুয়ো এবং ওবিরিকা যখন সভাস্থলে এসে পৌঁছায় তখন সেখানে এত ভিড় যে একটা বালুকণা উপরে ছুড়ে দিলে সেটা মাটিতে পড়ার পথ খুঁজে পেত না। আর, নয় গ্রামের সকল অঞ্চল থেকে তখনো আরো লোকজন আসছিল। এত বিপুল সংখ্যক লোক দেখে ওকোনকুয়ো ভেতরে ভেতরে উৎফুল্ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে ওঠে। কিন্তু তার চোখ বিশেষ একটি লোককে খুঁজছিল যার মিষ্টি কথাকে সে একই সঙ্গে ভয় ও ঘৃণা করে।

সে ওবিরিকা জিজ্ঞাসা করল, "ওকে দেখতে পাচ্ছ?"

"কাকে?"

ওকোনকুয়ো বাজারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "এগোনওয়ান্নে"। বেশির ভাগ লোক মাটিতে তাদের ছাগচর্মের মাদুর পেতে তার উপর বসেছিল। কয়েকজন সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসা কাঠের টুলে আসন গ্রহণ করে।

ওবিরিকা জনতার উপরে চোখ বুলিয়ে বলল, "না।" তারপরই সে বলে উঠল, "হ্যাঁ, ওকে দেখতে পাচ্ছি আমি। রেশম-তুলার গাছটার নিচে বসে আছে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে ও আমাদেরকে যুদ্ধ না করার পক্ষে রাজি করিয়ে ফেলবে?"

"ভয়? ও তোমার কী করবে আমি জানি না। তবে আমি ওকে এবং যারা তার কথা শোনে তাদের সবাইকে ঘৃণা করি। দরকার হলে আমি একা লড়াই করব।"

ওরা গলা উঁচু করে কথা বলে, কারণ তখন সবাই কথা বলছিল। সমগ্র বাজার গমগম করতে থাকে।

ওকোনকুয়ো মনে মনে ভাবে, "ও কী বলে আগে সেটা শুনব আমি, তারপর আমি কথা বলব।"

একটু পরে ওবিরিকা জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি কী করে জানলে যে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলবে?"

ওকোনকুয়ো বলল, "কারণ আমি জানি যে ও একটা কাপুরুষ।" সে আর কী বলল ওবিরিকা তা শুনতে পায় না, কারণ ওই মুহূর্তে কে একজন পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখে এবং তার সঙ্গে করমর্দনের জন্য সে পেছন দিকে ঘুরে তাকিয়ে ছিল। পাঁচ ছয় জন পরিচিতদের সঙ্গে সে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ওকোনকুয়ো তাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারে কিন্তু কোনো রকম সৌজন্যরক্ষা করা শুভেচ্ছা বিনিময়ের মেজাজ তখন তার ছিল না। কিন্তু ওদের একজন তাকে স্পর্শ করে তার বাড়ির লোকরা কেমন আছে জানতে চায়।

সে নিরাসক্তভাবে বলল "ভালো আছ।" সেদিন সকালে উমুওফিয়ার উদ্দেশে প্রথম বক্তব্য রাখে ওকিকা। যে ছয় ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয়েছিল ওকিকা ছিল তাদের একজন, বড়ো মাপের একজন মানুষ এবং সুবক্তা। কিন্তু প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তাকে হতে হয় গমগমে গলার অধিকারী যার কণ্ঠস্বর গোত্রের সমাবেশে নীরবতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। ওই রকম কণ্ঠস্বর ওকিকার ছিল না। তা ছিল ওনইয়েকার। আর তাই ওকিকা কথা বলার আগে ওনইয়েকাকে বলা হলো সে যেন উমুওফিয়াকে অভিবাদন করে।

ওনইয়েকা তার বাঁ বাহু উঁচু করে তুলে ধরে, তার খোলা হাত দিয়ে বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে, গমগমে গলায় চেঁচিয়ে উঠল : উমুওফিয়া ক্যুয়েনু!

উমুওফিয়া গর্জন করে উঠল : ইয়া!

ওনইয়েকা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বারবার চেঁচিয়ে বলে, উমুওফিয়া ক্যুয়েনু! আর জনতা বারবার গর্জে জবাব দেয়, ইয়া!

এবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিদ্র নীরবতা নেমে আসে, যেন গনগনে আগুনের উপর কেউ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে।

তখন ওকিকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, গোত্রের সব সদস্যদের ঘুরে ঘুরে চার বার অভিবাদন করে, তারপর বলতে শুরু করে:

"আমরা এখানে কেন এসেছি তা আপনারা সবাই জানেন। এই সময় আমাদের উচিত ছিল আমাদের গোলাঘর নির্মাণ করা কিংবা আমাদের কুটির মেরামত করা, আমাদের বাসস্থানগুলো সিজিলমিছিল করা। আমার বাবা বলতেন, যখনই তুমি উজ্জ্বল দিনের আলোয় একটা কটকটে ব্যাঙকে লাফাতে দেখবে তখনই বুঝবে যে কেউ তার প্রাণ হরণের জন্য এগিয়ে আসছে। আজ আমি যখন এত সকালে আমাদের গোত্রের সকল এলাকা থেকে আপনাদের দলে দলে এই সভায় যোগদানের জন্য ছুটে আসতে দেখলাম তখন আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে একটা কিছু আমাদের প্রাণ হরণের জন্য এগিয়ে আসছে।" সে একটুখানি বিরতি দেয়, তারপর আবার বলতে শুরু করে:

"আমাদের সকল দেবতা অশ্রু বিসর্জন করছে। ইদেমিলি অশ্রু বিসর্জন করছে। ওগউগউ অশ্রু বিসর্জন করছে। আগবালা অশ্রু বিসর্জন করছে। অন্য সবাই অশ্রু বিসর্জন করছে। পবিত্র বস্তুর প্রতি যে অসম্মানজনক ও ঘৃণ্য আচরণ আমরা সবাই আমাদের নিজেদের চোখে দেখেছি তার লজ্জায় আমাদের লোকান্তরিত পিতারা অশ্রু বিসর্জন করছে।" তার কম্পিত কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওকিকা আবার একটু থামে, তারপর পুনর্বার শুরু করে :

"এ একটা বিশাল জমায়েত। আর কোনো গোত্র নেই যারা এর চাইতে বেশি সংখ্যা বা বেশি সাহস প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু আমরা সবাই কি এখানে আছি? আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, উমুওফিয়ার সকল সন্তান কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে এখানে আছে?"

জনতার মধ্য দিয়ে একটা গাঢ় গুঞ্জন প্রবাহিত হয়।

ওকিকা বলল, "না, নেই। তারা গোত্রের মধ্যে ভাঙন ধরিয়েছে। তারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গেছে। আজ সকালে আমরা যারা এখানে উপস্থিত তারা আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অটল রয়েছি কিন্তু আমাদের ভাইরা আমাদের পরিত্যাগ করেছে, তারা যোগ দিয়েছে ভিনদেশী মানুষের সঙ্গে, যে মানুষ আমাদের পিতৃভূমিকে কলুষিত করছে। আমরা যদি ওই ভিনদেশী মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হই তাহলে আমরা আমাদের ভাইদের গায়ে আঘাত হানব, হয়তো আমাদের নিজেদের গোত্রের কারো রক্তপাত ঘটাব। কিন্তু আমাদের এটা করতেই হবে। আমাদের পিতা-পিতামহরা কেউ এই ধরনের কাজ করার কথা কল্পনা করেন নি, তাঁরা কখনো তাঁদের ভাইদের হত্যা করেন নি। কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গ তখন তাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয় নি। আর সেজন্যই আমাদের তাই করতে হবে যা আমাদের পিতা-পিতামহরা কখনো করতেন না। ইনেকে পাখিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন সে সর্বক্ষণ উড়ে বেড়ায়, সে উত্তর দিয়েছিল, 'মানুষ নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করতে শিখেছে, আর আমি শিখেছি কীভাবে কোনো গাছের শাখায় না বসে সারাক্ষণ উড়তে হয়।' আমাদের মধ্যেকার অশুভ জিনিসটাকে আমাদের উপড়ে ফেলতে হবে। আর আমাদের ভাইরা যদি ওই অশুভের পক্ষ নেয় তবে তাদেরকেও আমাদের উপড়ে ফেলতে হবে। আর কাজটা আমাদের এখনই করতে হবে। জল এখনো গোড়ালি পর্যন্ত আছে, এখনই তা সেঁচে ফেলতে হবে।"

এই সময় অকস্মাৎ জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সবার চোখ এক দিকে নিবদ্ধ হয়। বাজার থেকে যে পথ শ্বেতাঙ্গের আদালত এবং সেটা ছাড়িয়ে নদীর দিকে গেছে সেখানে এক জায়গায় একটা তীক্ষ্ণ বাঁক আছে। তাই আদালতের পাঁচ জন পেয়াদা ওই বাঁক ঘুরে জনতার একেবারে কিনারে এসে পৌঁছবার আগ পর্যন্ত কেউ তাদের দেখতে পায় নি। ওকোনকুয়ো বসে ছিল ভিড়ের একেবারে প্রান্তসীমায়।

পেয়াদাদের দেখামাত্র ওকোনকুয়ো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সে প্রচণ্ড ঘৃণায় কাঁপতে থাকে। সে হেডপেয়াদার মুখোমুখি হয় কিন্তু ঘৃণায় একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারে না। ওই লোকটি ভীত হয় না। নিজের জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পেছনে তার চার সঙ্গী সারি বেঁধে অবস্থান নেয়। ওই ছোট্ট মুহূর্তটিতে সমস্ত জগৎ যেন নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। পূর্ণ নীরবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাজ করে। উমুওফিয়ার জনগণ পেছনের গাছগাছালি আর বিশাল লতাকুঞ্জের নির্বাক কালো কাপড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

হেডপেয়াদা ওই মায়াবী নীরবতা ভঙ্গ করে। সে হুকুম দেয়, "আমাকে যেতে দাও।"

"এখানে কী চাও তুমি?"

"শ্বেতাঙ্গের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা খুব ভালোভাবে জানো। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এই সভা এখনই বন্ধ করতে হবে।"

চোখের পলকে ওকোনকুয়ো তার কুঠার উঁচু করে তোলে। পেয়াদাটি ওই আঘাত এড়াবার জন্য গুটিশুটি হয়ে নিচু হয়। নিরর্থক। ওকোনকুয়োর কুঠার দুবার নেমে আসে। তার উর্দিপরা দেহের পাশে লোকটির মাথা পড়ে থাকে।

অপেক্ষমান কালো কাপড়ের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সভা বন্ধ হয়ে যায়। ওকোনকুয়ো দাঁড়িয়ে থেকে মৃত লোকটিকে লক্ষ করে। সে বুঝতে পারে যে উমুওফিয়া যুদ্ধ করবে না। সে তা বুঝতে পারে কারণ ওরা অন্য পেয়াদাদের পালিয়ে যেতে দিয়েছে। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে তারা বিশৃঙ্খল হৈ চৈ-এ ডুবে যায়। ওই হৈ চৈ-এর মধ্যে সে দেখতে পায় ভয়। কয়েকজনকে সে প্রশ্ন করতে শুনল : "উনি এ কাজটা কেন করলেন?"

ওকোনকুয়ো বালিতে তার কুঠার মুছে নিয়ে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২৫

একটি সশস্ত্র সেনাদল এবং তাঁর আদালতের পেয়াদাদের নিয়ে জেলা কমিশনার যখন ওকোনকুয়োর বাসভবনের চত্বরে এসে পৌঁছলেন তখন তিনি দেখলেন যে তার "ওবি"-তে কয়েকজনের লোকের ছোট একটি জনতা ক্লান্তভঙ্গিতে বসে আছে। তিনি তাদের বাইরে বেরিয়ে আসার আদেশ দিলেন। কোনো গুঞ্জন না তুলে তারা তাঁর আদেশ পালন করল।

দোভাষীর মাধ্যমে জেলা কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কার নাম ওকোনকুয়ো?"

ওবিরিকা জবাব দিল, "তিনি এখানে নেই?"

"কোথায় আছে?"

"তিনি এখানে নেই!"

কমিশনার রেগে যান, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ওরা যদি এখনই ওকোনকুয়োকে হাজির না করে তাহলে তাদের সবাইকে কয়েদ করা হবে। ওরা নিজেদের মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে আলাপ করে তারপর ওবিরিকা আবার কথা বলল।

"উনি যেখানে আছেন আমরা আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি। হয়তো আপনার লোকজন আমাদের সাহায্য করবে।"

ওবিরিকা 'হয়তো আপনার লোকজন আমাদের সাহায্য করবে' এই উক্তি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছে কমিশনার তা ধরতে পারেন না। তিনি মনে মনে বললেন, এই লোকগুলোর ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর একটা অভ্যাস আছে, এরা বাহুল্য কথা বলতে খুব ভালোবাসে।

পাঁচ-ছয় জন লোক নিয়ে ওবিরিকা পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলে। কমিশনার এবং তার সঙ্গীরা ওদের অনুসরণ করে। তাদের হাতের বন্দুক প্রস্তুত। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সাবধান করে দিয়েছেন, কোনো রকম চালাকি করলেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হবে।

ওকোনকুয়োর বাসভবনের চত্বরের পেছনেই একটা ঝোপ ছিল। চত্বর থেকে ওই ঝোপে প্রবেশ করার জন্য লাল মাটির দেয়ালে একটা ছোট গর্ত ছিল। মুরগির পাল তাদের খাদ্যের অন্তহীন সন্ধানে সারাক্ষণ ওই গর্ত দিয়ে যাতায়াত করত। ওই গর্ত দিয়ে একজন মানুষ যেতে পারত না। ওবিরিকা কমিশনার এবং তাঁর সঙ্গীদের ওই ঝোপের কাছে নিয়ে যায়। তারা দেয়ালের কাছ ঘেঁসে চত্বরটি ঘুরে অগ্রসর হয়। শুকনো পাতার উপর তাদের পা পড়ে যে শব্দ হয় একমাত্র সেই শব্দ শোনা যায়।

তারপর তারা সেই গাছের সামনে এসে উপস্থিত হয় যেখান থেকে ঝুলছিল ওকোনকুয়োর দেহ। তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওবিরিকা বলল, "ওঁকে নামিয়ে এনে কবর দেয়ার ব্যাপারে হয়তো আপনারা লোকরা সাহায্য করতে পারবে। আমাদের হয়ে এই কাজটা করার জন্য আমরা ভিন্‌গ্রাম থেকে কয়েকজন অপরিচিত মানুষকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু তাদের আনতে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে।"

জেলা কমিশনারের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। দৃঢ়চিত্তের প্রশাসককে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে আদিম রীতিনীতির এক ছাত্রের মন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা নিজেরা কেন ওকে নামাতে পারবে না?"

উপস্থিত লোকদের একজন বলল, "সেটা আমাদের রীতি নয়। আত্মহত্যা একটা চরম ঘৃণ্য কাজ। এটা 'ধরণী'র বিরুদ্ধে একটা অপরাধ। যে-লোক এই অপরাধ করে তাকে তার গোত্রের লোকজন সমাহিত করতে পারে না। তার দেহ পাপপূর্ণ। কেবলমাত্র ভিন্ন এলাকার অপরিচিত মানুষরাই তা স্পর্শ করতে পারে। সেজন্যই আমরা আপনার লোকদের ওঁকে নামিয়ে আনতে বলছি। আপনারা বিদেশী।"

কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে কি তোমরা আর সবার মতো একই নিয়মে কবর দেবে?"

"আমরা ওকে কবর দিতে পারব না। বিদেশীরা পারবে। কাজটা করার জন্য আমরা আপনার লোকদের টাকা দেব। কবর দেয়ার পর আমরা ওর প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করব। অপবিত্র হয়ে যাওয়া ভূমিকে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিদানের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে নেব।"

ওবিরিকা এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার বন্ধুর ঝুলন্ত দেহের দিকে তাকিয়েছিল। সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে জেলা কমিশনারকে লক্ষ্য করে হিংস্র গলায় বলল, "ওই লোকটি ছিলেন উমুওফিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। আপনারা ওঁকে আত্মহত্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। আর এখন তাকে কবর দেয়া হবে একটা কুকুরের মতো..."

সে আর কথা বলতে পারে না। তার গলার স্বর কেঁপে উঠে সকল কথা বন্ধ করে দেয়।

একটি পেয়াদা অযথাই চিৎকার করে ওঠে, "চুপ করো।"

কমিশনার তাঁর হেড-পেয়াদাকে আদেশ করলেন, "দেহটা নামাও। তারপর ওটা আর এইসব লোকদের আদালতে নিয়ে আসো।"

পেয়াদা "ইয়েস, স্যার," বলে তাঁকে স্যালুট করল।

তিন-চার জন সেনা নিয়ে কমিশনার চলে গেলেন। বহু বছর ধরে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতা নিয়ে আসার জন্য তাঁর কঠোর পরিশ্রমকালে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। তার মধ্যে একটা হলো, গাছ থেকে ফাঁসিতে ঝোলা কোনো দেহ কেটে নামানোর মতো অমর্যাদার কাজের সময় একজন জেলা কমিশনার কখনো নিজে উপস্থিত থাকেন না। এসব ব্যাপারে মনোযোগ দিলে স্থানীয় লোকরা তাঁর সম্পর্কে খুব নিচু ধারণা পোষণ করবে। তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করার পরিকল্পনা করেছেন সেখানে তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দেবেন। আদালতের দিকে পা চালাতে চালাতে তিনি বইটির কথা ভাবতে থাকেন। প্রতিদিনই তাঁর সামনে নতুন নতুন উপকরণ এসে হাজির হচ্ছে। এই লোকটি, যে একটি পেয়াদাকে হত্যা করে এবং পরে আত্মহত্যা করে, তাকে নিয়ে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কিছু রচনা করা যেতে পারে। তাকে নিয়ে প্রায় একটা গোটা অধ্যায়ই লেখা যায়। না, হয়তো গোটা অধ্যায় নয়, তবে একটা যুক্তিসঙ্গত অনুচ্ছেদ অবশ্যই লেখা যায়। আরো কত জিনিস যে অন্তর্ভুক্ত করার আছে! ডিটেলের ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই খুব কঠোর হতে হবে। তিনি অনেক চিন্তার পর ইতোমধ্যে তাঁর গ্রন্থের একটা নামও নির্বাচন করে ফেলেছেন : "নিম্ন নাইজারের আদিম উপজাতিদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত"।

–ঃ শেষ ঃ–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~